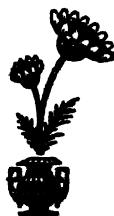
নাট্য-সিরিজ

ইন্দিরা
ও
কমলাকান্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক
নাট্যাকারে গ্রথিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
* * বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে * *
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশিত



কলিকাতা,
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী
বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিন যন্ত্রে'
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

১৩৩৬

মূল্য ১৲ এক টাকা

পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

হরমোহন দত্ত	...	ইন্দিরার পিতা
উপেন্দ্রনাথ	...	ঐ স্বামী
রমণ বাবু	...	সুভাষিণীর স্বামী
কর্ত্তা	...	রমণ বাবুর পিতা
নবদা	...	উপেন্দ্রের প্রতিবেশী

উপেন্দ্রের পিতা, কৃষ্ণদাস, ডাকাত-সর্দ্দার, কেলো, ভেলো, নিধে
প্রভৃতি ডাকাতগণ, পাল্কীবাহকগণ, দরওয়ানগণ
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, দাঁড়ি, মাঝি ও ভৃত্য প্রভৃতি।

স্ত্রী

ইন্দিরা	...	উপেন্দ্রের স্ত্রী
সুভাষিণী	...	রমণ বাবুর স্ত্রী
কামিনী	...	ইন্দিরার ভগিনী
গিন্নী	...	রমণ বাবুর মাতা
হেমা	...	ঐ কন্যা
হারাণী	...	ঐ দাসী

ইন্দিরার মাতা, কৃষ্ণদাস-পত্নী ফুলরা, অমলা, নির্ম্মলা,
বৃদ্ধা গোয়ালিনী, বামনী ও যমুনা প্রভৃতি।

ইন্দিরা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হরমোহন দত্তের অন্তঃপুর

(ইন্দিরা ও কামিনী)

ইন্দিরা। তুই যা, তোর কথা আমি মানিনি, যার জন্যে নারীজন্ম জন্মান, তাই যদি না হোল ত' টাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাব। তুই যা, আমার ভারি রাগ হচ্ছে, রাগে আমার গা গর্‌গর্‌ ক'চ্ছে।

কামিনী। না দিদি, তোর পায়ে প'ড়ি তুই রাগিস্‌নি। না দিদি, তোর পায়ে প'ড়ি তুই রাগে গর্‌গর্‌ করিস্‌নি।

ইন্দি। তবে বড্ড রাগ হ'ল, রাগবো না, কেন? গরিবের ঘরে বে দিলেন কেন? দিলেন যদি ত' মেয়ে পাঠালেন না কেন? মেয়ে পাঠালেন না তো অমন চিপ্টেন ক'রে, "বেইকে বলো যে আগে আমার জামাই উপার্জ্জন ক'র্ত্তে শিখুন, তার পর বউ নিয়ে যাবেন, এখন আমার মেয়ে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবেন কি?" এ লিখে পাঠালেন কেন? তাই তো তিনি আজ আট বছর নিরুদ্দেশ ছিলেন, আমার রাগে কান্না পাচ্ছে! আবার বলিস্‌, রাগিস্‌নি?

কামিনী। তা এখন রেগে কেঁদে কি হবে? হারানিধি ফিরেছে তো, একবার হাস না দিদি? টাকার কাঁড়ি নিয়ে ঘরে এয়েছে তো? একবার নাচ্ না দিদি!

ইন্দি। টাকার কাঁড়ি, টাকার কাঁড়ি আর বলিস্‌নি, তাহ'লে আমার একটুও আহ্লাদ হবে না। টাকা রোজগার আমার দু চ'ক্ষের বিষ, এ আট বচ্ছর তো দেখ্‌তে পার্ত্তুম্ই না, এখন থেকে কাউকে রোজগার ক'র্ত্তে দেখ্‌লে তার সঙ্গে ঝুটোপুটি ঝগড়া ক'র্ব্বো।

কামিনী। তা করিস্, দিদি করিস্, তা যার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্ব্বি ব'লে আহ্লাদে রেগে কেঁদে হেসে ম'র্‌চিস্, সে যদি হেথায় না আসে—তোকে যদি না নে যায়?

ইন্দি। আস্‌বে না? নে যাবে না? তবে কি ক'র্‌বে?

কামি। টাকার কাঁড়ি নিয়ে ঘরে ফিরেছে, আর একটা বে ক'র্‌বে।

ইন্দি। বে ক'র্‌বে? আমি শাপ দেব না? এই আট বচ্ছর ধ'রে দিন-রাত ভেবেছি, দিন-রাত কেঁদেছি,—আমি শাপ দিলে সেই টাকার কাঁড়ি থাক্‌বে? সব উড়ে যাবে! তখন আর বে দেবে কে? কেউ দেবে না, তা হ্যালা, তুই এ কথা আপ্‌নি আপ্‌নি ব'ল্‌চিস্, না আর কেউ ব'ল্লে?

কামি। তা কেউ বলেনি, তবে বোনাই বাবু পণ্টনের দল থেকে টাকার কাঁড়ি নিয়ে এসেছেন সে কথা সবাই ব'ল্‌ছে, মা ব'লেছেন, পাছে টাকার গরমে তোকে না গ্রাহ্যি করে!

ইন্দি। কি এত টাকা! বাবার টাকার চেয়ে ত' বেশী নয়, আমরা তো

টাকার ছিনিমিনি খেলি, আমরা বড় মানুষের মেয়ে, আমাদের গ্রাহ্যি ক'র্ত্তেই হবে !

(ইন্দিরার মাতার প্রবেশ)

ই-মা। উপেন শুন্‌ছি না কি একটা রাজার ভাণ্ডারে যত টাকা ধরে তত টাকা এনেছে, এখন মা, তোকে সুখী দেখ্‌লেই বাঁচি।

ইন্দি। হাঁ মা, টাকাতে বড় সুখ ? না ? তা আমি এক দিন টাকা পেতে শোব ?

ই-মা। দূর পাগ্‌লি !

(হরমোহন দত্তের প্রবেশ

হর। বেই লোক পাঠিয়েছে—ইন্দিরাকে নে যাবার কথা লিখেছে। লেখ্‌বার ধাঁচাটা একবার শোন (পত্র পাঠ) আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম ; পাল্কী. বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন, নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব। শুন্‌লে কেমন ?

ই-মা ; শুন্‌লেম্ ঠিক, তবে চিঠিখানায় একটু নূতন বড়মানুষী নূতন বড়মানুষী গন্ধ ক'চ্চে—এই যা।

হর। বড়মানুষী খুব ! বিশেষ নতুন বড়-মানুষী। ওই জান্‌লা দিয়ে দেখ না ? নতুন পাল্কীখানার ভিতর নতুন কিংখাপ মোড়া—উপরে রূপোর বিট, বাঁটে হাঙ্গরের মুখ ; দাসী মাগীর ওই স্থাখ পরণে গরদ, গলায় বড় মোটা সোণার দানা ; আবার ওই স্থাখ—চার জন কাল দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পালোয়ান সঙ্গে ! এ সব নতুন বড়মানুষের সজ্জা বই আর কি ! আমাদের ব'নেদি চাল আলাহিদা !

ই-মা। তা যাই হ'ক্, আমার সোণার বাছা বেঁচে থাক্। ইন্দিরাকে জামাই সোণার চ'ক্ষে দেখুন!

হর। তা বটে। তা মা ইন্দিরা! আর তোমাকে রাখ্‌তে পারি না, এখন যাও, আবার শীগ্‌গির নিয়ে আস্‌বো। দেখো, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখে হেস না!

[কর্ত্তা ও গিন্নীর প্রস্থান।

কামিনী। আমি আর একটু হ'লে বাবাকে আঙ্গুল ফোলার একটা জবাব দিয়ে ফেলেছিলুম!

ইন্দিরা। কি?

কামিনী। ব'লছিলুম, বাবা, দিদির প্রাণটা বুঝি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হ'ল, তুমি যেন বুঝ্‌তে পেরে হেস না।

ইন্দিরা। ছি! ও কি কথা লা!

কামিনী। কথাটা ঠিক্, তা দিদি, তুই শ্বশুরবাড়ী চল্লি—এখন শ্বশুর-বাড়ী কেমন তা ত' জানিস্ না।

ইন্দিরা। জানি! সে নন্দনবন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মেরে লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে গেলেই স্ত্রীলোক অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উঠে।

কামিনী। আ, মরণ আর কি!

ইন্দিরা। হ্যাঁ লো সত্যি, আমি কি মিছে ব'লছি।

কামিনী। তা ভাল, এখন সাজ্‌বি গুজ্‌বি চ। মনোহরপুর ত' আর

কাছে নয়, দশ ক্রোশ পথ, এখন বেরুলে সেখানে পৌঁছুতে রাত্তির পাঁচ সাত দণ্ড হবে।

ইন্দিরা। যেতে রাত হবে? তবে আমি যাব না!

কামিনী। সে কি! যাবিনি কেন?

ইন্দিরা। রাত্তিরে আমি ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাব' না, তিনি কেমন, রাত্তিরে তিনিও ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাবেন্‌ না, আমি কেমন। মা কত যত্নে চুল বেঁধে দেবেন, দশ ক্রোশ পথ যেতে যেতে খোঁপা খ'সে যাবে, চুলের বাহার মাটী হবে। তার ওপর পাল্কীর ভেতর ঘেমে বিশ্রী হ'য়ে যাব'। তেষ্টায় টুক্‌টুকে লাল ঠোঁট দুখানি শুকিয়ে উঠ্‌বে। তুই হাস্‌ছিস্‌, আমার মাথার দিব্বি, তুই হাসিস্‌নি। আমি ভরা যৌবনে এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি।

কামিনী। তবে চ দিদি, তোকে ভাল ক'রে সাজিয়ে দিই।

[ইন্দিরা ও কামিনীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপেন্দ্রের বাটী

(উপেন্দ্রের পিতা, উপেন্দ্র ও লবদা)

লবদা। রাম! রাম! সারা গ্রামের লোকটা ছি ছি ক'চ্চে, বয়েসের সঙ্গে ও কি জ্ঞান-বুদ্ধিটুকু জলাঞ্জলি দিয়েছেন, মনে নেই—বেই মশাই কি অপমানটা না ক'রেছিলেন। যারা মেয়ে দেয়, তারা ত' ছেলের বাপের গোলাম, বউ আনতে পাঠান গেল, ব'লে পাঠালেন

কি না,—বেইকে ব'লো—"ছেলে আগে রোজগার ক'ত্তে শিখুক, এখন নিয়ে গিয়ে খাওয়াবেন কি?" দুঃখে ছেলে দেশত্যাগী হ'য়ে গেল, বলি এই যে ছেলে আট বছর দেশত্যাগী ছিল, একবার খোঁজটি পর্য্যন্ত নিয়েছিলেন? আপনি বিজ্ঞ লোক, আপনাকে বেশী বলা ভাল দেখায় না। আবার আপনি সেই বউকে আনতে পাঠালেন?

উ-পিতা। কি করি বল লবঙ্গ,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, ছেলে এখন উপযুক্ত হ'য়েছে, ভাল-মন্দ বোঝবার ক্ষমতা জন্মেছে, রোজগার-পাতি ক'রে যখন ফিরে এলেন, তখন বল্লুম আর কেন? আর একটা বে কর। কথাটা বাবাজীর কাণে পৌঁছুল না। ওঁর গর্ভধারিণীর সঙ্গে খানিকক্ষণ ফুসুর ফুসুর ক'ল্লেন, তার পর বউ আনতে দরয়ান লোক-জন পাঠিয়ে দিলেন।

উপেন্দ্র। আপনার অনুমতি ঠেলে ত' কায হয়নি। আপনার সম্মতি-ক্রমে লোকজন পাঠান হ'য়েছে।

উ-পিতা। কি করি বল বাপু, তুমি রোজগারি ছেলে, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাযটা কি ভাল দেখায়।

লবঙ্গ। তুমি বুঝছ কি বাবাজী? আজকাল পয়সাই মূলাধার। যদ্দিন কোলের ছেলেটি থাকে, তদ্দিন বাপ মার জুলুম চলে, পাখনা বেরুলে উড়তে শিখলে, তখন ত' বাপ-মা 'গো টু হেল।' শুধু ছেলেদের দোষ আমি দিচ্ছিনি, আজকালকার বাপ-মাগুলিও কম নয়; রোজগারি ছেলে অতি ছেঁচড়া হ'লেও বাপ-মার চক্ষে সোণার চাঁদ; হ্যাঁ বাবাজী, বৌ-মাটি কি খুব সুন্দরী?

উপেন্দ্র। তার সঙ্গে আমার দুদিন বৈ দেখা নয়। আরও তাকে বালিকা অবস্থায় দেখেছি, সে সুন্দরী কি, কি—তা আমি জানি না, সৌন্দর্য্য প্রাণে না ব'সলে মনে থাকে না, সৌন্দর্য্যে আত্মহারা না হ'লে সৌন্দর্য্য টের পাওয়া যায় না। বালিকার সৌন্দর্য্য দেখে-ছিলেম মাত্র, মনে নাই।

উ-পিতা। তা বেশ ক'রেছ! আজ আবার বেই ম'শায় কি উত্তর পাঠান দেখ? আমি ও সব ভাল বুঝিনি বাবু। সোমত্ত মেয়ে বাপের বাড়ী জিইয়ে রাখা, এ কি রকম কথা?

নবদা। তার জন্যে ভাব্‌বেন না, কথা তো আর প্রচার হ'তে বাকী নেই,—"জামাই কমিসারিয়েটে চাকরী ক'রে অনেক টাকা রোজগার ক'রে এনেছে।" মেয়ে পাঠাবার এই ত' সময়, দিদেন দু'চারখানা গহনার লোভে মেয়ে পাঠাবেই পাঠাবে। সে হরমোহন দত্ত, আপনার স্বার্থটুকু খুব বোঝে, এখন আর অসরস ক'চ্ছে না।

উ-পিতা। দেখ বাবাজী! যা ভাল হয় কর। আমার প্রাণে কিন্তু বড় সুর গাইছে না, একটা কিছু বিদকুটে রকম ব্যাপার ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকল দিকেই বজায় হ'লেই ভাল। বেলা হ'ল, স্নানের উদ্‌যোগ করা যাক্। হ্যাঁ—ভাল কথা বাবাজী, আমাদের হাইকোর্টের উকিল—রমণ বাবুর কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছে, আমাদের সেই আপীল কেসের নথী-পত্রগুলি দু এক দিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দিতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো, যা হ'ক্ একটা পরামর্শ করা যাবে।

[প্রস্থান।

লব। হ্যাঁ বাবাজী, তা হ'লে এবার সংসারী হ'চ্ছ ?

উ। কাযটা অন্যায় ক'চ্ছি ব'লে মনে হ'চ্ছে কি? সংসারে এসেছি, দুদিন থাকৃতে হবে, একটু মনের মত না ক'রে নিলে কি নিয়ে থাক্‌বো! যে সংসারে স্ত্রী নাই, সে সংসার শ্মশান!

লব। তা বটে, কিন্তু তোমার বুড়ো বাপ একটু মর্ম্মাহত হ'য়েছেন, তোমার শ্বশুর যে রকম অপমানের কথা ব'লে পাঠিয়েছিলেন, তেমন তেমন বাপ হ'লে তাদের সঙ্গে মুখে দেখাদেখি পর্য্যন্ত রাখ্‌তো না।

উ। আপনি আমার বাপের বন্ধু, আপনার কাছে কোন কথা চাপ্‌বো না। শুনুন বলি ;—মানি বটে, বাবা এবং আমি শ্বশুরের দ্বারা যথোচিত অপমানিত হ'য়েছি ; সে অপমানের আর প্রতিশোধ নেই। কিন্তু যদি বিশ্বাস করেন, যথার্থ ব'লৃতে কি, সেই অপমানই আমার উন্নতির মূল, বৃদ্ধ পিতা সংসারের এক মাত্র ভরসার স্থল ছিলেন, আমি উপযুক্ত ছেলে, এ বয়সে তাঁর সাহায্য করা দূরে থাক্, আমি স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর গলগ্রহ হ'তেম, কাযটা ভাল হ'ত কি? শ্বশুরের কথায় আমার ধিৎকার জন্মায়,—আমি সে ধিৎকারের জোরে বেরিয়ে যাই, দেখুন, আমি এখন অনেক সম্পত্তির অধিকারী।

লবদা। তা বটে, বাবাজী, তা বটে, আচ্ছা যথার্থ বল দেখি, বৌয়ের সঙ্গে যদিও তোমার দু'দিনের দেখা, তবু কেমন একটা টান জন্মে গিয়েছে না?

উ। সে কথা বড় মিছে নয়, আমি তাকে বালিকা অবস্থায় দেখেছি বটে, কিন্তু সেই সুন্দর মুখখানি প্রাণের ভিতর আঁকা র'য়েছে।

সে সরলতা, সে মধুরতা, সে পবিত্রতা, আহা! যেন আমার চক্ষের উপর র'য়েছে। আমার বিশ্বাস কি জানেন, সে এসে সে আমার ঘর ক'ল্লে আমার উন্নতি দিন দিন বাড়্‌তে থাক্‌বে। সে না হ'লে আমার সব মিথ্যা হবে—সে না হ'লে আমি সুখী হ'তে পারব না, সে না হ'লে আমার সংসার শ্মশান।

বদা। বটে বাবাজী, বটে, তবে ত তুমি দেখ্‌ছি হিসেব নিকেশ ক'রে কৈফেত কেটে রেখেছ, তা যাক্, এখন খাওয়া-দাওয়া করগে, বউ এলে আমরা যেন খবর পাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গভীর বনমধ্যে কালীমন্দির

(ডাকাত, সর্দ্দার, কেলো ও অন্যান্য দস্যুগণ)

সর্দ্দার। ভীমে! তোর আঁচ্‌টা কি শুনি? হবে কি না হবে, এঁচে বল্ দেখি?

১ম দস্যু। মুরুব্বি, আর আঁচা-আঁচিতে কায কি বাবা, যা হবার তাই হবে, আমি ভাল-মন্দ ব'লে কি তোমার শাঁকের করাতে প'ড়্‌বো।

সর্দ্দার। কেলো! তোর আঁচ?

কেলো। আমার আঁচ, তারা ঠিক্ নিয়ে আস্‌বে।

১ম দস্যু। (জনান্তিকে) এই শালা মোলো।

সর্দ্দার। ঠিক্ তো, মা কালীর সাম্‌নে কথা, ঠিক্ তো।

কেলো। হ্যাঁ মুরুব্বি, ঠিক্।

সর্দ্দার। না আসে তোর গর্দ্দান জামিন।

কেলো। উঁহুঁ, তবে আস্‌বে না।

সর্দ্দার। আসে তোর গর্দ্দান জামিন।

৩য় দস্যু। (জনান্তিকে) বল্ না শালা, আস্‌লেও পারে, না আস্‌লেও পারে।

(নেপথ্যে শব্দ)

১ম দস্যু। ওই বুঝি আস্‌ছে, বড্ড আঁধার, ঠায় দেখা যায় না।

সর্দ্দার। জ্বাল মশাল, বামাল আছে।

কেলো। অবিশ্যি আছে।

সর্দ্দার। না থাকে তোর গর্দ্দান জামিন।

কেলো। ওঃ বাবা! মুরুব্বি আবার সেই কথা? তবে নেই।

সর্দ্দার। থাকে তোর গর্দ্দান জামিন!

৩য় দস্যু। (জনান্তিকে) দূর শালা রামের বাহন, লেজ নিস্‌নি কেন?

(পাল্কী সমভিব্যাহারে দস্যুগণের প্রবেশ)

সর্দ্দার। সব ঠিক্?

নিধে। সব।

সর্দ্দার। গহনা কত?

নিধে। ঢের—

সর্দ্দার। কাপড় ?

নিধে। বেনারসী।

সর্দ্দার। জিনিস্‌-পত্তর ?

নিধে। তোরঙ্গ ঠাসা।

সর্দ্দার। ওরে ছুঁড়ী, তোর গায়ে যা কিছু গহনা আছে সব খুলে দে আর এই টেনা প'রে বেনারসী ছাড়, আমি ততক্ষণ ওদিকে শুনি, হ্যাঁ রে নিধে, আগাগোড়া সব খবর দিচ্ছিস নে যে, কেমন ক'রে কি হ'লো, কি ক'রে কি ক'ল্লি, সব খবর দিচ্ছিস্‌ নে যে ?

নিধে। খবর ? মুরুব্বি যেমনটি ব'লে দিয়েছিলেন, ঠিক্‌ তেম্‌নিটি ঘটেছিল। দরয়ান, চাকর, ঝি সঙ্গে, ষোল জন বেহারার কাঁধে ঠিক্‌ দুপুরের ওক্তে কালাদিঘীর ধারে এসে জ'ম্‌লো, চাকর, দরয়ান, ঝি, বেহারা, সব একসঙ্গে পুকুর-ঘাটে নাম্‌লো, অম্‌নি আমরা এ-গাছ থেকে ঝুপ্‌, ও-গাছ থেকে ঝাপ্‌; ঝুপ্‌ ঝাপ্‌ ক'রে প'ড়ে পাল্কী কাঁধে ক'রে ছুট্‌। দরয়ান ক' বেটা খানিক এয়েছিল, এক বেটা এসে পাল্কী পর্য্যন্ত ধ'রেছিল, আর এই নিধে তার মাথায় সজোরে এক লাঠি, সে বেটা পড়্‌লো আর উঠ্‌লো না, ক' বেটা ভোজপুরে আর এগুল না, তার পর প্রায় এই এক দিনের পথ, সেই দুপুর থেকে এই শেষ রাতে এসে প'ড়েছি ; এখন মুরুব্বি, রাত আর কত ?

সর্দ্দার ; রাত আর কৈ ! ফরসা হ'লেই হয়, আর দেরি করা হবে না। ওরে বাপু দে তোর সব দে, দিয়ে পাল্কী থেকে বেরিয়ে

আয়, আমরা পাল্কীর রূপো খুলে নিয়ে, খানিক দূরে গিয়ে, পুড়িয়ে তবে যাব।

ইন্দি। (পাল্কী হইতে বাহির হইয়া) বাবা! আমার এই সর্ব্বস্ব নাও—আমায় প্রাণে মার্‌বে কি?

সর্দ্দার। না, তোর যথায় ইচ্ছে চ'লে যা।

ইন্দি। বাবা! আমি গেরস্তর মেয়ে, কখন বাইরে বেরুইনি একলা—এ বনে কোথায় যাব? বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি—তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।

সর্দ্দার। দূর বেটী, তোর মতন এমন রাঙা মেয়ে আমরা কোথায় নিয়ে যাব। এ ডাকাতীর এখনি সোরত হবে, তোর মতন রাঙা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখ্‌লেই আমাদের বাঁধ্‌বে।

কেলো। মুরুব্বি! ভানুমতী গাধাকে দিয়ে দাও—

সর্দ্দার। (ক্রুদ্ধস্বরে) কি বলিস্‌?

কেলো। আমি একে নিয়ে ফাটকে যাই সেও ভাল, তবু একে ছেড়ে যেতে পাচ্ছি না, মুরুব্বি! তোমার পায়ে পড়ি, ভানুমতী গাধাকে দিয়ে দাও।

সর্দ্দার। কি বলিস্‌ হারামজাদা? এই লাঠির বাড়ী—এইখানে তোর মাথা ভেঙ্গে না রেখে যাব! ও সব পাপ কি আমাদের সয়! সব আয়—(ইঙ্গিত করণ)

[দস্যুগণের প্রস্থান।

ইন্দিরা। (স্বগত) এ কি হ'ল! এই নিবিড় বনে আমি একা! হায়! হায়! এমনও কি কখন হয়! এত বিপদ, এত দুঃখ কি কারুর

কখন ঘটেছে? কোথায় প্রথম স্বামি-দর্শনে যাচ্ছি, সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার প'রে, কত সাধে চুল বেঁধে, সাধের সাজা পানে ঠোঁট লাল ক'রে, সুগন্ধে সুকুমার দেহ আমোদিত ক'রে এই উনিশ বৎসর নিয়ে প্রথম স্বামি-দর্শনে যাচ্ছিলেম, কি ব'লে এই অমূল্য রত্ন তাঁর পাদপদ্মে উপহার দেব, তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছিলেম,—অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত! সমস্ত গহনা কেড়ে নিয়েছে—নিক্, ছেঁড়া টেনা পরিয়েছে—পরাক্, বাঘ-ভাল্লুকের মুখে সমর্পণ ক'রে গেছে—যাক্, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ যাচ্ছে তাও যাক্—প্রাণ আর চাই না, এখন গেলেই ভাল; কিন্তু যদি প্রাণ না যায়, যদি বাঁচি; তবে কোথায় যাব? আর ত তাঁকে দেখা হ'ল না; বাপ-মাকেও বুঝি আর দেখ্‌তে পাব না। হায়! কাঁদ্‌লেও ত এ কান্না ফুরবে না। এ দিকে সকাল হ'য়ে এল, এখন কি করি? কোথায় যাই? ও কে আসে! স্ত্রীলোক না? মা, কে তুমি? আমায় র'ক্ষে কর।

[পদতলে পতন।

(বৃদ্ধা গোয়ালিনীর প্রবেশ)

গোয়ালিনী। মা! তুমি কে? এমন সুন্দর মেয়ে কি পথে, ঘাটে একা বেরুতে আছে? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা!

ইন্দিরা। মা, আমি বড় অভাগী, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি মা মহেশপুর চেন?

গোয়ালিনী। মহেশপুর? মহেশপুর চিনি বৈ কি মা, তা সে যে মা এখান থেকে অনেক দূর।

ইন্দিরা। মা, আমি তোমাকে টাকা দেওয়াব, তুমি আমাকে সেইখানে রেখে এসো।

গোয়ালিনী। (স্বগত) টাকা দেওয়াবে! তা'ই তো। প্রকাশ্যে) তা মা তা কি ক'রে হয়, আমার ঘর-সংসার ফেলে কি ক'রে যাই বল।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

এই ভস্চাজ্জি মশায়কে বল, উনি যদি কোন উপায় ক'রে দেন।

ইন্দিরা। বাবা! মহেশপুর এখান থেকে কত দূর?

ব্রাহ্মণ। মহেশপুর! মহেশপুর যে এখান থেকে প্রায় এক দিনের পথ।

ইন্দিরা। বাবা! আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

ব্রাহ্মণ। আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাব।

ইন্দিরা। চলুন, আমিও যাব।

ব্রাহ্মণ। তুমি সেথায় কার বাড়ী যাবে

ইন্দিরা। আমি কাউকে চিনি না,·কারুর বাড়ী যাব না একটা গাছ-তলায় শুয়ে থাক্‌বো।

ব্রাহ্মণ। তুমি কি জাত?

ইন্দিরা। আমি বাবা কায়েতের মেয়ে।

ব্রাহ্মণ। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু বড়-ঘরের মেয়ে, ছোট-ঘরে এমন রূপ হয় না। আচ্ছা মা, তোমার কাপড়ের এমন দশা কেন? তোমার কাপড় কি কেউ কেড়ে নিয়েছে?

ইন্দিরা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ। কে নিলে?

ইন্দিরা। ডাকাতে।

ব্রাহ্মণ। ডাকাতে? তুমি ডাকাতের হাতে কি ক'রে প'ড়লে মা?

ইন্দিরা। বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুড়বাড়ী যাচ্ছিলেম, তার পর এই দুর্দ্দশা।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাই তো মা, মহেশপুর ছাড়া আর কি কোথায় কেউ আত্মীয় নাই?

ইন্দিরা। কলিকাতায় আমার এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ী আছে। সেখান থেকে আমার বাপের বাড়ী, কি শ্বশুরবাড়ী যদিও অনেক দূর, তবু তাঁর কাছে গেলে বাবাকে খবর পাঠাতে পারবেন।

ব্রাহ্মণ। ভাল কথা, কৃষ্ণদাস বসু আমার যজমান, আজ সপরিবারে তারা কলিকাতায় যাচ্ছে, আমি সেইখানেই যাচ্ছি, তা মা, তুমি বেশ বিবেচনা ক'রেছ, চল, তোমায় নিয়ে গিয়ে তাকে ব'লে দিয়ে আসি, তিনি প্রাচীন ও বড়মানুষ।

ইন্দিরা। তাই চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোয়ালিনী। তাই তো ছুঁড়ী হাত-ছাড়া হ'ল যে, বড়মানুষের মেয়ে, অবিশ্যি কিছু পাওয়া যেত, বুড়ো বামুনকে হাতে তুলে দিলুম, ওকে বেচে ও যদি কিছু পায়, আমায় কিছু দেবে না? অবিশ্যি দেবে, পেছু নিয়ে যাব না কি? টাকাটা সিকেটা যা পাই তাই লাভ,

অমন সুন্দর মেয়ে যে দিক্ দিয়ে হ'ক্ কিছু না কিছু পাওয়া যেতই, অমন ভরা যৌবন হাত-ছাড়া করা ভাল হয়নি, উহুঁ ভাল হয়—উহুঁ ভাল হয়নি।

[প্রস্থান।

(কেলোর প্রবেশ)

কেলো। ছুঁড়ী গেল কোথায়? এ নিবিড় বন, এর ভেতর থেকে বেরুনো বড় সহজ কথা নয়! পেছু ত নিয়েছি এখন যাবে কোথায়? সর্দ্দার টের পেলেই মাথাটি দুফাঁক্। তা হ'ক্, তবু পেছু নেব, ও যেখানে যাবে আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব। তাই ত, এ আমার হ'ল কি? ডাকাতের প্রাণে এ মমতার স্রোত কে ঢেলে দিলে রে? আহা, তাকে বুকে রাখ্‌তে ইচ্ছে ক'চ্ছে, নরম পা দুখানি কাঁটায় ছোড়ে গেছে, দাঁত দিয়ে তুলে দিতে সাধ হচ্ছে! মা কালী, কল্লি কি? এত দিনের বাঁধা ঘর এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলি!

(উপবেশন)

(ফুল্লরার গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত

পাষাণী তোর পাষাণ প্রাণে একটু মায়া নাই।
রক্ত খেয়ে নেচে গেয়ে ধেয়ে বেড়াস্ তাই॥
কোলের মেয়ে আমি যে তোর,
নেংটা হয়ে মাথা খেয়ে ভাবে থাকিস ভোর;
তোর যেমন আচার তেম্‌নি বিচার লাজে ম'রে যাই।

ফুল্লরা। এখানে একলাটি ব'সে কেন গা? গালে হাত দিয়ে ব'সে ভাব্‌ছ কি?

কেলো। কেন? সর্দ্দার কি আমায় খুঁজ্‌ছে না কি?

ফুল্লরা। না তা নয়, তবে তুমি ভাব্‌ছ, এ একটা নতুন জিনিষ কি না? তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

কেলো। কেন? আমি ডাকাত ব'লে কি আমার প্রাণ নেই! আমার ভাবনা নেই?

ফুল্লরা। প্রাণ আছে কি না জানি না! কিন্তু ভাব্‌তে তোমায় কখন দেখিনি।

কেলো। একটু ভাব্‌ছি ফুল্লরা! একটু কেন, ভারি ভাবনা ভাব্‌ছি, ভাবনার শেষ পাচ্ছি না।

ফুল্লরা। আমায় ব'ল্‌বে না? আমায় যে তুমি সব কথা বল।

কেলো। সাম্‌নে মা কালী, দিব্যি কর, কারুর কাছে প্রকাশ ক'র্‌বে না।

ফুল্লরা। প্রকাশ ক'র্‌বো না।

কেলো। আমি আর ডাকাতী ক'র্‌বো না।

ফুল্লরা। কেন?

কেলো। কেনর উত্তর নেই। এত বড় জোয়ানটা হলুম, আধাআধি বয়েসটা কাটিয়ে আন্‌লুম, কি কর্‌লুম্ বল দেখি? কারুর কান্নায় এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছি কি? কারুর দুঃখে একটু দয়া প্রকাশ ক'রেছি কি? কারুর বুকের শেল তুলে নিয়েছি কি? আর কেন?

ফুল্লরা। তুমি কি ব'জ্‌ছ? আজ তোমার এ কি ভাব?

কেলো। কি ভাব আমি নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি, তোমায় বোঝাব কি? ছুটেছে, প্রাণ ছুটেছে, খুব ছুটেছে, আর কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না; আমি যাব, আমায় কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

ফুল্লরা। কোথায় যাবে?

কেলো। কোথায় যাব, সে কথা তোমার শুনে দরকার কি? তোকে একটা কথা শিখিয়ে দিয়ে যাই, এই যে জিভ বার ক'রে খাঁড়া ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌ছিস্‌, একে বড় সোজা মনে করিস্‌নি, এ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে পাপ কাজ করিয়ে নিয়ে নরকের পথ সাফ্‌ ক'রে দেয়—হাসিমুখে বিষ প্রসাদ ক'রে দেয়—আমরা অমৃত ব'লে পান করি, শিক্ষা দিচ্ছে উলঙ্গিনী হও, স্বামীর বুকে লাথি মার, রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত কর; তোকে ব'লছি এ শিক্ষা শিখিস্‌নি, এ কথায় ভুলিস্‌নি, এ মোহে ম'জিস্‌নি। আমি চল্লুম, আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস, তার বদলে কিছু দিতে পাল্লুম না, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাক্‌বে। তবে তোর ভালবাসা যদি যথার্থ হয়, সে ভালবাসার প্রতিদান পাবি, আজ না হয় দুদিন বাদে।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। কোথায় চ'ল্‌লো, কেন যাচ্ছে, মনে কি বিকার জন্মাল? মহামায়া মা! একটা জিনিষ আধার ক'রে বনের মাঝে ফুলের মত ফুটেছিলুম্‌, আপনার সৌরভে আপনি বিভোর হ'য়ে বেড়াতুম্‌, এ আমার কি হ'ল? জানিস্‌ তো মা, আমি ভালবেসেছি, আমার ভালবাসার ধনকে কোথায় পাঠাচ্ছিস্‌? ও যেখানে যাবে, আমি পাছু পাছু যাব।

গীত

ফুল্লরা। ছার-কপালি নামে কালী মনের কালি তাইতে এত।
ডাক্‌লে তোরে হৃদয় ভ'রে, জ্বালার আগুন জ্বালাস্ তত ॥
কাঁদাবি কি এম্‌নি ক'রে,
প্রাণের বোঝা বুকে ধ'রে
আশার আশে, মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে বল থাক্‌বো কত।
মুছে দে মা মনের কালি,
আর কত কাল জ্ব'ল্‌বো কালী
শুকিয়ে যাব, আর কি রব, ফুটেছি মা ফুলের মত ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কৃষ্ণদাস বসুর বাটীর সম্মুখ

(কেলো ও বৃদ্ধা গোয়ালিনী)

কেলো। মাসী! কোন্ বাড়ী?

বৃদ্ধা। এই বাড়ী বাছা—

কেলো। এই বাড়ী? এই বাড়ীতে ত' আমার ভেলো ভাই কাজ করে। এই বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেখেছিস্? ঠিক্ তো?

বৃদ্ধা। ঠিক্ বই কি বাছা, তোর মাসী কখন বেঠিক কথা কয়?

কেলো। দেখিস্, বেঠিক হলে ঠক ঠেকাব!

বৃদ্ধা। আর ঠক ঠেকিয়ে কায নেই—এখন যা দিবি বল্লি, দে।

কেলো। আগে বুঝে প'ড়ে দেখে শুনে নি, তবে তো দেবো। আচ্ছা, বল্ দেখি মাসী, তার বয়স কত?

বৃদ্ধা। বয়েস? বয়েস কত ব'ল্‌বো, ঠিক চার গণ্ডা কি পাঁচ গণ্ডা।

কেলো। ঠিক্! আচ্ছা, বল্ দেখি মাসী, তার রং কেমন?

বৃদ্ধা। রং? রং কেমন ব'ল্‌বো? খুঁড়ের ডেলের মত।

কেলো। ঠিক্! আচ্ছা, বল্ দেখি মাসী, তার মুখখানা কেমন?

বৃদ্ধা। মুখ? মুখখানা কেমন ব'ল্‌বো? ঠিক দুর্গো প্রিতিমের মত।

কেলো। ঠিক্! আচ্ছা, বল্ দেখি মাসী, তার চোখ দুটো কেমন?

বৃদ্ধা। চোখ? চোখ দুটো কেমন ব'ল্‌বো? ঠিক্ যেন দুচির পটল।

কেলো। ঠিক! আচ্ছা, বল্ দেখি মাসী, তার নাকটি কেমন?

বৃদ্ধা। নাক? নাকটি কেমন ব'ল্‌বো? ঠিক যেন বাঁশী।

কেলো। ঠিক্! আচ্ছা, বল্ দিকি মাসী, তার—না, না—সে কথা না, আচ্ছা সে কথাও না, আচ্ছা, বল্ দিকি মাসী, তার চলন কেমন?

বৃদ্ধা। চলন! চলন কেমন ব'ল্‌বো? ঠিক্ যেন বাবুদের দুল্‌কী হাতী।

কেলো। ঠিক্! আচ্ছা, বল্ দিকি মাসী, তার চাউনি কেমন?

বৃদ্ধা। চাউনি? চাউনি কেমন ব'ল্‌বো? চাউনিটে কিছু ফ্যাল্‌ফেলে।

কেলো। ঠিক্ সব ঠিক্ মাসী।

বৃদ্ধা। ঠিক্ তো, এইবার দে।

কেলো। আগে তুই আমার ভেলো ভাইকে ডাক্! তবে তো দোব।

বৃদ্ধা। তারা কি কেউ এখানে আছে, তারা যে এই খানিক আগে ক'ল্‌কেতায় যাবার জন্যে নৌকোয় উঠ্‌তে গেছে।

কেলো। গ্যাছে ? তবে তুই কিচ্ছুই পাবিনি।   [প্রস্থান।

বৃদ্ধা। পাব না কি রে ? ওরে হতভাগা, ওরে হতচ্ছাড়া, পাব না কি রে ? পালাস্ কেন ? পাব না কি রে ?

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

এই যে ভ'স্চাযি্য ম'শাই ! ভ'সচাযি্য ম'শাই, আমায় কিছু দাও।

ব্রাহ্মণ। কি দোবো রে মাগী ?

বৃদ্ধা। যা পেয়েছ, তার অর্দ্ধেক ভাগ !

ব্রাহ্মণ। কি পেয়েছি ! কিসের ভাগ ?

বৃদ্ধা। যা পেয়েছ, তার অর্দ্ধেক ভাগ, অর্দ্ধেক না দেও, নিদেন সিকি ভাগ।

ব্রাহ্মণ। আ মর মাগী ! কি পেয়েছি ? কিসের ভাগ ? সর্, পথ ছাড়্ !

বৃদ্ধা। বটে ! সোর্বো ? পথ ছাড়্বো ? আমায় ভাগ না দিয়ে কেমন যাবে যাও দিকি ?

ব্রাহ্মণ। আ ম'লো, কিসের ভাগ—তাই বল্ না ?

বৃদ্ধা। কিসের ভাগ জান না ? ব'ল্বো আবার কি ? ন্যাকা না কি ? হাতে তুলে দিলুম, বেচে কড়ি নিয়ে এলে—ভাগ দিতে হবে না ?

ব্রাহ্মণ। আঃ মলো ! তুই কি হাতে তুলে দিয়েছিস্—কি বেচে কড়ি এনেছি ?

বৃদ্ধা। ওঃ ভস্চাযি্য মশাই, বল কি গো ? তুমি আশ্চযি্য ক'রে তুল্লে,—আমি রাঁড়ী-বালৃতি মানুষ, আমার হকের ধন নয় ক'চ্চো, তোমার ভাল হবে ?

ব্রাহ্মণ। আঃ মলো, কথাটা কি, তাই বল্ না রে মাগী? নাকে কাঁদিস্ কেন?

বৃদ্ধা। নাকে কাঁদব না? তুমি ভস্চাষ্যি মশাই হ'য়ে আমার হয়কে নয় ক'চ্চো, আবার বল্চো নাকে কাঁদিস্ কেন? আমি শুধু নাকে কাঁদবো? কেঁদে গেরাম মাথায় ক'র্বো, গেরামের লোক সব জড় ক'র্বো, জমিদারের বাড়ী যাব—কেঁদে গড়াগড়ি দিয়ে তোমার আচরণের কথা সব বোল্বো, বুক চাপ্ড়াব, পায়ে ধ'র্বো, তোমায় কানমুটি খাওয়াব, শেষে ভাগের কড়ি আদায় ক'রে তবে বাকুলে ফিরে আস্বো। তোমায় সহজে ছাড়বো, আমি ডাক্সাইটে মণি গয়লানী, জান' তো?

ব্রাহ্মণ। তা তো জানি, তোর আদত কথাটা কি, তাই বল্ না? বুঝি!

বৃদ্ধা। ওমা! ডেক্রা বামুন বলে কি? এখনও বলে যে, আদত কথা কি! এখনও বলে যে, বুঝি! আমার গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে ক'চ্ছে। ওরে বাম্না বুড়ো! টক্টকে মেয়েটাকে তুই কোথায় পেলি? আমি হাতে তুলে দিয়েছিলুম তবে তো পেয়েছিলি! এখন ভালয় ভালয় ব'ল্ছি—যা পেয়েছিস্, তার সিকি দিয়ে যা—নইলে তোর ভস্চাষ্যিগিরি বার কোর্বো, তবে ছাড়্বো।

ব্রাহ্মণ। ও হরি! এতক্ষণে তোর কথাটা বুঝ্লুম। ওরে মাগী, তাকে কি আমি বেচিছি যে কড়ি পাব?

বৃদ্ধা। ওমা, বলে কি গো! বেচেনি তো কি অম্নি দিয়ে এলো? ভস্চাষ্যি ম'শাই, আমি তোমায় চিনি না—তমি অমন টক্টকে সুন্দর মেয়েটাকে অম্নি দিয়ে আস্বার পাত্তর? এখনও বোল্ছি,

যা পেয়েছ, তার সিকি দাও—নইলে কেন মিছে একটা হাড়াই-ডোমাই কর্ব্বে বল ?

ব্রাহ্মণ। তুই পথ ছাড়্ মাগী, আমার বেলা হ'ল।

বৃদ্ধা। পথ ছাড়্বো কি ? ভাগ নিয়ে তবে পথ ছাড়্বো—

ব্রাহ্মণ। পথ ছাড়্বিনি ?

বৃদ্ধা। না।

ব্রাহ্মণ। তবে দূর হ'য়ে যা— [ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

বৃদ্ধা। (পড়িয়া) ওগো গেরামের লোক, কে কোথায় আছ বেরোও—ভস্‌চায্যি পোড়ারমুখো আমায় খুন ক'রে গেল, ওগো বেরোও গো ! ওগো কে কোথায় আছ বেরোও গো ! (উঠিয়া) ও পোড়ার-মুখো ভস্‌চায্যি—পালাস্ কেন ? ওরে হতভাগা ভস্‌চায্যি—পালাস্ কেন ? [বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উপেন্দ্রের বাটীর প্রাঙ্গণ

(উপেন্দ্র, লবদা ও দরওয়ান)

দরওয়ান। হুজুর, জান্‌সে মারা, সব কোইকো জান্‌সে মারা ! বন্দা কোই সুরথসে জান বাঁচায়কে হুজুরকো খবর দেনে আয়া, লুট্ লিয়া ! ডাকু-লোক পাল্কী সমেত মাজীকো লুট্ লিয়া।

লবদা। হ্যাঁ রে বাপু, তোরা কি কল্লি ? দিস্তে দিস্তে রুটী খাস, গোটা-কতক ডাকাতের মণ্ডা নিতে পাল্লিনি, তোরা কোন কাজের নস্,

নামেই ভোজপুরী ; লম্বা লাঠি হাতে—চোপাট্টা দাড়ি, বারোয়ারি-তলার চাঁদোয়ার মত মাথায় মস্ত পক্কড় বাঁধা, সদরে ভিখিরি এলে—লোকজন এলে খুব হাঁক-ডাক ক'রে বাড়ী মাথায় করিস্, মনিবের কি কাজটা কল্লি—বল্ দেখি ?

দরওয়ান। হুজুর, হামলোক দশ-বিশ আদমি থা, ডাকু-লোক চারশ' আদমি থা, কালাদিঘীকো পাশ যব পাল্কী পৌঁছা বহুত ধূপ থা, হামলোক থোড়া জল-উল পিনেকা মনসা করকে পাল্কী রোকা থা, উঁশি ঘড়ি চারশ' ডাকু আকে বহুত মার-পিট কিয়া, হুজুরকা আদমী লোক সব কোই জান দিয়া, কোই ভাগা নেহি।

লবদা। আরে দূর বেটা, হলেই বা চারশ ডাকাত ! এই তো আমার তেবক্কা গোছের চেহারা দেখ্ছিস্, ভরসার মধ্যে এই ছোট-খাট বাঁশের লাঠিটুকু। আমি একা দশ-বিশ জনের মওড়া নিতে পারি। তো বেটাদের ডাল-রুটী খাওয়াই সার, এক এক বেটা ঢোঁসারাম।

দরওয়ান। হুজুর, বাত কহেনে তাকত নেহি হায়, আভিতক্ লৌ নিক্লাতা, আউর থোড়া ঘড়ি খাড়া রহে তো হুজুরকো পাঁউপর জান যাগা।

উপেন্দ্র। বহুত আচ্ছা ! চলা যাও।

[দরওয়ানের প্রস্থান।

লবদা। কেমন বাবাজী ! তোমার বুড়ো বাপের কথাটা ফল্লো ? তিনি তো ব'লেছিলেন একটা বিদ্কুটে রকম ব্যাপার ঘ'টবেই ঘ'টবে। পরিণামেও তাই দাঁড়ালো, এখন কি ক'র্বে ?

উপে। চারদিকে লোক-জন পাঠিয়ে খোঁজ ক'র্বো।

লবদা। তাতেও যদি তল্লাস ক'ত্তে না পার, তার পর ?

উপে। তার পর? তার পর কি কর্ব্বো শুন্‌বেন? তাই বা কেন—সকল কথা আপনাকে ব'ল্‌তে যাব কেন? আপনি কে? আপনার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? হ'তে পারে আপনি আমার বাপের বন্ধু! তা ব'লে আমার সকল কথা আপনার জান্‌বার কি অধিকার?

লবদা। বাবাজী! প্রাণে ভারী চোট লেগেছে, না? এতক্ষণ মনে মনে ভাবছিলে—রাঙ্গা বউটি আস্‌ছে, কি কোরে আদর কর্ব্বো! সোহাগ ক'রে কি কথা কইবো? হালি পশন্দ-সই কি কি গহনা দেব, শোবার ঘরখানি রং-চঙ্গিয়ে নেব। হায় হায়! একেবারে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! পাল্কাসুদ্ধ বউমাকে ডাকাতে লুটে নিলে! কোম্পানির রাজত্বের পায়ে গড়!

উপেন্দ্র। আপনার যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ হয়েছে, আর কেন? এখন আপনি যেতে পারেন।

লবদা। তা যাচ্চি, ব'ল্‌ছি কি, সংসারধর্ম্ম ত' ক'র্ত্তে হবে? যখন অমন সুন্দরী সোমত্ত মেয়ে ডাকাতের হাতে পোড়েছে, তখন তার জাতের দফা গয়া—আর খোঁজ-খবর পেলেও ত তাকে আর ঘরে নিতে পারছ না? লোকে একঘ'রে কর্ব্বে। এ অবস্থায় আর একটা বে-থা কর্ব্বার চেষ্টা করা যুক্তিসিদ্ধ নয়?

উপেন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করুন, তার যেন খোঁজ ক'র্ত্তে পারি। আপনি সমাজের ভয় দেখাচ্ছেন, আমি সে ভয় রাখি না—সমাজের লোক-জনকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনিছি। যখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না, যখন আমরা সামান্য গৃহস্থের ন্যায় দিনপাত ক'র্ত্তেম, তখন কে আমাদের খোঁজ নিত, কটা লোক এসে আত্মীয়তা জানিয়ে

দরদ দেখাত! আমার বিবাহের সময় বাবা গ্রামের প্রত্যেক লোকের কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ ক'র্‌বার জন্যে ঘুরেছিলেন, আমরা অবস্থা-হীন ছিলেম ব'লে সে প্রার্থনায় কেউ কর্ণপাত করেনি। যে সমাজ লোকের সময় অসময়ে সাহায্য করে না, যে সমাজ পরের দুঃখ আপনার ব'লে নিতে জানে না, যে সমাজে কেবল ধনী আদরণীয় হয়, দরিদ্র উপেক্ষার পাত্র হয়, তেমন স্বার্থপর সমাজ আমার মাথায় থাক্। আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন, ইন্দিরার কি দোষ! সরলা বালিকা লোকজন-পরিবেষ্টিতা হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী আস্‌ছিল, পথে দস্যু-দল আক্রমণ ক'রে পাল্কীসুদ্ধ লুটে নিয়ে গেল। পরিণাম কি?—সমাজ কর্ত্তৃক ইন্দিরা জাতিভ্রষ্টা হ'ল, তার বাপ-মা কিম্বা স্বামী ঘরে আন্‌লে সমাজ তাদেরও ঠেলে রাখ্‌বেন! বাঃ বাঃ! খুব চমৎকার বিচার!

লবদা। আচ্ছা বাবাজী! সমাজ না হয় নাই মান্‌লে। খোঁজ-খবর নিতে চাও নাও, তার পর যদি সন্ধান না পাও?

উপেন্দ্র। যদি সন্ধান না পাই, মর্ব্বো, কার জন্যে এ সব? কার জন্যে এই আট বছর দেশত্যাগী হ'য়েছিলেম? কার জন্যে অনাহারে, অনিদ্রায় অকাতরে দেশান্তরী হ'য়ে অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেম? তাকেই যদি না দেখ্‌তে পেলেম, তাকেই যদি রত্নালঙ্কারে ভূষিত ক'র্ত্তে না পাল্লুম, সেই যদি আমার সৌভাগ্যের অধিকারিণী নাই হ'ল, তবে আমার বেঁচে সুখ?

লবদা। এ্যাঁ বাবাজী, তুমি একেবারে বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য করে ফেল্লে!

উপেন্দ্র। তবে এটা স্থির, তার খোঁজ না নিয়ে, তার সঙ্গে দেখা না ক'রে, সে কোথায় কি অবস্থায় আছে, না জেনে মর্ব্বো না। আমার বিশ্বাস,

আমি আবার তার দেখা পাব, আবার সে আস্‌বে, আবার আমার ঘর আলো হবে। সে আমার প্রাণে মিশিয়ে র'য়েছে, যাবে কোথা?

লবদা। বরাত! বরাত! বাবাজী, ভেবেছিলেম, নতুন ক'রে বউভাত করা যাবে, গরুর গাড়ীর চাকার মত জিলিপি ক'সে দিনকতক ঠাসা যাবে, তা আর বরাতে হ'ল কৈ? চল, তোমার বাপের কাছে যাওয়া যাক্, তিনি একে মর্ম্মাহত হ'য়ে রয়েছেন, এ খবরে একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌বেন।

উপেন্দ্র। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখে ঘাট,—ঘাটে নৌকা বাঁধা

(নৌকাপরি কৃষ্ণদাসপত্নী, ইন্দিরা ও কেলো)

কেলো। মা-ঠাকুরুণ! চাকর থাক্‌তে এসেছি, দয়া ক'রে যখন আমায় নৌকায় ঠাঁই দিয়ে এনেছ—তখন গিয়ে যেন বিদেয় কোর না।

কৃ-পত্নী। আচ্ছা, কর্ত্তাকে ব'ল্‌বো, দুজন চাকর রাখা পোষায় ত থাক্‌বে।

ইন্দি। দ্যাখ গা, আমি গঙ্গা কখন দেখিনি।

কেলো। আমিও দেখিনি।

কৃ-পত্নী। তা কি কর্ব্বো বাছা! তোমরা দেখনি, দেখ।

ইন্দি। গঙ্গার এমন দুধ-পানা জল? এমন ছোট ছোট ঢেউ, ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর এমন রোদের চিকি-মিকি, এমন সুন্দর যে কখন দেখিনি! এ দেখে আমার আহ্লাদে প্রাণ ভোরে যাচ্ছে।

কেলো। আমারও ভোরে যাচ্ছে।

রু-পত্নী। ছি! এত আহ্লাদ ভাল নয়, দুঃখে ম'র্‌চ, অত আহ্লাদ কেন বাছা?

ইন্দি। এমন পুণ্যময়ীর কোলে যে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছি, মা।

কেলো। আমিও যাচ্ছি, মা।

রু-পত্নী। বটে! তবে ভোল বাছা, ভোল। তবে কি না, ক'ল্‌কেতায় পৌঁছে তোমার খুড়োর সন্ধান পেয়ে, সেথায় গিয়ে সব দুঃখ ভুল্‌লে ভাল হ'তো না? এখন ত বাছা এই নৌকোখানার মত তুমি অগাধ জলে ভাস্‌ছ।

ইন্দি। কৈ ভাস্‌ছি? এই তো ডাঙায় ঠেকেছি! দেখ গা দেখ, ও ঘাটে কেমন ক'টি সুন্দর মেয়েমানুষ জল নিতে এসেছে! বাঃ বাঃ! কেউ জল ঢেউচ্চে, কেউ জল ফেল্‌ছে, কেউ দুলিয়ে কাঁকে তুল্‌ছে! ঐ ছ্যাখ, হাস্‌ছে, গল্প ক'চ্চে, আমাদের পানে চাচ্চে! দেখ গা, ওদের—দেখে—আমার সেই আমার বাপের বাড়ীর দেশের—শ্যামা কীর্ত্তনীর গান মনে পড়েছে! শুন্‌বে?

রু-পত্নী। সে কি আবার?

কেলো। শোন না ঠাকরুণ, শোন না! গান শুন্‌লেই বা?

ইন্দি। বলে ;—একা কাঁকে কুম্ভ করি, কলসীতে জল ভরি,

জলের ভিতরে শ্যামরায়!

কলসীতে দিতে ঢেউ, আর না দেখিলাম কেউ,

পুন কানু জলেতে লুকায়।

কেলো। বাঃ বাঃ! বেশ গান তো? এ কথার গান! সুর নেই বুঝি গা?

রূপসী। আর সুর তুলে কাজ নেই! গেরস্তর মেয়ের গান করা কি? ছি!

(গান করিতে করিতে অমলা ও নির্ম্মলা সোপান বাহিয়া প্রবেশ)

গীত

অমলা। বিনোদ বেশে, মুচ্‌কে হেসে,
খুল্‌বো হাসির কল।
কলসী ধ'রে, গরব ক'রে,
বাজিয়ে যাব মল।
চল চল সই জল নিয়েছি—
জল নিয়েছি চল॥

নির্ম্মলা। গহনা গায়ে, আল্‌তা পায়ে,
কল্‌কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
চল চল সই প্রেম নিয়েছি—
প্রেম নিয়েছি চল॥
ওলো জল নিয়েছি চল—

অমলা। ওলো জল নিয়েছি চল—

নির্ম্মলা। ওলো প্রেম নিয়েছি চল—

উভয়ে। জল নিয়েছি, প্রেম নিয়েছি—চল্ লো চ'লে চল॥

কৃ-পত্নী। ও ছাই গান আবার হাঁ ক'রে শুনছ কেন ?

ইন্দিরা। ক্ষতি কি ?

কেলো। তাই তো মা-ঠাকৃরুণ, ক্ষতি কি ?

কৃ-পত্নী। ছুঁড়ীদের মরণ আর কি, মল বাজানর আবার গান !

ইন্দিরা। দেখ গা, তিরিশ-বছুরি মাগীর মুখে ভাল শোনায় না বটে, ছোট ছোট মেয়ের মুখে বেশ শোনায় ; জোয়ান মিন্‌সের হাতের চড়-চাপড় জিনিস ভাল নয় বটে, কিন্তু তিন বছরের ছেলের হাতের চড়-চাপড় বড় মিষ্টি।

কেলো। যা বলেছেন বড় মিষ্টি—যেন নলেন গুড়।

কৃ-পত্নী। মিষ্টি তো খাও।

ইন্দিরা। (স্বগত) এ কি ; এ প্রভেদ কেন ? এক জিনিস দু'জনের দু'রকম লাগে কেন ? বুঝি অবস্থাভেদে এ রকম হয়, একথা আমার মনে রইল।

(দাঁড়ি, মাঝি ও ভেলো ভৃত্যের সহিত
কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণদাস। এই ছাখ্ বেটারা ছাখ্, ভাঁটা সুরু হয়েছে বুইলি, নৌকো ছাড়্ বুইলি ? আমি বাঁচি বুইলি, আজ তিন দিন যে তোদের নৌকোতে বেটারা বুইলি—এই ভেলো বেটা যত নষ্টের মূল, ঘাটমাঝিদের ঘরে তো-বেটাদের গাঁজা খাওয়াতে উঠিয়ে মজালে বুইলি ? এক ঘণ্টা দেরি কল্লে বুইলি লে, বেটারা, নৌকো ছাড়, হু হু ক'রে কল্‌কেতায় গিয়ে পড়্‌বো—বুইলি।

ভেলো। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওরা বুঝেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভবানীপুর—ভাড়াটিয়া বাটী

(কেলো)

কেলো। (স্বগত) সঙ্গ তো আর ছাড়্‌ছিনি। ছাড়ালেও ছাড়্‌ছিনি, তাড়ালেও যাচ্ছিনি। আর ছাড়্‌বই বা কি কোরে! যাই-ই বা কি কোরে? আমায় যেন আটাকাটিতে আট্‌কে ফেলেছে। হাঁ ক'রে মুখ পানে চেয়ে থাকি—যেন স্বর্গ হাতে পাই, জেগে দেখি, ঘুমিয়ে দেখি, দেখে দেখে তবু আশ মেটে না। ভেলো বলে, আমায় মাটী কোরেছে। আমি ভাবি, আমি মাটী ছেড়ে জল হয়ে গেছি, জেলের হাঁড়ির মত পাছু পাছু থাক্‌তে পেলেই যেন আমি বাঁচি। ভেলো বলে, কাজ-কর্ম্ম কর। আমি ব'সে ব'সে ভাব্‌বো, কাজ-কর্ম্ম করি কখন! আমায় ওলট পালট ক'রে ফেলেছে। এ জগন্নাথের টান, বলে—ডুরি ধ'রে টানলে পরে মন রয় না ঘরে। ভেলো বলে, তোর দফা নিকেশ। আমি ভাবি, এখনও হিসেব-নিকেশের ঢের দেরী! সঙ্গে সাথে এত দূর যখন এসেছি, তখন একটা কিনারা না কোরে আর ছাড়ছিনি। ছাড়ছি কি, ছাড়া-ছাড়ির কথা কেউ বল্লেও ত শুন্‌চি না। কিনারাও কর্ব্বো, বেঁচেও যাব, যা থাকে কপালে, হয় ধর্ব্বো নয় মর্ব্বো।

(ভেলোর প্রবেশ)

ভেলো। ক'লকেতায় এলুম এক লাফে, কালীঘাট গেলুম দু'লাফে,—কাশী যাব তিন লাফে, লঙ্কা ডিঙ্গবো কয় লাফে? কেলো দাদা, বেড়ে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিস্ দাদা—"ক'লকেতায়"—ইত্যাদি।

কেলো। কি রে ভেলো, ভারী ফূর্ত্তি যে।

ভেলো। ফূর্ত্তি হবে না কেন দাদা, প্রাণে ত' আর পীরিত সেঁদোয় নি? যে, চব্বিশ ঘণ্টা মুখ চুণ ক'রে থাক্‌বো? আচ্ছা কেলো দাদা, তুমি হ'লে কি? তুমি এক কিত্তি রাখ্‌লে দাদা, তোমার আশাকেও বলিহারি—তুমি কি আঁচো, ঐ ছুঁড়ীকে কখন পাবে?

কেলো। আশা ধ'রে বেঁচে আছি, আশা ধ'রে বেঁচে থাক্‌বো। যে দিন নিরাশ হব, যে দিন বুঝ্‌বো আর আশা নেই, সেই দিন ম'র্‌বো।

ভেলো। কেলো দাদা! আমাদের খেটে খাওয়া জান, পীরিতে প্রাণ-ত্যাগ মোলায়েম লোকের চলে। তুমি এমন বেয়াড়া হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

কেলো। ভালবেসেছি, ভালবেসে ফেলেছি, ভালবাসায় পাগল হ'য়েছি, আর উপায় কি?

ভেলো। দাদা, ভালবেসে পাগল হওয়া ও কথার কথা, আমিও দিন-কতক এক কাল-পেঁচী ছুঁড়ীর পীরিতে প'ড়েছিলুম। এখনও যে তাকে ভুল্‌তে পেরেছি তা নয়;—তবে তোমার মত বাড়াবাড়ি নেই। পীরিত মোলায়েম জিনিস, একটু চেপে কর মধুরত্ব পাবে।

কেলো। তুই আমার মত ভালবাসিস্‌নি, তুই মার খেয়ে আড় আড়

ছাড় ছাড় অবস্থায় আছিস্। আমি যদি খুন হয়ে যাই আর যদি সাম্‌নে থাকে আমি নিশ্চিন্দ হ'য়ে মত্তে পারি।

ভেলো। দাদা, জানটা কি এত হেলা হেনস্তার জিনিষ ক'রে ফেলেছ? বাঁচলে তবে ত পীরিত কর্ব্বে। তা যাক্ এখন কাশী যাওয়াই স্থির ক'চ্ছ?

কেলো। ও যেখানে যাবে আমি সেইখানেই যাব।

ভেলো। তবে কত্তা-গিন্নীর কথা-বাত্তার ভাবে যা আভায পেলুম, তাঁরা যে ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় আমার বোধ হয় না।

কেলো। তবে ও কোথায় যাবে? ও আমার সঙ্গে চলুক, আমি বুকে ক'রে রাখ্‌বো।

ভেলো। আহা, দাদার আমার কি সরল প্রাণ! অমন দুর্লভ বুকখানা অনায়াসে সেই ছুঁড়ীর জন্যে পেতে দেবে। গিন্নীর মনের ভাবে বুঝ্‌লুম, এই ছুঁড়ীর কে এক আত্মীয় আছে, আজ সে এখানে আসবে, তার বাড়ীতে কোন রকম ক'রে রাখিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা পাবেন।

কেলো। বটে! এখন তুই কি ঠাওরাচ্চিস্? কাশী যাবি কি আমার সঙ্গ নিবি, ও যদি কাশী না যায় আমি ওর পেছনে পেছনে থাক্‌ব।

ভেলো। দাদা, এ অবস্থায় তোমায় একলা ছেড়ে যেতে আমার মায়া হয়। ফস্ ক'রে কোন্ দিন কি ক'রে ব'স্‌বে? দেখা যাক্ কদ্দরের জল কদ্দূরে মরে, ঐ যে কত্তা আস্‌ছে, আমি সর্‌লুম।—

কেলো। আমিও সরি, সাম্‌নে দেখ্‌লেই একটা ফরমাজ কর্ব্বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃষ্ণদাস ও ইন্দিরার প্রবেশ)

কৃষ্ণদাস। তোমার খুড়োর বাড়ী কোথায় বুইলে? ক'লকেতায় না—ভবানীপুরে বুইলে?

ইন্দি। তা আমি কেমন ক'রে জান্‌বো? শুনিচি তিনি ক'ল্‌কেতায় থাকেন। তাঁর নাম ক'রে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন্‌ না।

কৃষ্ণদাস। আহা (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বুইলে তুমি ক্ষ্যাপা মেয়ে বুইলে? একি আমাদের দেশ, ভুঁই—আপন গাঁ বুইলে? এখানে কোন সামান্য লোককে বুইলে? খুঁজে বার ক'ত্তে বুইলে? দেবতায় হার মানে বুইলে? তা মানুষ কোন্‌ ছার বুইলে? এখানে পাড়ার নাম চাই বুইলে? গলির নাম চাই বুইলে? বাড়ীর নম্বর চাই বুইলে?

(কৃষ্ণদাসের স্ত্রীর প্রবেশ)

কৃষ্ণদাস-স্ত্রী। আমি এই সবগুলো দেখ্‌তে পারি না। সেই যেতে হবে, তবু দুদিন দেরী করাটা হ'ল? কিসের জন্যে?

কৃষ্ণদাস। তুমি চট কেন, বুইলে? কথাটা শোন না বুইলে? দেরী কেন তা জানইতো বুইলে? তা এই মেয়েটার একটা গতি করে বুইলে? আজ রাত্তিরের গাড়ীতে রওনা হব বুইলে?

কৃ-স্ত্রী। শুন্‌চ গা মেয়ে! তোমার খুড়োর উনি অনেক খোঁজ ক'রেছেন। কিছুতেই সন্ধান ক'ত্তে পারেন নি। তোমার জন্যে আমাদের দুদিন যাত্রা করা হ'ল না।

ইন্দিরা। আমার বাপের কাজ ক'রেছেন, এ হতভাগিনীর পোড়া অদৃষ্টের দোষ, তা উনি কি ক'র্‌বেন? তা মা, আমিও আপনাদের

সঙ্গে কাশী যাব ? (ক্রন্দন) বাবা ! আমি বাপ-মা হারা হ'য়ে বাপ-মা পেয়েছি ।

কৃষ্ণদাস। বাছা ! তুমি পরের মেয়ে বুইলে ? আমি কেমন ক'রে তোমায় নিয়ে যাই বুইলে ? শেষে কি হাতে দড়ি পড়বে বুইলে ?

ইন্দিরা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা ! আমি তবে কোথায় যাব ? আমার যে কেউ নেই ? আমাকে সঙ্গে না নিয়ে যান, গঙ্গায় ফেলে দেবেন, তবু আমি আপনাদের সঙ্গ ছাড়্‌বো না ।

কৃ-স্ত্রী। এ যত দোষ তোমার, কোথেকে এক আপদ জোটালে, এখন ছাড়ান ভার, (ইন্দিরার প্রতি) বলি বাছা ! আমরা যদি না নিয়ে যাই, তোমার ত জোর নয়, তুমি আমার কথা শোন ; এখন কারো বাড়ীতে দাসীপণা কর। আজ সুবো আসবার কথা আছে, তাকে ব'লে দিই, বাড়ীতে তোমায় চাকরাণী রাখ্‌বে ।

ইন্দিরা। (আছাড় খাইয়া) মা গো ! আমার কপালে কি এই ছিল, শেষে আমাকে কি দাসীপণা ক'ত্তে হ'ল ? আমাকে দাস-দাসীতে পা ধুইয়ে দিত, আজ আমাকে কি সেই পা ধোয়াবার কাজ ক'ত্তে হ'ল ? হায় ! পোড়া বিধাতা ! অদৃষ্টে আরও কত লিখেছে' !

কৃষ্ণদাস। তা আমি কি কর্ব্বো বাছা, বুইলে ?

ইন্দিরা। না বাবা, তুমি কি কর্ব্বে, সকলি আমার কপাল !

কৃ-স্ত্রী। ভাল আপদে প'ড়লুম যে ! এমন অলুক্ষুণে লোক ত আমি কখন দেখিনি, আমি যাচ্চি দেবতার স্থানে, এখন কি এ কান্না কাটনা ভাল লাগে ! ঐ মিন্সেরে আর কি বল্‌বো. যা মনে হয় তাই করুক্ ।　　[প্রস্থান ।

কৃষ্ণদাস। ওরে ভেলো! বুইলি? ও গাড়ী এল কার? বুইলি? দেখ্ দেখি বুইলি? বুঝি সুবো এলো বুইলি?

[প্রস্থান

(কেলোর প্রবেশ)

কেলো। ওগো ঠাক্রুণ কেঁদ'না, আমার বড় বাজে।

ইন্দি। কি বোল্‌ছো?

কেলো। বোল্‌ছি ওঁরা নাই নিয়ে গেলেন—দেশের ঠিকানা আমায় বলুন, আমি মাথায় কোরে রেখে আস্‌বো।

ইন্দি। তুমি পার্ব্বে কি?

কেলো। না পারি জান্ দেব।

ইন্দি। তাতে আমার কি উপকার হবে বল?

কেলো। উপকার! তাই ত উপকার ঠাক্রুণ? আচ্ছা হিসেব ক'রে খতিয়ে দেখিগে।

[প্রস্থান।

ইন্দি। গরীবের দুঃখে গরীব কাঁদে, বড় যারা, তারা এত কঠিন কেন?

(কৃষ্ণদাস-পত্নী ও সুভাষিণীর প্রবেশ)

কৃ-স্ত্রী। এই দেখ বাছা! এই সুবো এয়েছে, তুমি যদি ওদের বাড়ী ঝি থাক তবে বলে দি!—

ইন্দি। (একদৃষ্টে সুভাষিণীর প্রতি নিরীক্ষণ)

কৃ-স্ত্রী। বলি কথার উত্তর দাওনা যে? ভাব কি?

ইন্দি। উনি কে?

কু-স্ত্রী। তাও কি বোলে দিতে হবে? ও সুবো আর কে?

সুভা। (সহাস্যে) তা মাসীমা একটু বোলে দিতে হয় বৈ কি। উনি নতুন লোক, আমায় তো চেনেন্ না। (ইন্দিরার প্রতি) আমার নাম সুভাষিণী গো! ইনি আমার মাসীমা,—আমাকে ছেলেবেলা থেকে ওঁরা সুবো বলেন।

কু-স্ত্রী। ও আমার বড় যে-সে সুবো নয়! ক'লকেতায় রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হ'য়েছে। তারা খুব বড় মানুষ। ছেলেবেলা থেকে ও শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে, আমরা কখন দেখ্তে পাই না, আমি কালীঘাট এসেছি শুনে, আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছে, ওরা বড় মানুষ। বড় মানুষের বাড়ী কাজকর্ম্ম কত্তে পারবে ত?

সুভা। মাসী-মা! তুমি বাছা স'রে যাও, আমি বাছা আড়ালে সে সব কথা ওঁকে বলি। যদি উনি রাজী হন, তবে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব।

কু-স্ত্রী। বেশ কথা! তুমি যাকে রাখ্বে, তার সঙ্গে বোঝা পড়া কোর্বে বই কি। শুধু আমার কথাতেই তো আর রাখ্তে পার না? [প্রস্থান।

সুভা। (উপবেশন করিয়া) আমার নাম না জিজ্ঞেস্ কত্তেই বোলেছি, তোমার নাম কি ভাই?

ইন্দি আমার দুটি নাম, একটি চলিত, একটি অপ্রচলিত, যেটি অপ্রচলিত, তাই এঁদের বোলেছি, কাজেই আপনার কাছে এখন তাই বলি। আমার নাম কুমুদিনী।

সুভা। আর নাম নাই শুনলুম। জাতি কায়স্থ বটে ?

ইন্দি। (সহাস্যে) আমরা কায়স্থ।

সুভা। কার মেয়ে, কার বউ, কোথা বাড়ী, তা এখন জিজ্ঞাসা কোর্‌বো না। এখন যা বলি তা শুন, তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তা আমি জানতে পেরেছি, তোমার হাতে গলায় গয়নার কালী আজও র'য়েছে, তোমাকে দাসীপনা ক'ত্তে বলি না—তুমি কিছু কিছু রাঁধ্‌তে জান কি ?

ইন্দি। জানি।

সুভা। আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। তবু ক'লকেতার রেওয়াজ মত একটা রাঁধুনী বাম্‌নীও আছে, সে মাগীটা বাড়ী যাবে। এখন মাকে বোলে তোমাকে তার জায়গায় রেখে দেব। তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধতে হবে না। আমরা সকলেই রাঁধ্‌বো, তারির সঙ্গে তুমি দু এক দিন রাঁধ্‌বে। কেমন রাজী ?

ইন্দি। আপনার কাছে আমি দাসীপনা ক'ত্তেও রাজী।

সুভা। আপনি কেন বল ভাই ? বল ত মাকে বোলো। সেই মাকে নিয়ে একটু গোল আছে, তিনি একটু খিট্‌ খিটে, তাঁকে বশ কোরে নিতে হবে ! তা তুমি পার্‌বে। আমি মানুষ চিনি। কেমন রাজী ?

ইন্দি। রাজী না হ'য়ে কি করি ভাই ? আমার আর উপায় নেই ?

সুভা। তবে চল ভাই গাড়ী তোয়ের, না যাও আমি ধ'রে নিয়ে যাব। কিন্তু যে কথাটি বোলেছি, মাকে বশ কত্তে হবে।

(ইন্দিরার হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

[সকলের প্রস্থান।

(কেলোর প্রবেশ)

কেলো। ওই যা চল্‌লো যে! চলুক, চলুক, আমিও চলি। ও যেখানে যাবে সেখানে যাব, যেমন কোরে পারি ওর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো। অবসরটি ছাড়বো না, নইলে ম'রে যাব যে! ভেলো কোথা? ভেলোকে সঙ্গে নিতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

(রমণ বাবুর মা ও হারাণী)

র-মা। হাঁ লা হারাণী! কত্তা না কি কাল বোসেদের বকুল তলায় নন্দাইয়ের কাছে আমায় কালীর বোতল বোলেছে, খোকার ঝি বোল্‌ছিল?

হারাণী: হ্যাঁ মা! খোকার ঝি বোল্‌ছিল' বটে!

র-মা। আবার না কি বোলেছে, শুধু বোতল? কালীভরা বোতল, খোকার ঝি বোল্‌ছিলো!

হারাণী। হ্যাঁ মা! খোকার ঝি বোল্‌ছিল বটে।

র-মা। আচ্ছা তুই বল—আমি কি বড্ড কাল?

হারাণী। কই কাল? এমন ধব্‌ধব্‌ ক'চ্ছে রং?

র-মা। না ধব্‌ ধবে না হ'ক্ কালো নই, আবার না কি ব'লেছে, আমার বুড়ো হ'য়ে বাহাত্তুরে হ'য়েছে, খোকার ঝি বোল্‌ছিলো।

হারাণী। হ্যাঁ মা! খোকার ঝি বোল্‌ছিলো বটে!

র-মা। আচ্ছা তুই বল্ আমি বুড়ী হ'য়েছি ?

হারাণী। বুড়ী কোথায় ? আমি তো মা তোমায় ছুঁড়ী দেখি !

র-মা। না, ছুঁড়ী না হই বুড়ী নই, আবার না কি বোলেছে আমার সব চুল পেকেছে, খোকার ঝি বোল্‌ছিলো ?

হারাণী। হ্যাঁ মা ! খোকার ঝি বোল্‌ছিলো বটে।

র-মা। আচ্ছা তুই বল—আমার সব চুল পাকা ?

হারাণী। কোথায় পাকা ? আমি ত এক গাছিও খুঁজে পাই না !

র-মা। না, দু চার গাছা পেকেছে বটে, আবার না কি ব'লেছে আমার দিনে দু বার দাঁতগুলুনি হয়, খোকার ঝি বোল্‌ছিল।

হারাণী। হ্যাঁ মা ! খোকার ঝি বোল্‌ছিল বটে।

র-মা। আচ্ছা, তুই বল আমার দিনে দুবার দাঁতগুলুনি হয় ?

হারাণী। কোথায় দিনে, বছরেও একবার হয় না।

র-মা। না, মাসে একবার হয় বটে। আবার না কি বোলেছে তাকে বয়েস দোষে সন্দ ক'রে আমি সোমত্ত ঝি চাকরাণী রাখ্‌তে ভালবাসি না। খোকার ঝি বোল্‌ছিল ?

হারাণী। হ্যাঁ মা ! খোকার ঝি বোল্‌ছিলো বটে !

র-মা। নন্দায়ের কাছে এত কথা ব'লছে ? আজ তাঁর একদিন কি আমারি এক দিন !

হারাণী। খোকার ঝি বোল্‌ছিল, এ সব কথা সে স্বপ্নে দেখেছে, স্বপ্নে শুনেছে মা।

র-মা। স্বপ্নে দেখেছে ? স্বপ্নে শুনেচে, আ আমার পোড়া কপাল, আমি মনে কচ্ছিলুম—হতভাগা মিন্সে সত্যি সত্যি ব'লেছে !

যাক্‌গে ওসব কথা, তা হাঁলা হারাণী, যা দু এক গাছা পাকা চুল আছে তা একেবারে কিসে উঠে যায় বোল্‌তে পারিস ?

হারাণী। তা এর আর কি মা ঠাকরুণ ! বাবুদের লম্বা লম্বা গোছা গোছা দাড়ি উঠে যায়, আর তোমার দু এক গাছা পাকা চুল একেবারে উঠে যাবে না ? নাপ্তিনীকে বল বেশ কোরে একদিন ক্ষুর টেনে দিগ্‌, মাথাটি একেবারে পেলেন হ'য়ে যাবে।

র-মা। দূর পোড়ারমুখি, ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে, তাও কি হয় ? তোর পাকা চুল তোলার গানটি গা, আর চুলগুলো সব তুলে দে, মাথা যেন কুট্‌ কুট্‌ ক'চ্ছে।

(হারাণীর গীত)

হারাণী।　　ওমা কোরবো কি তোর মাথা খালি।
দেখ্‌লে পরে কর্ত্তা ঘরে দুটি গালে দেবে কালী॥
ঘরের মাথা হোলে ফাঁক, গিন্নী লো তোর ঘুচ্‌বে জাঁক্,
জেনে শুনে তবে কেন বিষের আগুন যেচে জ্বালি॥
টেকো মাথায় ভাতার আর, পরাবে না সোহাগ-হার,
এই বেলা তুই সমজে মা চল কেন হবি চোখের বালি॥

(সুভাষিণী ও ইন্দিরার প্রবেশ—গিন্নীকে প্রণাম)

র-মাতা। এস বৌমা এস, আমি ভাব্‌ছিলুম এত দেরী হচ্চে কেন ? এটি কে ?

সুভা। তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজ্‌ছিলে তাই এঁকে নিয়ে এসেছি।

র-মাতা। কোথায় পেলে ?

সুভা। মাসী-মা দিয়েছেন।

র-মা। বামুন না কায়েত?

সুভা। কায়েত।

র-মা। আ তোমার মাসীমার পোড়া কপাল! কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? একদিন বামুনকে ভাত দিতে হ'লে কে দেবে?

সুভা। রোজ ত আর বামুনকে ভাত দিতে হবে না, যে কদিন চলে চলুক. তার পর বামনী পেলে রাখা যাবে! তা বামুনের ঠ্যাকার বড়, আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়ি-কুঁড়ি ফেলে দেয়—আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন? কেন? আমরা কি মুচি?

র-মাতা। তা সত্যি বটে, ছোট নোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা এখন দিনকতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি! মাইনে কত বোলেছে?

সুভা। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয়নি।

র-মাতা। হায় রে কলিকালের মেয়ে, লোক রাখ্‌তে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কওনি? (ইন্দিরার প্রতি) কি নেবে তুমি গো?

ইন্দি। যখন আপনাদের আশ্রয় নিতে এসেছি, তখন যা দেবেন তাই নেব।

র-মাতা। তা বামুনের মেয়েকে কিছু বেশী দিতে হয়ে বটে, কিন্তু তুমি কায়েতের মেয়ে, তোমাকে তিনটাকা মাসে, আর খোরাক দেব।

ইন্দি। তাই দেবেন।

র-মাতা : তোমার বয়েস কি গা? তফাতে রয়েছ, ভাল বয়েস ঠাওর পাচ্ছিনি, কিন্তু গলাটা ছেলেমানুষের ব'লে বোধ হ'চ্চে

ইন্দি। বয়েস এই উনিশ কি কুড়ি।

র-মাতা। তবে বাছা অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখ গিয়ে, যাও, আমি সোমত্ত লোক রাখিনি।

সুভা। কেন মা? সোমত্ত লোক কি কাজ কর্ম্ম পারে না?

র-মাতা। দূর বেটী পাগলের মেয়ে, সোমত্ত লোক কি লোক ভাল হয়?

সুভা। সে কি মা! দেশ শুদ্ধ সোমত্ত লোক কি মন্দ?

র-মাতা। তা নাই হ'ল, তবে ছোট লোক যারা খেটে খায়, তারা কি ভাল? তুমি যাও বাছা যাও—

ইন্দি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হা ভগবান্! অদৃষ্টে আরও কত আছে!

[ইন্দিরার প্রস্থান।

র-মাতা। ছুঁড়ী চ'ল্‌লো না কি?

সুভা। বোধ হয়।

র-মাতা। তা যাগ্‌ গে।

সুভা। কিন্তু গেরস্ত বাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে?

র-মাতা। ওকে কিছু খাইয়ে বিদায় কর। আমি কত্তা কি কচ্চেন একবার দেখি।

[প্রস্থান।

সুভা। হারাণী! লোকটিকে ফিরিয়ে আন্‌তো।

(হারাণীর প্রস্থান ও ইন্দিরাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ইন্দি। আবার আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন? পেটের দায়ে কি প্রাণের দায়ে, আমি এমন সব কথা শোন্‌বার জন্যে থাক্‌তে পারবো না।

সুভা। থেকে কাজ নেই। কিন্তু আমার অনুরোধ, আজকের রা—রাত্তিরটা থাক।

ইন্দি। তোমার কথায়, কাজেই থাক্‌লুম।

সুভা। এখানে যদি না থাক তবে যাবে কোথায়?

ইন্দি। গঙ্গায়।

সুভা। (চক্ষু মুছিয়া) গঙ্গায় যেতে হবে না। আমি কি করি তা একটুখানি ব'সে দেখ। গোলযোগ উপস্থিত ক'রো না, আমার কথা শোন; হারাণী, একবার তাঁকে ডেকে পাঠা ত?

হারাণী। এমন অসময়ে আস্‌বেন কি? আমি ডেকে পাঠাই বা কি ক'রে?

সুভা। যেমন কোরে পারিস্ ডাকগে যা।

[হারাণীর প্রস্থান।

ইন্দি। ডাক্‌তে পাঠালে কাকে? তোমার স্বামীকে?

সুভা। না ত কি? পাড়ার মুদিমিন্সেকে এই রাত্রে ডাকতে পাঠাব।

ইন্দি। বলি আমায় চ'লে যেতে হবে কি না? তাই জিজ্ঞাসা ক'রুছিলাম।

সুভা। না—এইখানেই ব'সে থাক।

(রমণ বাবুর প্রবেশ)

রমণ বাবু। তলব কেন? ইনি কে?

সুভা। ওঁর জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। আমাদের রাঁধুনী বাড়ী যাবে, তাই ওঁকে তার জায়গায় রাখ্‌বার জন্যে আমি মাসী-মার কাছ থেকে এনেছি, কিন্তু মা ওঁকে রাখ্‌তে চান্ না!

রমণ বাবু। কেন চান্ না?

সুভা। সোমত্ত বয়েস—

রমণ বাবু। (হাস্য করিয়া) তা আমায় কি ক'ত্তে হবে?

সুভা। ওঁকে রাখিয়ে দিতে হবে।

রমণ। কেন?

সুভা। (অস্ফুটস্বরে) আমার হুকুম।

রমণ। (অস্ফুটস্বরে) যে আজ্ঞা।

সুভা। কখন পারবে?

রমণ। এখনি, খাবার সময়।

[রমণ বাবুর প্রস্থান।

ইন্দি। আচ্ছা, উনি যেন রাখ্‌লেন। কিন্তু এমন কটু কথা স'য়ে আমি থাকি কেমন কোরে?

সুভা। সে পরের কথা পরে হবে। গঙ্গা ত আর একদিনে বুজে যাবে না। এখন কি হয় দেখা যাক্ না?

[উভয়ের প্রস্থান।

(রমণ বাবু ও তাঁহার মাতার প্রবেশ)

র-মাতা। আজ কিছু ত খেলিনি বাবা?

রমণ। ও রান্না ভূত প্রেতে খেতে পারে না মা! আমি তো মানুষ—কেমন কোরে খাব? বামুন ঠাকরুণের রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি জন্মে গেছে, মনে কোরেছি কাল থেকে পিসিমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আস্‌বো।

র-মাতা। তা ক'ত্তে হবে না যাদু, আমি আর রাঁধুনী আনাচ্ছি।

[রমণ বাবুর প্রস্থান।

ওরে কে আছিস রে ওখানে, বউ মাকে ডেকে দে তো ; ছেলেটা আমার না খেয়ে খুন হোয়ে গেল। দিন দিন যেন হাড়-কণ্ঠা উঠে প'ড়্ছে, বামনীর যে কেরমে কেরমে হাত পাক্‌ছে তাতো জানি নে।

(সুভাষিণীর প্রবেশ)

সে কায়েত ছুঁড়ীটা চ'লে গেছে কি ?

সুভা। না। তার এখনো খাওয়া হয়নি বোলে যেতে দিই নি।

র-মা। সে রাঁধে কেমন ?

সুভা। তা জানি নে।

র-মাতা। আজ না হয় সে নাই গেল—কাল তাকে দিয়ে দু একখানা রাঁধিয়ে দেখ্‌তে হবে।

সুভা। তবে তাকে রাখি ?

র-মাতা। রাখ, রান্না হ'লে আমায় ডেকো, কত্তার ভাতটা আমিই দিয়ে আস্‌বো।

[প্রস্থান।

সুভা। হারাণী! সেই লোকটিকে পাঠিয়ে দেত।

(ইন্দিরার প্রবেশ)

ভাই, তুমি রাঁধ্‌তে জান তো ?

ইন্দি। জানি। তা তো ব'লেছি।

সুভা। ভাল রাঁধ্‌তে পার ত ?

ইন্দি। কাল খেয়ে দেখে বুঝ্‌তে পারবে।

সুভা। যদি অভ্যাস না থাকে তো বল, আমি কাছে ব'সে শিখিয়ে দেবো।

ইন্দি। (সহাস্যে) পরের কথা পরে হবে। (স্বগত) ভগবান্ কি ক'ল্লে ?—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উপেন্দ্রনাথের বাটী।

(উপেন্দ্র ও লবদা)

লবদা। বাবাজী! ভাবনার শেষ নেই। যত ভাব্‌বে, ভাবনা ততই বাড়বে, চিন্তা জিনিষটা ভারী খারাপ! একটা বচন আছে—চিতা নির্জ্জীব ব্যক্তিকে দাহ করে, চিন্তা জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে খাক ক'রে মারে।

উপেন্দ্র। না হয়, পুড়ে পুড়ে ম'র্‌বো, বাঁচ্‌বো কি সুখে? কার জন্যে? কোন পিত্তেশে? লোকে যা হয় একটা কিছু নিয়ে পৃথিবীতে থাকে। আমার কি আছে? গৃহহীন্, শান্তিহীন, প্রাণ-হীণ, উৎসাহবিহীন আমি! সংসারে আমার কে আছে?

লবদা। বাবাজী! তুমি যে আমায় তাজ্জব কল্লে—সংসারে তোমার নেই কে? বুড়ো বাপ র'য়েছে, মা র'য়েছে, আত্মীয় স্বজন,

লোকজন, বাড়ী, ঘর-দোর, দুনিয়ার প্রধান জিনিষ পয়সা, তাও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে র'য়েছে, কেবল একটা ছুঁড়ী, যার সঙ্গে কখন ঘর করনি, যার সঙ্গে দেখা নেই, শোনা নেই, যার জন্যে তোমার জন্মদাতা বাপ অপমানিত হ'য়ে প্রাণে বিশেষ ঘা পেয়ে র'য়েছে—সে নেই ব'লে—সংসারে তোমার কেউ নেই! আর তুমি খুঁজতে ত আর ক্রটী করনি, অজস্র অর্থ ব্যয় কোরে, অকাতরে পরিশ্রম কোরে, অনাহারে, অনিদ্রায় এ ভারতবর্ষটা এক রকম তোলপাড় ক'রে ফেলেছ—আর কি কোর্‌বে? ভগবানের ওপর ত আর কার-চুপি চলে না! তুমি আমায় মুখের কথা খসিয়ে বল, আমি ইন্দিরার মতন পাঁচশ গণ্ডা ছুঁড়ী এনে তোমার বাড়ী ভর্ত্তি ক'র্ব্বো।

উপেন্দ্র। ইন্দিরা! ইন্দিরা! সে আমার নেই? হায়! হায়! আমার সব ফুরলো? কত আশা কোরেছিলেম, সাধের সমুদ্রে ভেসেছিলেম, মনের সাধ মনেই র'য়ে গেল, ফুটতে পেলুম না! তাকে ভোলা যায়? সে আমার জীবনের আরাধ্যা দেবী হ'য়েছে, তার স্মৃতি এ সংসারে আমার একমাত্র সম্বল, তাকে যেদিন প্রাণ থেকে মুছে ফেল্‌তে পারবো, সেদিন আমারও স্মৃতি চির জন্মের মত মিলিয়ে যাবে।

জবদা। বাবাজী! ভুল্‌বো মনে ক'ল্লে ভোলা যায় না, তা মনে কোর না? তুমি যদি হামরাও হ'য়ে প'ড়ে, হা হতোহস্মি! হা দগ্ধোহস্মি! ক'রে আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ কর, তার চারা কি? কাজেই মনের আগুন দিন দিন বাড়তে থাক্‌বে, এই আমি, এক এক

কোরে চারটি মাগের মাথা খেয়েছি, প্রথম মাগ যখন মারা গেল, মনে হ'ল আর বাঁচ্‌ব না। আর কিছুর জন্যে হোগ না হোগ, তেমন যত্ন ক'রে রেঁধে খাওয়াবে কে? অনেক ভেবে চিন্তে অনেক খুঁজে পেতে দ্বিতীয় পক্ষে আর এক বে কল্লেম, অল্প দিনের মধ্যে বেশ জমাটী হ'য়ে গেল, নবীন প্রেমে মাতুয়ারা হ'য়ে, তোফা দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল, ক্রমে সেটি স'রে প'ড়্‌লো, আবার আর এক বে, আবার জমাটী, আবার নবীন প্রেম; সে দৃশ্যেও যবনিকা পোড়লো; আবার নূতন রঙ্গ, নূতন প্রেমতরঙ্গ, নব বধূর মধুর সঙ্গ, তাই নিয়ে এখন মসগুল হ'য়ে আছি। তাই ব'ল্‌ছি বাবাজী! মুখ বদ্‌লাই ক'ত্তে শেখ, যাকে পাব না, যে আর আমার হবে না, যে আর আস্‌বে না, তার পিত্তেশ কোরে কেন নিজের জখমী করা?

উপেন্দ্র। হা জগদীশ্বর! যার জন্যে এত কল্লুম, যার জন্যে প্রাণের মমতা ছেড়ে দিয়ে ছিলেম, যার জন্যে দেশান্তরী হ'য়ে ছিলেম,—সে আমার হোল না, কোথায় যাব? প্রাণের জ্বালা বড় জ্বালা, কোথায় গিয়ে জুড়বো?

লবদা। বাবাজী! জ্বালা জুড়বার জন্যে ভাবনা কি? আর একটা বে কর, জ্বালায় পেল্লেপ পড়ে যাবে। বাস সব ঠাণ্ডা, এখন মচ্ছিভঙ্গ হ'য়ে পোড়্‌লে সব বিষয় আশয় নষ্ট হ'য়ে যাবে।

উপেন্দ্র। যায় যাবে! কার জন্যে বিষয় আশয়? কার জন্যে সুখৈশ্বর্য্য? কার জন্যে বিলাস-বৈভব? নিজের সুখের জন্যে? নিজের সুখের ত কোন ত্রুটি ছিল না, তবে কার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত

পণ ক'রে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলেম? আত্মীয়-স্বজন বাপ-মাকে আট বছরের মতন পরিত্যাগ করেছিলেম; বাড়ী, ঘর-দোর, স্বদেশ, জন্মভূমি কার তরে ভুলে ছিলেম? সে আমার এল না, তাকে পেলাম না! তবে এই জলবিম্ব জীবন এইখানেই মিলিয়ে যাক্ না—আর কেন?

লবদা। বাবাজী! তোমার যে রকম বাড়াবাড়ি দেখ্ছি, তোমার মাথার অবস্থা যে ঠিক আছে, আমার বোধ হয় না। দিন-কতক ক্রমাগত অশ্বগন্ধা রসায়ন-ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে মালিশ কর, ধাত আসুক; এই যে কর্ত্তা আস্ছেন।

(উপেন্দ্রের পিতার প্রবেশ)

উ-পিতা। এই যে লবদা আছ, ভালই হ'য়েছে; আমি ত আর পেরে উঠিনি ভাই। একটি ছেলে, মুখ চেয়ে বেঁচে আছি, তা এ বুড় বয়সে আর যে দিনকতক টেঁকবো তার ত উপায় দেখ্ছিনি। বাবাজী দিন-রাত্তির পোড়ে পোড়ে ভাব্ছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরেছেন, বিষয় কর্ম্ম দেখা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর গর্ভ-ধারিণী ত দিনরাত চোখের জল ফেলছেন। এই অবস্থায় আমি যে বাড়ীতে টেঁকতে পারি এমন তো বোধ হয় না, লোকের স্ত্রী তো মারা যায়, এও না হয় তাই হ'য়েছে মনে কল্লেই হয়।

উপেন্দ্র। আপনি যদি অনুমতি করেন তো দিনকতক বেড়িয়ে আসি।

লবদা। তাই যাও বাবাজী তাই যাও। তোমার এ একটানা বিরহ-পালা দিনকতক খাম্তী পড়ুক, বাবাজী! তোমাদের জুয়ান বয়েস, মনের জোর নেই, যাকে পাব না, তার জন্যে হাঁকু-পাঁকু করা

কেন ? মনটা বড় মজার জিনিষ বাবাজী! কিছুতে ছুঁইও না, তফাতে তফাতে রাখ, বেশ থাক্‌বে, আর একটা কিছুতে জড়িয়ে দাও, সাধ ক'রে একটু হা হুতাশ আন, অম্‌নি দেখ্‌বে জ্বালা হু হু বেড়ে উঠ্‌বে।

উ-পিতা। তা বাবাজী! তোমার যে রকম অবস্থা দেখ্‌চি, তাতে' স্থান পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তা এক কাজে দু কাজ হবে; তুমি ক'ল্‌কেতায় চলে যাও, রমণ বাবুকে নথী-পত্রগুলো পাঠান হয়েছে, তুমি নিজে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে পাল্লে আরও ভাল হবে। তোমারও মনস্থির হবে, অথচ বিষয় কর্ম্মের অনেকটা সহায়তা কর্ব্বে।

উপেন্দ্র। যে আজ্ঞা, তাই হবে।

উ-পিতা। লবদা, যাবার সময় একবার আমার কাছ দিয়ে হ'য়ে যেও ?

[প্রস্থান।

লবদা। যা হ'ক্‌ বাবাজী, এইবারে তোমায় ফিরিয়ে পাব, এ ভরসা আমার কতকটা হ'ল। ক'ল্‌কেতা বড় সঙ্গিন যায়গা. গ্যাসের আলো, কলের জল, টেলিগ্রাফের তার, আর পাঁচ খানা কাঁচা পাকা মুখ, কিছু না কিছু যুত আনবেই আন্‌বে।

উপেন্দ্র। আপনি বিজ্ঞ, আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন, মনের অবস্থা কেন এমন হয় ? কেন মনকে বাঁধা যায় না, কেন মন প্রবোধ না মেনে ছোট ছেলের মতন ছুটে ছুটে বেড়ায় ? বোঝালে বোঝে না, মানা কল্লে মানা মানে না, যেন কেমন কেমন হোয়ে যায় ? কত সাধ কোরে সুখের ছবি এঁকেছিলেম, কত আশা ক'রেছিলেম, কি হোল ? সব ফুরুলো—সব ফুরুলো, এক ফুঁয়ে সব উড়ে গেল!

দেখুন, আমার মন বড় অস্থির। যাত্রার উদ্যোগ ক'রিগে যাই। অন্য সময় এ সব কথা আপনার সঙ্গে কইবো।

[প্রস্থান।

লবদা। বাবাজী! এখন বুঝ্‌ছো ত, মন বড় মজার জিনিষ, স্বার্থপরতা-টুকু বিলক্ষণ আছে, মন আপনার মনের মত সব চায়, তা কি হয়? কাজেই শালার মন বিগ্‌ড়ে যায়। তোমায় আমায় জ্বালাবার জন্যে আগুন জ্বেলে দেয়, তুমি আমি হা হা ক'রে মরি; সে ব'সে ব'সে মজা দেখে। বুঝিয়ে দুটো কথা বোল্‌তে যাও—উল্টে ঠোনা খেয়ে চ'লে আস্‌তে হবে। পাগলা ঘোড়াকে যেমন চাবুক মেরে ঢিট্‌ রাখে, শালার মনকে তেম্‌নি চাবুকের ওপর রাখ্‌তে হয়। একটু এদিক্ ওদিক্ ক'রেছে অমনি পটাপট্‌ সটাসট্‌। ক'ল্‌কেতা ত' যাচ্চ,—ফির্‌তে পার্‌বে কি? দেখা যাক্।—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

চেতলার পোল

(কেলো ও ভেলো)

ভেলো। কেলো দাদা! তোমার ত সঙ্গ নিলুম, পাছু পাছু এলুম, চাকরীটির মাথা খেলুম, মনিব কাশী চ'লে গেল। আমি বেটা এখন অকূল সমুদ্রে, এখন উপায়? বাসাভাড়া আর ক' দিন যোগাব?

কেলো। আমি ত' চাকরী কচ্ছি বটে, আমার ত আর খোরাক

পোষাক লাগে না, যে ক'টাকা মাইনে পাই, তোকে বরাবর যুগিয়ে যাব। তোর অনায়াসে চ'লে যাবে।

ভেলো। আচ্ছা, তা যেন হোল, তুমি তো পীরিতে মসগুল হ'য়ে রইলে। আমি কি নিয়ে থাকি?

কেলো। একটা বে থা যোগাড় করনা?

ভেলো। বড্ড ব'ল্লে, দেখ্‌চোনা জুড়ি মেরে বেড়াচ্ছি, কোচবাক্‌সয় আশা-সোটা হাতে দরোয়ান ব'সে, কোচুয়ানের গায় শাল, ঘোড়ার মাথায় টুপী, মস্ত তেতালা বাড়ী নিয়ে র'য়েছি। বাড়ীতে সদাব্রত, কাজেই বে মনে কল্লেই মেয়ের গাঁদি লেগে যাবে! ভরসার মধ্যে ত গয়লানীর খোলার আড্ডা ঘর, আর একটি পীরিতে-পড়া ভাই, তাও ভায়ের প্রাণটুকু টাকরার গোড়ায় লেগে রয়েছে। ভায়া আমার সর্ব্বদাই মরুতে প্রস্তুত, এ অবস্থায় বের ক'নে জোটে কোত্থেকে? তবে আমার গোয়ালিনী দিদির এক খুঁড়ী মেয়ে আছে, তাকে হাতটাত ক'র্‌বার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সে কুশপা নিয়েই বা করি কি? আমারও তো সৌখীন প্রাণ!

কেলো। আচ্ছা ভেলো, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার কি এম্‌নি কোরে যাবে? আমি কি ছিলুম কি হলুম ভাই? মনের ফুর্ত্তিতে লাঠি সোঁটার উপর ভর কোরে জীবন কাটাচ্ছিলুম,—এ আমার হ'ল কি? খেয়ে সুখ নেই, ব'সে সুখ নেই, রাত দিন জ্ব'লছি, পুড়ে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছি, এমন কোরে আর কতদিন বাঁচ্‌বো?

ভেলো। আচ্ছা দাদা, ব্যাপারটা কি বল দেখি? মনটা কিছুতে বাঁধ্‌তে পাচ্ছ না?

কেলো। তোকে বোলব কি? মন কাটাতে যত চেষ্টা কচ্ছি, তত আরও জড়িয়ে পোড়্‌ছি, ওকে যদি কেউ কড়া কথা বলে, আমার প্রাণ কাঁদতে থাকে, ওকে যদি কেউ অযত্ন করে, আমার প্রাণে ভারি ঘা লাগে, ও সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেলে আমার ইচ্ছে হয় বুক পেতে দি।

ভেলো। বলি কাজ কিছু এগুতে পাল্লে, না খালি হা হুতাশ ক'রে সারা হ'চ্চ?

কেলো। কি ক'র্ব্বো, ওকে কিছু বোল্‌তে গেলে আমার মুখ যেন কে চেপে ধরে, আমি যেন কেমন হ'য়ে যাই।

ভেলো। দাদার এই প্রথম পীরিত বুঝি? তাই এমন পাঁকের করাতে পোড়েছ।

কেলো। না ভেলো, আমায় এক জন ভালবাস্‌তো, বড্ড ভালবাস্‌তো, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তো। আমি তাকে পায়ে ঠেলে দিয়ে চলে এসেছি, সে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়্‌তে লাগ্‌লো; আমি পাষাণ, পাষাণ প্রাণে ফেলে চ'লে এলুম।

ভেলো। দেখ দাদা, তোমার যা মেজাজ, তোমার যা ডৌল ডাওল, তাতে তোমার রাজা রাজড়ার ঘরে জন্মান উচিত ছিল। যাদের খেটে খেতে হয়, তাদের কি পীরিত-সর্ব্বস্ব ক'ল্লে চলে? তোমার আমার ঘরে এতটা বালা ধাত সইবে কেন? তা যাক্‌, এখন

সাদা প্রাণে একটা জবাব দাও দেখি ? শেষ কি ঠাওরাচ্চ ? বাঁচ্‌তে তো এখন অনেক দিন হবে ? এম্‌নি কোরে যে চিরদিন কাট্‌বে তা নয়। তার পর,—

কেলো। ভেলো, তোকে বোল্‌তে কি, শেষ কি আমি এখনও ঠাওরাতে পারিনি। কোন্‌ পথে চ'ল্‌ছি, কোথায় গিয়ে পোড়্‌বো, কি হবে, সব আমার গুলিয়ে র'য়েছে। স্রোতে যেমন কুটো ভেসে যায়, আমিও সেই রকম চলিছি। যায় যাক্‌, যে দিকে যায় যাক্‌, আমিও কুটো হ'য়ে ভেসে চলি।

ভেলো। তা হ'লে দাদা আমায় ক্ষেমা ঘেন্না ক'রে বিদায় দাও। ও ভাসাভাসিতে আমি নেই। আমার কাঁচা বয়েস, সুখ দুঃখের সঙ্গে যোঝ্‌বার অনেক সাধ আছে। একেবারে ভেসে যেতে তা দাদা আমি পারবো না। দাদা, দেখ দেখ একটা পাগ্‌লি এ দিকে আস্‌ছে না ?

কেলো। ওরে ভেলো ! আমায় ধর, ও যে আমার সেই সেই আমার সেই ! ও কেমন কোরে এ্যাদ্দূরে এল ? ওরে ভেলো, আমার বুক চেপে ধর, আমার বুক বুঝি ফেটে যায় !

ভেলো। (জড়াইয়া) হা ভগবান্‌ ! অতি বড় শত্রুরও যেন প্রেমিক ভাই না হয়।

(গীত গাইতে গাইতে ফুল্লরার প্রবেশ)

(গীত)

ফুল্লরা। (ও মা) ঘুরে ঘুরে আর কি পারি।
কোথায় ঠেলে দিবি ফেলে পথ হারাবো কুলের নারী।

মনের গুমোর করি যত, প্রাণের আগুন জ্বলে তত,
আপন হারা জ্বালায় সারা সইব বা কত,
নে মা কোলে, কোলের ছেলে ভবের তুফান বিষম ভারী।

কেলো। ওরে ভেলো ওকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা কর। ওঁর সঙ্গে দুটো কথা ক' ও বড় দুঃখিনী রে বড় দুঃখিনী!

ভেলো। হাঁ গা বাছা তুমি কে?

ফুল্লরা। আমি? আমি। তুমি কে?

ভেলো। আমি কেলোর ভাই ভেলো।

কেলো। ফুল্লরা! তুমি এতদূর কেমন কোরে এলে?

ফুল্লরা। এসেছি, চলে চলে এসেছি। দুটো চোখ দিয়ে সাম্‌নে যে পথ দেখেছি, সেই পথ দিয়ে চ'লে এসেছি। এখনও চ'ল্‌বো, চ'লে চ'লে কোথায় গিয়ে পোড়্‌বো কে জানে?

কেলো। ফুল্লরা! তার জন্যে ভেবো না। মা কালী আছেন, তোমায় ঠিক্ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, তিনি কারুকে ভুল পথ দেখান না। তিনি যদি কাদার রাস্তায় যেতে বলেন যেও, সাম্‌নে সোণা ছড়ান রাস্তা দেখে ভুলো না! পরিণাম হারাবে, কাঁদ্‌তে হবে, জ্বল্‌তে হবে, পুড়তে হবে—আমার মতন!

ফুল্লরা। কাঁদ্‌ছিনি! জ্বল্‌ছিনি! পুড়ছিনি! তুমি কি বুঝবে? মনে নেই আমায় কি অবস্থায় ফেলে রেখে এলে? মা কালী আছেন নাকি? বেঁচে আছে নাকি? নেই! নেই! একটু দয়া, একটু মায়া, একটু মমতা তার প্রাণে আছে কি? কাউকে কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে সে বেটী জীব বের ক'রে হি হি কোরে হাসে। কেউ কোলের

ছেলে যমের হাতে দিলে বেটী ধেই ধেই কোরে নাচে, কারুর সর্ব্বনাশ হ'লে বেটী যেন স্বর্গ হাতে পায়, দেখ্‌তে পাও না ? বেটীর স্বামী পায়ের তলায় পোড়ে, বেটী পা দিয়ে বুক ডলছে ! অত বড় জুয়ান মাগী, একটু সরম নেই ! কোমোরে এক চির কাপড় দিয়ে বেরুতে পারে না ? ঐ দেখ ! ঐ দেখ ! ঐ যে বেটী এসেছে, ঐ যে জীব বার কোরে হি হি কোরে হাস্‌ছে, দেখ দেখ মুণ্ডমালা ডলছে কেমন দেখ ? হাওয়ার সঙ্গে চুলের রাশি উড়্‌চে, ঐ দেখ খাঁড়া দিয়ে রক্ত ঝরছে ! আরও কাটবি ? আরও রক্ত খাবি ? তুই না জগতের মা ? নিজের ছেলের রক্ত নিজে খাচ্ছিস্‌ ? ঐ দেখ জীব ব'য়ে ছেলের রক্ত পোড়্‌ছে, পোড়ারমুখি দূর হ—সাম্‌নে থেকে দূর হ—তোর কাল রং কালের কোলে মিশিয়ে যাক্‌ !

(গীত)

ফুল্লরা । এলোকেশে হেসে হেসে ঐ শ্যামা এসেছে ।
মেঘের বরণ আহা কেমন ধ্যানের ছবি এঁকেছে ॥
মুণ্ডমালা দোলে গলে—ওই কপালে আগুন জ্বলে,
সর্ব্বনাশীর অট্টহাসি দেখ ভুবন ভোরেছে ।
ছার কপালীর মুখে ছাই, দয়া মায়া একটু নেই,
একি জ্বালা পাগল ভোলা পায়ে পোড়ে র'য়েছে । [প্রস্থান ।

ভেলো । দাদা মেয়েটা কে ? যেন একখানা বিদ্যুৎ এল আর ঝ'কে চ'লে গেল ।

কেলো । ভেলো, ও গেল কোথায় ? ভেলো, ও গেল কোথায় ? চল এগিয়ে গিয়ে দেখি । [উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রন্ধনশালার সম্মুখ

(সুভাষিণী, ইন্দিরা ও হেমা)

সুভা। ও ভাই! তোমার রান্না খেয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোক তারিফ ক'চ্ছে। আমার র-বাবু ত পাতটি চেটে পুটে খেয়েছেন, কর্ত্তার পাতে ত পিঁপড়ে কেঁদে যায়; গিন্নী ত তিনবার ভাত আর তরকারি চেয়ে খেলেন! তোমায় বেশী বোল্‌বো কি, আমার হেমা তোমার রান্না খেয়ে কত খুসি। (হেমোর প্রতি) হ্যাঁরে হেমা, রান্না কেমন হোয়েছে?

হেমা। বেশ, বেশ গো বেশ—

রঁাধে বেশ বাঁধে কেশ বকুল ফুলের মালা,
রাঙা সাড়ী হাতে হাঁড়ি রঁাধ্‌ছে গোয়ালার বালা।
এমন সময় বাজলো বাঁশী কদম্বের তলে,
কাঁদিয়ে ছেলে রান্না ফেলে রঁাধুনী ছোটে জলে

সুভা। নে শ্লোক রাখ মা, খোকাকে নিয়ে খেলা ক'র্‌গে যা।

[প্রস্থান।

(বাম্‌নীর প্রবেশ)

ইন্দি। কি গা বামুনদিদি, এত বেলায় হাঁড়ি হাতে কোরে রান্না-ঘর থেকে বেরুচ্চ যে?

বাম্‌নী। বেরুচ্ছি বেরুচ্ছি, তোমার কি বাছা? তুমি বড় রাঁধুনী—বাবুদের খাইয়ে নিশ্চিন্দ হ'য়েছ। আমি একটা অখদ্দে অবধ্যে পোড়ে আছি—চাকরাণীর সামীল, কাজেই চাকর-বাকরদের খাবার জোগাড় কচ্ছি।

ইন্দি। তা যাক্, কর্ত্তা রান্না খেয়ে কি ব'ল্লেন?

বাম্‌নী। বেশ রেঁধেছ' গো বেশ রেঁধেছ; আমরাও রাঁধ্‌তে জানি, তা বুড় হ'লে কি আর দর হয়, এখন রাঁধ্‌তে গেলে রূপ-যৌবন চাই!

ইন্দি। তা চাই বই কি বামুনদিদি, বুড়িকে দেখ্‌লে কার খেতে রোচে বল?

বাম্‌নী। তোমারই বুঝি রূপ-যৌবন থাকবে? মুখে পোকা পোড়বে না?

(হাতের হাঁড়ি পড়িয়া যাওন)

ইন্দি। দেখ্‌লে দিদি দেখ্‌লে! রূপ-যৌবন না থাক্‌লে হাতের হাঁড়ি ফাটে?

বাম্‌নী। তবে রে ·যৌবন-ভাতারি, এই বেড়ি নিয়ে তোর রূপ-যৌবন বার কোর্‌বো না!

ইন্দি। দিদি থাম, হাতের বেড়ি হাতে থাকলেই ভাল, পায়ে না পড়ে।

বাম্‌নী। হারামজাদি! বেড়ি আমার হাতে থাকবে না ত' পায়ে দেবে না কি? আমি পাগল!

সুভা। আমি লোক এনেছি, তুমি হারামজাদি বলবার কে? তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে।

বাম্‌নী। ও মা সে কি কথা গো! আমি কখন হারামজাদি বল্লুম? এমন কথা আমি কখন মুখেও আনি না। তোমরা আশ্চয্যি ক'ল্লে যে! (চীৎকার করিয়া ক্রন্দন) আমি যদি হারামজাদি ব'লে থাকি, আমি যেন গোল্লায় যাই!

ইন্দি। বালাই ষাট্!

বাম্‌নী। আমি যেন যমের বাড়ী যাই!

ইন্দি। সে কি দিদি! এত সকাল সকাল? ছি দিদি আর দুদিন থাক না।

বাম্‌নী। আমার যেন নরকেও ঠাঁই না হয়!

ইন্দি। উটি ব'ল না দিদি, নরকের লোক যদি তোমার রান্না না খেলে, তবে নরক আবার কি?

বাম্‌নী। আমায় যা মুখে আসবে তাই বল্‌বে। তুমি ত কিছু ব'লবে না। আমি চল্লুম গিন্নীর কাছে।

সুভা। তা হ'লে বাছা, আমাকেও ব'ল্‌তে হবে, তুমি এঁকে হারামজাদি ব'লেছ।

বাম্‌নী। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমি কখন হারামজাদি বল্লুম, আমি কখন হারামজাদি বল্লুম!

ইন্দি। (হাসিতে হাসিতে) হাঁগা বৌঠাকরুণ, তুমি হারামজাদি ব'ল্‌তে কখন শুন্‌লে? উনি কখন একথা ব'ল্লেন, কৈ আমি ত শুনিনি?

বাম্‌নী। এই শুন্‌লে বউদিদি, আমার মুখে কি অমন সব কথা বেরোয়?

সুভা। তা হবে, বাইরে কে কাকে ব'ল্‌ছিল, সেই কথাটা আমার কাণে গিয়ে থাক্‌বে। বামুন-ঠাক্‌রুণ কি তেমন লোক? ওঁর

রান্না কাল খেয়ে ছিলে ত? "এ ক'লকেতার" ভেতর এমন কেউ র'াধ্‌তে পারে না।

বামনী। শুনলে গা?

ইন্দি। তা ত সবাই বলে, আমি এমন রান্না কখন খাইনি!

বামনী। তা তোমরা ব'লবে বই কি মা, তোমরা হ'লে ভাল মানুষের মেয়ে, তোমরা ত রান্না চেন; আহা, এমন মেয়েকে কি আমি গাল দিতে পারি? এ কোন বড় ঘরের মেয়ে; তা দিদি তুমি ভেব না, আমি তোমায় রান্না-বান্না শিখিয়ে দিয়ে তবে যাব।

[প্রস্থান।

ইন্দি। দেখ ভাই, আমার বড় দুঃখ হ'চ্ছে, গিন্নী ত আজই বামনীকে তাড়াবেন। তিনি যে রকম হিসিবি লোক, আর তাঁর কাজ যখন চলে যাচ্ছে, তখন যে তিনি দুটো লোক রাখবেন আমার ত বোধ হয় না, কিন্তু বুড়ো মাগী এ বয়সে যায় কোথা? আমিই উপলক্ষ হ'য়ে ওর অন্নে হস্তারক হ'লুম।

সুভা। ও ভাই, অত দয়ার শরীর কল্লে কি চলে? কে কোথায় কাঁদছে, কার আজ হাঁড়ি চ'ড়্‌ল না, কার সংসারে হাহাকার উঠেছে, এ সব দেখ্‌তে গেলে ঢের দেখ্‌তে হয়। তুমি আমি ভাই ত আর "কুইন ভিক্‌টোরিয়া" নই যে মনে কল্লেই লোকের দুঃখ দূর ক'রে দিতে পারবো; কাজেই সংসারের রীতি অনুসারে চ'লতে হয়। আপনার স্বামী, আপনার ছেলে, আপনার ঘর-দোর, আপনার মনের মত লোক বেচে নিয়ে এক রকম দুঃখে সুখে কাটাতে হয়।

ইন্দি। তা হ'ক্ ভাই, তবু যতটা পরদুঃখে কাতর হ'তে পারা যায়, পরের উপর দরদ দেখান যায়, দুঃখী-গরিবের অন্নের সংস্থান কোরে দিতে পারা যায়, সেটুকু করা উচিত, যদি কেবল আপনার সুখটুকু দেখ্‌তে শিখ্‌লুম, তবে পৃথিবীতে এসে শিখ্‌লুম কি?

সুভা। তা ভাই, গিন্নী ত তোমাকে আজকাল খুব পেয়ার করেন, তুমি কেন বাম্‌নীর হ'য়ে দু কথা বল না।

ইন্দি। বেশ বল্লে, গিন্নী যে হিসিবি লোক, পেয়ার করেন ব'লে কি হিসেবের ভুল ক'ত্তে পারেন?

সুভা। আচ্ছা, তিনি আসুন, আমি ব'লবো এখন।

ইন্দি। ও ভাই, তোমাকে একটা কথা বোল্‌তে ভুলে গেছি। রান্না বান্না হ'য়ে যেতেই, গিন্নী আমাকে কত্তার ভাত নিয়ে যেতে ব'ল্লেন, তখনি আবার ব'ল্লেন,—না না, তুমি ভাত বাড়, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আস্‌বো। আমি বুঝ্‌লুম, বুঝে মনে মনে একটু হাস্‌লুম। কত্তা লোক মন্দ নন, কিন্তু কালার বোতলটার গলায় গলায় কালী। ওঁর ভয়, পাছে ওঁর পান্তাভাত্ কেউ ফুঁ দিয়ে গালে দেয়।

সুভা। তা হয় বৈ কি ভাই, তোমার আমার যুবোভাতারটি যেমন, ওঁর বুড়ো ভাতারটি তেম্‌নি ত, একপ্রাণে গাঁথা ত বটে। তাঁর ভয় তুমি এমন রূপসী, পাছে তাঁর কপালে তেঁতুল গোল।

ইন্দি। পোড়া কপাল আমার! তা যাক্, কিন্তু আমি যে ভারি একটা মুস্কিলে প'ড়িছি। গিন্নী আমায় দেখ্‌তে পেলেই ধ'রে বসেন, আমার পাকা চুল তুলে দাও। তা ভাই গিন্নীর পাকা চুল তুল্‌তে গেলে আর কিছু থাকে না। ও ভাদ্দর মাসের উলুখেত একেবারেই

সাফ্ কত্তে হয়, আমার এক এক সময় মনে হয়, ও পাপ এক দিনেই চুকোনো ভাল।

সুভা। তা হ'লে কি আর টেঁক্‌তে পারবে। যাবে কোথায়?

ইন্দি। আমার হাত থামে না যে;

সুভা। মরণ আর কি, দু এক গাছা তুলে দিয়ে চ'লে 'আস্‌তে পার না?

ইন্দি। তোমার শাশুড়ী যে ছাড়ে না;

সুভা। তুমি বোলো, কই পাকা চুল্ ত আর বেশী দেখ্‌তে পাই না। এই ব'লে চ'লে এস।

ইন্দি। এমন দিনে ডাকাতি কি করা যায়, লোকে ব'ল্‌বে কি? এ যে ভাই আমার কালাদীঘির ডাকাতি।

সুভা। কালাদীঘির ডাকাতি কি?

ইন্দি। সে গল্প ভাই আর একদিন কোর্‌ব। আমি আর এক মজা করিছি, হারাণীকে দিয়ে এক শিশি কলপ কিনে আনিয়েছি; আজ গিন্নীর মাথার চুল একেবারে কাল ক'রে দেবো, এই দেখ কলপের শিশি আমার আঁচলে বাঁধা র'য়েছে।

সুভা। তা এ মন্দ মত্‌লব করনি, এই যে মা আস্‌ছেন।

(গিন্নী ও হারাণীর প্রবেশ)

দেখ মা, একটা কথা ব'ল্‌ছি কি, কুমুদিনী ভদ্দর ঘরের মেয়ে, একা এ সংসারে সব রান্না বান্না পেরে উঠবে না, আর সোণার মা অনেক দিন আছে, বুড়ো মানুষ, যায় কোথা?

গিন্নী। তা, কি কোর্‌বো মা, দুজনকে কি রাখ্‌তে পারি? এত টাকা যোগায় কে?

সুভা। তা এক জনকে রাখ্‌তে গেলে সোণার মাকেই রাখ্‌তে হয়, কুমো এত পারবে না।

গিন্নী। না মা, সোণার মার রান্না আমার ছেলে খেতে পার্‌বে না। তবে দুজনেই থাক্।

সুভা। (জনান্তিকে) কেমন ভাই এখন হ'ল। তোমার আমাকে (Thanks) থেঙ্কস্ দেওয়া উচিত।

ইন্দি। হ্যাঁ মা, আজ রান্না কেমন খেলেন?

গিন্নী। তুমি বেশ রাঁধত গা, কোথায় রান্না শিখ্‌লে?

ইন্দি। বাপের বাড়ী।

গিন্নী। তোমার বাপের-বাড়ী কোথায় গা?

ইন্দি। শ্রীকৃষ্ণপুর।

গিন্নী। এ ত বড় মানুষের ঘরের মত রান্না, তোমার বাপ্ কি বড মানুষ ছিলেন?

ইন্দি। তা ছিলেন

গিন্নী। তবে তুমি রাঁধ্‌তে এসেছ কেন?

ইন্দি। দুরবস্থায় প'ড়েছি।

গিন্নী। তা আমার কাছে থাক বেশ থাক্‌বে। তুমি বড মানুষের মেয়ে, আমার ঘরে তেমনিই থাক্‌বে। (সুভাষিণীর প্রতি) বউ মা, দেখ গো একে যেন কেউ কড়া কথা না বলে। আর তুমি ত ব'ল্‌বেই না, তুমি তেমন মানুষের মেয়ে নও।

(হারাণীর প্রবেশ)

হারাণী। ও গো গিন্নি-মা, খাওয়া দাওয়া ত হ'ল, এখন একটু গড়াবে চল।

গিন্নী। হাঁ এই যাচ্ছি। আয় ত মা কুমো, আমার মাথাটা একবার দেখত ; দু-এক গাছা পাকা চুল থাকে ত তুলে দে ত মা

ইন্দি। (চুল তুলিতে তুলিতে) কই মা, পাকা চুল ত বড় দেখতে পাইনি।

গিন্নী। দেখ্‌তে পাও না ? তাতো পাবেই না মা, আমার বয়েস ত আর তত নয়, কেবল অদৃষ্ট দোষে গাছ কতক পেকেছ বই ত নয়।

ইন্দি। অদৃষ্ট নয় মা অদৃষ্ট নয়। ছেলেবেলায় বোধ হয় পাকতেল মেখেছিলে, তাই। তা মা, আজ আমি একটা আরক আনিয়েছি, এটা চুলে মাখালে সব পাকা চুল উঠে আসে, কাঁচা চুল থাকে।

গিন্নী। বটে! এমন আশ্চয্যি আরক ত কখন শুনিনি, ভাল মাখাও দিকি ; দেখো কলপ্‌ দিও না যেন!

ইন্দি। না মা, কলপ দোব কেন ?

হারাণী। না মা, কলপ দেবে কেন ? কুমুদিনী আমাদের কি তেম্‌নি মেয়ে ? ও আরকের গুণ আমি জানি। একটু ঘ'সে দিলেই শোণের নুড়ীর মতন চুল কালো কুচ্‌কুচে হ'য়ে যায়, যৌবন ফিরে আসে।

গিন্নী। বটে, বটে, তা দাও মা দাও ত। (ইন্দিরা কর্ত্তৃক গিন্নীর চুলে কলপ দেওন) হারাণী তোর সেই পতি-সোহাগের গানটি গা।

(গীত)

হারাণী—

আমার গিল্টি করা সোণার যাদু এস রে ঘরে।
আপন হাতে মাখন তুলে রেখেছি যতন কোরে,
পাকা পেঁপে কুড়িয়ে খাও, নিচুর খোসা ছাড়িয়ে নাও,
আঁবের রসি মুখে দাও, সোহাগের ভরে ॥
নুণে জরা আনারস খেয়ে প্রাণে আনো রস,
যুবো ভাতার কোরে তোমায় রাখবো হে ধ'রে ॥

ইন্দি। মা এইবার দেখ, তোমার একগাছি চুলও পাকা নেই।

গিন্নী। বলিস্ কি কুমো, বলিস্ কি!

ইন্দি। হারাণী! রান্না-ঘর থেকে বাম্নীর আরসিখানা নিয়ে এসে দেত।

(হারাণীর আরসি আনয়ন ও গিন্নীকে দেওন)

গিন্নী। (আরসিতে মুখ দেখিয়া) তাই তো মা কুমো, তাই তো মা! এ আমার হোল কি? যাই দিকি কর্ত্তার কাছে, আজ তাঁরই একদিন কি আমারি একদিন! হতভাগা মিন্সে কোন্ মুখে আমায় বুড়ি বলে এইবার আমি দেখ্‌ব! আয় ত হারাণী।

হারাণী। চল মা চল। [উভয়ের প্রস্থান।

সুভা। পোড়ারমুখি কল্লি কি! মার চুলে অনায়াসে কলপ দিলি?

ইন্দি। হুঁ।

সুভা। তোমার মুখে আগুন! কি কাণ্ড হয় দেখ।

ইন্দি। তুমি নিশ্চিন্দি থাক। সে যা হ'ক্, সকলেই ত আমার রান্না

খেয়ে সুখ্যেত কোরেছে। তুমি যে কোণে বোসে খেয়ে এলে,
—একটা কথাও বল্লে না ?

সুভা। ভুলে গিয়েছিলুম ভাই, ব'ল্‌বো ব'ল্‌বো মনে কোরেছিলুম, কিন্তু বল্‌বার সময় পাইনি ; বলি ভাই তোমার কটি বিয়ে ?

ইন্দি। কেন ? রান্নাটা দ্রৌপদীর মতন লেগেছে না কি ?

সুভা। "ও ইয়েস্!" বিবি পাণ্ডব (first class) ফার্ষ্ট ক্লাস বাবুর্চি ছিলেন। এখন আমার শাশুড়িকে বুঝ্‌তে পাল্লে ত ?

ইন্দি। বড় নয়, কাঙালের আর বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে সকলেই একটু প্রভেদ করে।

সুভা। মরণ আর কি তোমার ! এই বুঝি বুঝেছ ? তুমি বড় মানুষের মেয়ে ব'লে বুঝি তোমায় আদর ক'চ্ছেন ?

ইন্দি। তবে কি ?

সুভা। ওঁর ছেলে পেট ভোরে খাবে তাই তোমার এত আদর। এখন যদি তুমি কোর্ট্ কর, তা হ'লে তোমার মাইনে ডবল হোয়ে যায়।

ইন্দি। আমি মাইনে চাই না ; তবে না নিলে যদি কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই জন্যে হাত পেতে মাইনে নোব, নিয়ে তোমার কাছে রাখব, তুমি কাঙাল গরিবকে দিও, আমি আশ্রয় পেয়েছি এই আমার যথেষ্ট। এখন চল।

সুভা। তা যাচ্ছি, কিন্তু ভাই আজ তোমার কাছে কালাদিঘীর ডাকাতির আগা গোড়া গল্প শুনে তবে ছাড়বো। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(খিড়্কীর পথ)

(কেলো ও হারাণীর প্রবেশ)

কেলো। বলি শোন্ না, শোন্ না, হু হু ক'রে পান্সীর মতন বেয়ে চলিছিস্ যে, একটু দাঁড়া, একটা কথা বলি শোন্।

হারাণী। আ মরণ আর কি! তোর কথা আবার শুন্বো কি রে হতচ্ছাড়া মিন্সে! কর্ত্তাবাবুর যেমন কিছুরি ঠিকানা নাই, দেখে শুনে এক চাকর রেখেছেন দেখ না!

কেলো। শোন্ না, শোন্ না, তোর জন্য বেশ ভাল এক জোড়া লাল-পেড়ে কাপড় কিনে রেখেছি।

হারাণী। তোর লাল-পেড়ে কাপড়ের নিকুচি কোরেছে! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো জানিস্?

কেলো। আঃ, তা হ'লে ত বাঁচি! হারাণী, তোর পায়ে পড়ি যদি তুই কোন রকমে পারিস্, আমি বিষে জ'রে র'য়েছি, কোন রকম কোরে যদি বিষ ঝেড়ে দিতে পারিস্।

হারাণী। আ মরি, আবার রসিকতা ক'চ্ছেন!

কেলো। হারাণী তোর দিব্বি, এ আমার প্রাণের কথা, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ কচ্ছি। প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে, আর ঘুরতে পারি না, সারা হ'য়ে গেলুম।

হারাণী। ওঃ হরি! তুমি আবার প্রেমিক, তা জানতুম না।

কেলো। দেখ্‌ছিস্‌নি, রসে ডগমগ! তা যাক্‌, একটু দাঁড়াবি, গোটা দুয়েক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, উত্তর দিয়ে যাবি?

হারাণী। কেন রে পোড়ারমুখো মিন্সে? তোর কথা শুন্‌বার জন্য দাঁড়াব কেন রে? আর তোর কথার উত্তরই বা দিতে যাব কেন?

কেলো। আবার চ'ল্‌লো, শোন্ না তোকে সরভাজা খাওয়াব, বাদাম পেস্তা খাওয়াব, অমন শুঁট্‌কি আছিস্‌, দুদিনে এমন ফুলে যাবি।

হারাণী। ইস্‌, তুই যে ভারি আন্বিত্তি কচ্ছিস দেখ্‌ছি! কথাটা কি বল দেখি?

কেলো। বল্‌ছি কি, তোদের যে নতুন রাঁধুনি হোয়েছে, সে লোক কেমন?

হারাণী। ওরে হতচ্ছাড়া মিন্সে! তোর বাড়ীতে জোড়া মড়া মরুক! নতুন রাঁধুনির খবর তোকে দিতে যাব কেন রে?

কেলো। হারাণী তোকে ব'ল্‌তে কি, আমি তার কথা শুন্‌তে বড় ভালবাসি। এমন একটা লোক পাই না, যাকে প্রাণ খুলে তার দুটো কথা জিজ্ঞেস করি। এমন সাবকাশ পাই না যে, আড়াল্ থেকে তার দুটো কথা শুনে আসি; এমন শুবিধা পাইনে তাকে একবার চোকের দেখা দেখে আসি; প্রাণের দায়ে তোর শরণ নিয়েছি, হারাণী তুই কিছু মনে করিস্ নি।

হারাণী। ও আঁটকুড়ির পুত! তুমি মনে মনে পেয়ে ব'সে আছ, আমায় দরদ জানিয়ে বাদাম পেস্তা খাওয়াতে চাও, নতুন রাঁধুনিকে চোখের দেখা দেখ্‌তে চাও, তোর ব্যাপারখানা কি? ভদ্দর নোকের বাড়ী চাকর সেজে এসে কুল মজাবার চেষ্টা?

কেলো। হারাণী তুই জানিস কি, আমি অনেক দিন থেকে ওর পেছু নিয়েছি। ও যেখানে গেছে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছি; ও দুর্দ্দশায় প'ড়ে কেঁদেছে, আমার চোক্ষের জলে বুক ভেসে গেছে। ও আশ্রয়-হীন হ'য়ে বেড়িয়েছে, আমিও নিরাশ্রয় হ'য়ে সাথে সাথে বেড়িয়েছি। যদি কখন একটু সুখের আভাষ পেয়ে ওর মুখে বিদ্যুতের মত হাসির রেখা দেখা দিত, আমি স্বর্গ হাতে পেতুম। হারাণী! তুই বুঝ্‌বি কি, আমি ও-ট পাল্‌ট খাচ্চি। ভারি গোলযোগে পোড়ি'ছি, হিসেব নিকেশ কোরে উঠ্‌তে পা'চ্ছি না।

হারাণী। রোস্ সর্ব্বনাশীর বেটা, রোস্! তোমায় আজই বাড়ী থেকে তাড়াচ্ছি। দুধ-কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা হ'চ্ছে বই ত নয়! এতো কারুর নজরে পড়ে নি। খালি মোটা মোটা মাইনে নিতে আর খোরা খোরা ভাত মারতে তৈরি! মনিবের ভালোর দিকে কারুর নজর আছে?

কেলো। হারাণী আমার সর্ব্বনাশ ক'রিস্ নি, আমায় প্রাণে মারিস্ নি, এখান ছাড়তে হোলে আমি পাগল হ'য়ে যাব!

হারাণী। আ মরণ তোমার! গতর খাটিয়ে পেটের খোরাক ক'ত্তে এসে তোর আমার কি পিরীত চলে রে বাপু? রোজগার-পাতি ক'রে কিছু জমিয়ে ফেলে, তার পর পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে, দেশে খানকতক লাঙ্গল কোরে, প্রাণ ভোরে ব'সে ব'সে প্রেম ক'রুগে যা। তোর মত লোকের সংশ্রব রাখ্‌লে মনিবের সর্ব্বনাশ করা হয়, আমি এখুনি চল্লুম, দাদাবাবুকে গিয়ে এই সব কথা ব'লছি।

কেলো। হারাণী, এটা মনে থাকে যেন, তোরও একদিন আছে, তুই

যে এম্‌নি কোরে চিরদিন কাটাতে পারবি, তা মনে করিস্‌ নি! আমার মতন একদিন না একদিন ধরা প'ড়্‌বি ; সাবধান, সাপের মাথায় পা দিস্‌নি! তো'র এখনও যৌবন আছে, প্রলোভনের সঙ্গে বুঝ্‌তে হবে, যা কর্‌বি বুঝে করিস্‌।

হারাণী। পালা মিন্সে পালা! ফের যদি ওসব কথা কোন দিন মুখে আন্‌বি ত ঝাঁটা মেরে বিদেয় ক'র্‌বো!

ক্ষেলো। তাই ত, ভেলো ভাইয়ের কথাটা কি হিসেব নিকেশ কল্লুম! এম্‌নি কোরে কি চিরদিন যাবে? তারপর চক্কর যখন ফিরবে— তারপর— তাই ত, কিছু ঠাওরাতে পাচ্ছি না,— সব গুলিয়ে যাচ্ছে,— দেখি দেখি দুদিন ঠাউরে দেখি,—তার পর যা হয় করা যাবে।

[প্রস্থান।

(গিন্নীর প্রবেশ)

হারাণী। ও কি গো মা-ঠাকরুণ, পা টিপে টিপে আসছ কেন? বাঃ, বাঃ! আজ বেশ সাজ হ'য়েছে, এই তো চাই! না ঘ'স্‌লে মাজ্‌লে কি রূপ বেরোয়, কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি না প'র্‌লে কি বাহার খোলে। এইবার কত্তাবাবু কেমন তোমায় বুড়ো ব'লতে পারেন বলুক দিকি।

গিন্নী। হারাণী, দেখিস্‌ এ'দিকে যেন কেউ না আসে।

হারাণী। কেন, কেউ এলুই বা?

গিন্নী। না না, তা হ'লে বড় লজ্জায় পোড়ে যাব।

হারাণী। কেন, কিসের এত লজ্জা, যাদের দশখানা আছে, তারা

যদি না প'র্‌বে ত' গয়না-গাঁটি কাপড়-চোপড় কেবল বাক্‌স পেঁড়া সাজাবার জন্যে কি হ'য়েছে ?

গিন্নী। না না, তুই বুঝিস্ না, উপযুক্ত ছেলে, বউ, নাতি, নাতনি ঘরে, তারা দেখ্‌লে ব'ল্‌বে কি ?

হারাণী। কি ব'ল্‌বে ? আর ব'ল্‌বে ব'লে কি তুমি মা সোয়ামী বশ ক'রবে না ? আর একে ত সোয়ামী কেমন ! তার ওপর, যদি তাঁর ওপর-চাল হয় তা হলে ত মা তুমি মাটী হ'লে !

গিন্নী। সেই ভয়েই ত এত, নইলে এই বুড়ো বয়সে পাকাচুলে আরক দিয়ে, ঝাপ্‌টা কেটে, সাবান মেখে, পাছা-পেড়ে শাড়ী পরে, গয়না গায়ে দেওয়া আমার মানায় ?

হারাণী। তা ত বটেই মা ! সোয়ামীর ভয়ই ত ভয়। তোমায় ত মা, বুড়ী বুড়ী বোলে রাতদিন ঠাট্টা করে। ঐ রকম ব'লতে ব'লতে কোন দিন বারমুখো হ'য়ে পোড়বেন, তখন সামলাবে কে ? তার চেয়ে সাজ-গোজ ক'রে যদি তাঁর মন ভোলাতে পার, তাতে ক্ষেতি কি ?

গিন্নী। ক্ষেতি কিছু নেই, তবে কি না—আর কেউ না দেখে, বলে বুড়ো বয়সে মাগী সোয়ামী সোয়ামী ক'রে পাগল হ'য়েছে ; সেটা বড় লজ্জার কথা।

হারাণী। কে ব'ল্‌বে ? যে ব'ল্‌বে তার মুখে ছেঁকা দিয়ে দোব না এখন মা দু'পা চ'লে দেখ দেখি, চারগাছা মল কেমন ঝম্ ঝম্ কোরে বাজে কি না পরখ ক'রে দেখি।

গিন্নী। তা বাজ্‌বে বই কি, মল বাজবে না, এই দেখ্ কেমন বাজ্‌ছে।

হারাণী। ঐ যে কর্ত্তা বুঝি আস্‌ছেন! দেখো নজ্জা কোরো না মা, নজ্জা কোরো না, সব মাটী হবে!

[প্রস্থান।

গিন্নী। (স্বগত) মিন্সে হয় ত ঠাট্টা কোরবে, আচ্ছা ঠাট্টা একবার ক'র্‌লে হয়, নাকে ঝামা ঘ'সে দোব না! এ্যাদ্দিন নয় ত্যাদ্দিন নয় এখন হলুম কাল, এ্যাদ্দিন নয় ত্যাদ্দিন নয় এখন হলুম বুড়ো!

(কর্ত্তার প্রবেশ)

কর্ত্তা। এ কে গো!

গিন্নী। আমি।

কর্ত্তা। আমি কে গো? পেত্নী? না শাঁকচুন্নি? কে গো?

গিন্নী। ওগো, আমি—আমি—আমি—(অগ্রসর)

কর্ত্তা। ও বাবা স'রে আসে যে! পায়ে চার গাছা মল বাজে যে! রাম, রাম, রাম! ওরে কে আছিস্ রে?

গিন্নী। চুপ্ কর গো আমি।

কর্ত্তা। তুমি! গিন্নী তুমি! পেত্নী নও, তবু ভাল; আমি মনে ক'রে-ছিলুম, ধপ্‌ধপে কাপড় পোরে ঘোমটা টেনে মল বাজিয়ে, নিমগাছ থেকে বুঝি পেত্নী নেবে এল! আচ্ছা, তুমি যে এ—তা আমি বিশ্বাস করি কি ক'রে?

গিন্নী। কেন, বিশ্বাস আবার কি ক'রে কত্তে হয়?

কর্ত্তা। তুমি হ'লে এ সব সাজ-গোজ কেন? এ ত ছুক্‌রীর সজ্জা।

গিন্নী। তা আমার কি সাজ-গোজ ক'র্ত্তে সখ হয় না?

কর্ত্তা। সখ! ও বাবা! তোমার এ সখ! তবে দেখ্‌ছি তোমার খুব শক্ত ব্যায়রাম।

গিন্নী। শক্ত ব্যায়রাম আবার কার?

কর্ত্তা। যে দেউলে হ'য়েছে, যার বাজার-সম্ভ্রম নষ্ট হ'য়েছে তার।

গিন্নী। সে আবার কে?

কর্ত্তা। তাও ব'লে দিতে হবে? যার রূপের দরজায় লালবাতি জ্ব'লেছে; যার বয়সের সিড়িউল তোয়ের হ'চ্ছে।

গিন্নী। আবার ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?

কর্ত্তা। কৈ ঠাট্টা, আগা-গোড়া সত্য বোল্‌ছি। শক্ত ব্যায়রাম না হ'লে আর পাগলা-গারদে যাবার যোগাড় ক'রেছ? পাকাচুলে কলপ দিয়ে ম'রেছ কেন? এ বুদ্ধি কে দিলে? রমণকে ডাকবো না কি? গর্ভধারিণীর ছুক্‌রী সাজার ঘটাটা একবার দেখে যাক্, না হয় হিমিকে ডাকি, পেছনে হাততালি দিক্।

গিন্নী। কেন বল দেখি? আমার কি এমনি বয়স গেছে, সাজতে গুজতে পাব না? ছেলে পুলে নাতি নাত্নী কার না হয়? তা ব'লে কি তারা সাজে না গোজে না? আর আমার এ সাজগোজ ত তোমারি জন্য? তোমার ওপর আমার সন্দ হয়েছে, তা জান?

কর্ত্তা। ওঃ বটে, তাই এ ভাঙ্গা মন্দিরে চুণকাম! তা বেশ, বেশ! আমার আর নড়বার চড়বার যো নেই, আমি একেবারেই মোহিত হ'য়ে গেছি! আমার মাথা ঘুরচে, একটু গোলাপ-জল চাই, ওরে হিমি!

গিন্নী। চুপ্ চুপ্! এখুনি মাথা খোঁড়াখুঁড়ি ক'রবো।

কর্ত্তা। কেন চুপ কোরব? তার ঠাকুরমাকে কাল, পাকাচুলো বুড়ী

দেখেছে, এখন একবার ছুক্‌রী বয়েসি সুন্দর বিশ্বেশ্বরী দেখে যাক্, ওরে হিমি, ওরে হিমি !

গিন্নী। আবার ডাকে ! হতভাগা মিন্সে করে দেখ ?

কর্ত্তা। ওরে হিমি, ওরে খোকা ! দেখবি আয়— বুড়িকে ভূতে পেয়েছে।

[গিন্নীর পলায়ন, কর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

(রমণবাবু ও সুভাষিণী)

সুভা। (Good morning) গুড্ মর্ণিং, আছেন কেমন ?

রমণ। ইস্, তাই তো ! তুমি দেখছি আমার নাক-কাণ কেটে তবে ছাড়বে ; (Second Book) সেকেণ্ড বুক অবধি ত বিদ্যে, তা আবার আমারি কাছে শেখা ! কথায় কথায় যে রকম ইংরাজী বুকনি ঝাড়তে আরম্ভ ক'রেছ, তোড়ে টেঁকা দায় হ'য়েছে !

সুভা। কি রকম কথা হল ? তোমরা হোলে পুরুষ মানুষ, এক একটা ঐরাবতের সমান ! মেয়ে মানুষের দুটো ইংরাজীর তোড়ে ভেসে যাবে ? (Very good) ভেরি গুড্, ভাসবাস্‌বে, আঁচল ফেলে দোব, ধ'রে উঠবে। তার জন্য ভাবনা কি ? এখন জিজ্ঞাসা কচ্ছি কি, এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ?

রমণ। ইস্, তাই তো ! আজ যে ভারি (Grave attitude) গ্রেভ্ অ্যাটিচিয়ুড্ দেখ্‌ছি। বলি কথাটা কি বল না ? গোড়া থেকে সব গরম ক'রে নিচ্ছ না কি ?

সুভা। তুমি আজ কাল ভারি (disobedient) ডিশোবিডিএন্ট হয়েছ। তিনবার ডাকতে পাঠালুম তবে তোমার বার হ'ল! তোমরা ভাল মানুষের ত কেউ নও, গলায় কাপড় বেঁধে চাবুকের ওপর রাখ্‌তে পাল্লে তবে ঢিট্‌ থাক্‌বে।

রমণ। তা চাবুক আনা ত এখন অনেক ফেরেক্কা, আপাতত ঝাঁটা দিয়েই কাজ সার, কি বল?

সুভা। আর অতটা ক'ত্তে হবে না, দু গালে দুই (slap) স্ল্যাপ্‌ দিলেই যথেষ্ট হবে। তুমি ভারি (stupid) ষ্টুপিড। (চড় মারণ)

রমণ। আ মরি, আবার টিপ পরা হ'য়েছে! খোঁপা বাঁধা হ'য়েছে! আমায় তিনবার ডেকে পাওনি, তাই বুঝি সেজে-গুজে আর কারু মন ভোলাচ্ছিলে? অমন টিপ অমন খোঁপা চুলোয় যাক্! (টিপ ও খোঁপা খুলিয়া দেওন) বুঝ্‌লে (my dear) মাই ডিয়ার, আমায় চড় মারার এই (return) রিটার্ণ!

সুভা। ছি ছি (my dear) মাই ডিয়ার! তুমি (sweet heart) সুইট হার্টএর (respect) রেস্‌পেক্ট জান না! ফস্‌ কোরে তার সৌন্দর্য্যের দুটো জিনিষে হাত দিয়ে দিলে?

রমণ। বটে বটে! (I beg your pardon) আই বেগ্‌ ইয়োর পার্ডন। এটা (out of etiquett) আউট্‌ অফ্‌ এটিকেট্‌ হ'য়েছে; তা টিপ্‌টা আমি ফের পরিয়ে দিচ্ছি, তমি খোঁপাটা বেঁধে নাও—

(টিপ্‌ পরাইয়া দেওন ও সুভাষিণীর কেশ বন্ধন)

কেমন এখন (all right) অল্‌ রাইট্‌!

সুভা। (Oh yes!) ও ইয়েস্‌!

রমণ। তবে এস (shake hand) সেক্ হ্যাণ্ড্ করা যাক্। তা যাক্- এখন তোমার নতুন রাঁধুনির কি খবর বল।

সুভা। কেন ? তার খবরের জন্য তুমি এতটা (anxious) অ্যাংসাস্ কেন ?

রমণ। ভয় হয় না কি ?

সুভা। একটু একটু হয় বৈ কি। তুমি উকিল হ'য়েছ, পাঁচটা ভাল-মন্দ সমাজে মিশেছ, দশ জনের এক জন—

রমণ। তা তে হ'য়েছে কি ?

সুভা। কি জান উকিলের দলের ওপর বিশ্বাস নেই।

রমণ। তা বড় মিছে বলনি ; এখন কথাটা কি বল দেখি।

সুভা। কথাটা খুব দরকারি, নইলে তোমায় এত জোর তলব করি ? নতুন রাঁধুনি আজ থেকে আমার বেয়ান হ'য়েছে ; খোকা তাকে শাশুড়ি ব'লেছে।

রমণ। তবে ত কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছ দেখ্ছি। বেয়ান ত নিতান্তই আপনার লোক।

সুভা। বেশ ত যা হয় একটা কোরে ফেল।

রমণ। (promise) প্রমিস্ কর (divorce) ডাইভোর্স ক'রবে না।

সুভা। আর ঠাট্টায় কাজ কি ? আমরা যদি (divorce) ডাইভোরস্ কত্তে পারতুম, তা হলে তোমরা কি অতটা মাথায় চড়তে পাত্তে। সে কথা যাক্, আমার বেয়ানের বাপের নাম, সোয়ামীর নাম দেশের নাম সব পেয়েছি, কেবল (post office) পোষ্ট অফিসের ঠিকানাটা ঠিক কত্তে পাচ্ছি না, তুমি সন্ধান নাও দেখি : আহা, বিয়ানের একটা হিল্লা ক'রে দিতে পাল্লে বাঁচি।

রমণ। কি কি (particulars) পার্টিকুলার্শ পেয়েছ বল দেখি ?

সুভা। তার বাপের নাম 'হরমোহন দত্ত,' বাড়ী মহেশপুর, সোয়ামীর নাম উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বাড়ী মনোহরপুর, কমিসেরিয়েটে কাজ করে।

রমণ। মনোহরপুরের উপেন মিত্র তোমার বেয়ানের স্বামী! ওঃ, তাঁকে যে আমি বেশ জানি। তিনি আমার একজন মক্কেল, তাঁদের একটা ভারি মকর্দ্দমা আমার হাতে র'য়েছে; প্রায় চিঠি-পত্র লেখা-লিখি হয়, তিনি যে কলকাতায় এসে র'য়েছেন; তাঁর স্ত্রী ত ডাকাতের হাতে পোড়েছিল, সেই অবধি নিরুদ্দেশ, তিনি কি ইনিই ?

সুভা। তবে ত তুমি সব জান দেখ্‌ছি। সে কালাদিঘীর ডাকাতির গল্প আর একদিন তোমার কাছে বোলবো, তিনিই ইনি।

রমণ। বটে, তাঁরা ত খুব বড় লোক।

সুভা। তাই ত. আমার বেয়ান কি ছোট ঘরের হবে না কি ?

রমণ। আচ্ছা, কাল ই আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ কোরে আমাদের বাড়ীতে আনাচ্ছি, তারপর তুমি বুঝো আর তোমার বেয়ানকে বুঝতে বলো।

সুভা। তবে তুমি যাও আর দেরি ক'রো না। তাঁকে চিঠি পাঠাও, কিন্তু দেখ, এ কথা যেন গোলযোগ না হয়!

রমণ। রামঃ, সে জন্য কোন চিন্তা নাই, তুমি নিশ্চন্ত থেকো।

সুভা। দেখ, এ কাজ যদি কত্তে পার, তোমায় একেবারে (double promotion) ডব্‌ল প্রমোশন দোব।

রমণ। প্রমোশন ট্রোমশনে কাজ নেই; তুমি ঐ চাবুক-টাবুকগুলো একটু সমঝে হাঁকড়'।　　　　[রমণ বাবুর প্রস্থান।

সুভা। আহা, অভাগীর ওপর এইবার বুঝি বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন! ভাদ্দর মাসের ভরানদী আর কত দিন নীথর থাকবে! একটু ঢেউ উঠলে আর তো রক্ষা নাই! আহা, পোড়ারমুখী স্বামী পাগ্‌, তার পোড়ার মুখে একটু প্রাণের হাসি আসুক, দেখে চক্ষু জুড়াই।

(হারাণীর প্রবেশ)

হারাণী। (হাসিতে হাসিতে) বউ ঠাকরুণ! আমায় জবাব দাও, আমি এমন হাসির বাড়ীতে থাক্‌তে পারব না, কোন্ দিন দম্‌বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাব।

সুভা। কেন লো, কি হ'য়েছে?

হারাণী। ঐ দেখ! ও মা, আমি থাক্‌তে পারব না, আমি হেসে হেসে ম'রে যাব, আমি চল্লুম!

[প্রস্থান।

(বামুনী ও হেমার প্রবেশ)

হেমা। মা, মা, ওমা! বুড়ো পিসি কেমন সেজেছে দেখ, হ্যাঁ বুড়ো-পিসি! তোমায় সাজ সাজালে কে?

"যম বোলেছে সোণারচাঁদ এস আমার ঘরে,
তাই ঘাটের সজ্জা সাজিয়ে দিলে সিঁদুরে গোবরে।"

হ্যাঁ বুড়োপিসি, কাল রাত্তিরে কে তোমার হাঁড়িশালে হাঁড়ি খেয়ে গেছে?

বামুনী। সর্ব্বনাশীরা, শতেক খোয়ারীরা, আবাগীরা! তাদের ভাতার মরুক্, বেটার মাথা খাক্, আমার মতন হাত-পা হ'ক্, আমার খাওয়া থাক্, আমার শোওয়া শুক্, আমায় যিনি সং সাজিয়েছে, তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়!

সুভা। হ্যাঁ গো বামুন দিদি! তোমার এমন দশা কে কল্লে?

বামনী। ঐ হতভাগী, শতেক খোয়ারী কুমিই আমার এ দশা ক'ল্লে! আমায় বল্লে কি, বামুন দিদি, এ একটা ওষুধ—মাথায় লাগালে সব চুল কাল হ'য়ে যাবে। আমি ভাব্‌লুম, দিলেই বা ক্ষতি কি! শোণের নুড়ী শোণের নুড়ী ক'রে ছেলেগুলো খেপায়,—সে দায়ে ত বাঁচ্‌বো। এই ভেবে মা আমি মাথায় লাগাতে ব'স্‌লুম, মাথায় লাগাতে মুখে লাগল, মুখে লাগাতে গালে লাগল, আমি মা একটি পেত্নী সেজে গেলুম। অমনি তোমার হারাণী হেসে কুটো-কুটি হ'য়ে ঠাট্টা আরম্ভ ক'ল্লে। বাড়ীশুদ্ধ লোক টিট্‌কিরি দিতে লাগ্‌লো, তোমার সখের শতেক খোয়ারী কুমি মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লো। (ক্রন্দন) যে আমার এমন দশা ক'রেছে, যমের বাড়ী যাক্, তার বাড়ী যোড়া মড়া মরুক্! তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

হেমা। 'যে ডাকে যমে তার পেরমাই কমে, তার মুখে পড়ুক ছাই বুড়ি ম'রে যা না ভাই।'

। তা বামুন দিদি, তুমি এখন যাও, আমি কুমোকে খুব বোক্‌বো এখন।

বামনী। সুধু বোক্‌বে! ঝাঁটা মারবে না, মুখে নুড়ো জেলে দেবে না? তোমাদের সংসারে এদ্দিন আছি, মাথার চুল পাকালুম, আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'ত্তে কেউ কখন সাহস ক'রেছে? ওমা, আমায় পেত্নী সাজালে, মাথাময় মুখময় কালি মাখিয়ে আমায় বাঁদরি বানালে? মুখপুড়ী কুমী তোমার পেয়ারের লোক, তুমি ত তাকে

কিছু ব'লবে না, তোমার কাছে নালিশ করা ভস্মে ঘি ঢালা; যাই দিকি গিন্নীর কাছে, তিনি কি বলেন।

[প্রস্থান।

সুভা। ও বামুন দিদি শোন, ও বামুন দিদি শোন! আবাগী বুঝি সত্যি সত্যিই মার কাছে গেল, যাই দেখি গে, আয় হেমা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ভেলোর আড্ডা ঘর

(ভেলো ও ফুল্লরার প্রবেশ)

ভেলো। বাছা, এই আমার ঘর। অট্টালিকা ব'লতে চাও বল, এই-খানেই ব'সে আমি রাজা-উজির মারি। তুমি একটু ব'স, তিন-দিন খাওনি, যা আমার একটু খুদ-কুঁড়ো আছে মুখে দাও, আহা বাছা! তুমি সোমত্ত মেয়ে মানুষ, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও, কোন দিন একটা বদ লোকের নজরে প'ড়বে, বিপদ ঘ'টবে।

ফুল্লরা। তুমি কে গা? তুমি আমায় যত্ন ক'চ্ছ কেন? আমায় যে কেউ আদর করে না, তুমি এত আদর ক'চ্ছ কেন? আমি সকলের চোখের বালি, তুমি আমায় ফুলের মত দেখছ কেন? তুমি কে?

ভেলো। ওগো বাছা! আমি কেলোর ভাই ভেলো।

ফুল্লরা। তুমি সেই! তুমি তার ভাই—যে আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে—তুমি তার ভাই! যার জন্যে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছি, তুমি তার ভাই! যে আমায় পাগল কোরে আপনি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে—তুমি তার ভাই? তবে তোমার ঘরে এক ফোঁটা জলও মুখে দোব না।

ভেলো। তাহ'লে বাছা, এইবারে আমায় একটু অভদ্দর হ'তে হবে। জোর জবরদস্তি কোরেও তোমায় কিছু খাইয়ে তবে ছাড়বো। তোমায় এ অবস্থায় ঘরে নিয়ে এসে অম্‌নি অম্‌নি ছা'ড়্‌লে প্রাণে চোট খাব। কি জান, ভেলোর কিছুতে দয়া-মায়া নাই, পয়সারও মায়া নেই, বড় লোকের পোঁ ধরে ব্যাড়াব—সে সাধও নেই; খাপ-সুরত ছুঁড়ির পীরিতে লাট্টু হ'য়ে ঘুরব সে আকাঙ্ক্ষা নাই। মায়ার মধ্যে মায়া একটি প্রেমিক ভাই—আর যে যথার্থ খেতে পায় না তার মুখে কিছু তুলে দেওয়া; বাস্, এই দুই মায়া নিয়ে আপাততঃ ভেলো এই খোলার ঘরে নতুন রাজ্য ক'রে ব'সেছে। তুমি তিন দিন খাওনি, তোমায় কি সুধু মুখে ছাড়তে পারি?

ফুল্লরা। আহা, তুমি কে গা? পৃথিবীর লোকের এত মায়া আছে তা তো জানতুম না। দাও কি খেতে দেবে দাও, তুমি আমার মার পেটের ভাই।

ভেলো। বাছা, কথাটা কিছু গুরুতর দাঁড় করালে। তোমাদের ত এখন বিচ্ছেদের পালা চ'লেছে; মাঝ রাস্তায় পিত্তেসের চৌধুড়ী ছুটে আস্‌ছে, এখনও পৌঁছয়নি, এরি মধ্যে আমায় মার পেটের ভাই ব'লে ফেল্লে? আমি যে তোমার ঠাকুর-পো!

ফুল্লরা। দাও, আগে আমায় একটু জল দাও, তেষ্টায় প্রাণ পুড়ে গেল।

ভেলো। শুধু জল কেন? সঙ্গে সঙ্গে দুটো মিষ্টি খাও, এই পাতা চাপা আছে। বলি, হাতে নিয়ে দেখ্‌ছ কি? ভেলো খায় দায় ভাল, এ পয়সায় জোড়া সন্দেশ নয়, খাঁটি ছানার—পয়সা পয়সা রসগোল্লা। ভেলোর পেট সর্ব্বস্ব, বাজে খরচ কিছু নেই; নাও খেয়ে নাও।

(ফুল্লরার জলপান)

ফুল্লরা। (খাইয়া) আঃ! প্রাণ জুড়াল।

ভেলো। দেখ্‌লে বাছা! খাব না খাব না ক'রে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছিলে! যেই কিছু পেটে প'ড়ল, অমনি প্রাণ থেকে আয়েসের একটা আঃ বেরুল; খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে বোকা হোয়ো না বাছা।

ফুল্লরা। এইবার আমি যাই।

ভেলো। বিলক্ষণ! এইবার বুঝি পৃথিবীর লোকের ধাত ধ'রলে? যা হ'ক্ একটু কাজ গুচিয়েই পেছন দেখাচ্ছ; তা হবে না; আমি একটা ধোঁকায় পড়িছি বাছা, তোমায় সেইটে মিটিয়ে দিতে হবে; সে দিন প্রথম তোমায় দেখে মনে ক'রে ছিলুম একটা পাগলী, তারপর অন্তরা ভাংতে বুঝলুম, তুমি বড় যে সে নও, আমারি প্রেমিক ভাইয়ের একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ! তা তুমি যদি আমার ভাইটিকে কোন রকমে বাঁচাও। ভাই আমার চাঁদ ধ'র্ত্তে চান, হবে কেন বল? তা তুমি ত দেখ্‌ছি পীরিতের কাঁচপোকা হ'য়ে ঘুরছ, আর দাদাও আমার হন্নি। যদি একটা কিছু যোটা-যোট্ হয়, তুমিও বেঁচে যাও আর আমিও আমার ভাইটিকে ফিরিয়ে পাই।

ফুল্লরা। আমি ভালবাসি, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি, সাত রাজার

ধন মাণিকের চেয়ে বেশী ভালবাসি, কিন্তু আমি আর তাকে চাই না।

ভেলো। এ পর্ব্ব যে পীরিতের মহাভারত ছাড়া বাছা, তুমি ভালবাস অথচ তাকে চাও না?

ফুল্লরা। তোমরা পৃথিবীর ভালবাসার কথা জান; তাই মনে কর, ভালবাস্‌লে তাকে চাইতে হয়; আমারও সে দিন ছিল, যখন ভালবাসার ধনকে বুকে রাখতে চাইতুম, দুজনে প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে থাকতে চাইতুম, সে দিন গেছে। পৃথিবীর ভালবাসা এখন ক্রমে উপরে উঠেছে: এখনও ভালবাসি, এখনও তার জন্য পাগল, এখনও সে আমার সর্ব্বস্ব ধন, কিন্তু আর তাকে চাই না। তার রূপ চাই, তার ধ্যান চাই, তার ভাব চাই, ভাবে না অভাব হয়।

ভেলো। তবে বাছা তুমি হেথায়-সেথায় ঘুরে মর কেন? পীরিতের শেষ রাস্তায় এসে পোড়েছো যখন, তখন একটা বন-জঙ্গলে চুপ্‌ চাপ্‌ ব'সে থাক না? যদি বল কি নিয়ে থাক্‌ব, কেন—এই তুমি ব'ল্লে—তার রূপ আছে, তার ধ্যান আছে, তার ভাব আছে।

ফুল্ল। এখনও সে দিন আসেনি, সে দিন শিগ্‌গির আস্‌বে, একটা আলো দেখিছি, আছে আছে, আমার চোখের ওপর আছে, কিন্তু দূরে—দূরে, ধর্ত্তে পাচ্ছি না—ধ'র্ত্তে যাচ্ছি—আলেয়ার মত পেছিয়ে যাচ্ছে—পাব—সে আলো পাব, সে আলো এনে প্রাণে বসাব—মনের মন্দির সে আলোয় আলো ক'রে প্রাণের দেবতার পূজো কোর্‌ব।

ভেলো। হ্যাঁ, কথাগুলো বোল্‌ছ বটে, যদি শোনবার মত কোরে

শোনা যায়, প্রাণের ভেতর চিড় খেয়ে ওঠে বটে। কি বল, একটা আলো আছে, না ?

ফুল্ল। আছে বৈ কি, আলো নেই ! আলো আছে ব'লে সৃষ্টি র'য়েছে, নইলে তুমি আমি, পৃথিবীর এত লোক কোথায় মিশিয়ে যেতুম !

ভেলো। তা যা হ'ক বাছা, তুমি ত অনেকটা এগিয়েছ, আমি কদ্দিন এমন ফাঁকা অবস্থায় থাক্‌বো বল দেখি ? কথাগুলো শুনে প্রাণটা খারাপ হ'য়ে গেল ; খেড়ে ভাইটা একটা চেংড়ার বেহদ্দ, তাকেই বা ছাড়ি কি ক'রে। তার ত এখন উন্মাদ অবস্থা, কিন্তু বাছা, তোমার সঙ্গে আমার প্রাণ টেনেছে ; সে আলোটার সন্ধান আমায় বোলে দিতে পার ?

ফুল্ল। তুমি কাকেও ভালবেসেছ ? কারুর ভালবাসায় দাগা পেয়েছ ?

ভেলো। না বাছা, ঐটাতে আমি একটু শান্‌সা আছি ; কখন কারুর পীরিতে পড়িওনি, আমার পীরিতেও কেউ কখন পড়েনি। তবে যা একটা হ'য়েছিল সে কেবল ভাসাভাসা, তা যদি পড়তুম, তা হ'লে কি আর ভাইয়ের মায়ায় আটকে প'ড়ে থাকি। শুনিছি, ও কাজে নিজের প্রাণের মায়া থাকে না। এই আমার কেলো ভাইকে দিয়ে তা দেখেছি।

ফুল্ল। তবে ত তোমার পথ বেশ পরিষ্কার আছে, তুমি একেবারে ওপরওয়ালার আশ্রয় নাও, আঁধার ঘুঁচে যাবে, যে আলো খুঁজ্‌ছ, তা পাবে।

ভেলো। বাছা, অতটা পেরে উঠ্‌বো কি না তা বোল্‌তে পারি না।

পেটের খোরাক করা ত চাই—পেট্ জ্বললে ভগবানকে ডাকা ঘুরে যাবে।

ফুল্ল। ও কথা বোলো না, ছি ছি! তা মনে কোরো না, তাঁকে ডাকলে খেতে পাবে না? যখন তাঁকে ডাকবার মত ডাক্‌তে পারবে, তখন কি আর ক্ষিদে-তেষ্টা থাক্‌বে? তবে যদ্দিন না ক্ষিদে-তেষ্টার হাত এড়াতে পার, তদ্দিন খাবার আপনি জুটবে, সে এসে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়ে যাবে; এই যে আমি—তিন দিন না খেতে পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুর্‌ছিলুম, তোমায় তিনি পাঠিয়ে দিলেন, তুমি আমায় আদর ক'রে ঘরে নিয়ে এসে মুখের খাবার খাওয়ালে; তুমি কে? যে পাঠাবার সেই পাঠিয়েছে, সে সকলকেই খাওয়ায়।

(গীত)

ফুল্ল।
সে যে পরম নিধি বিধির বিধি করুণার নাই সীমা।
দীনের দয়াল নাম নিয়েছে বুঝ্‌বে কে তার মহিমা॥
মুখে তুলে খাইয়ে দেয়, যত্নে কোলে টেনে নেয়,
যত জ্বালা জুড়িয়ে যায় এম্‌নি নামের গরিমা।
পাপী তাপী ডাক্‌লে পরে প্রেমের ধারা অম্‌নি ঝরে,—
বুক পেতে দেয় তাদের তরে মুছিয়ে মনের কালিমা।

[ফুল্লরার প্রস্থান।

ভেলো। তাই ত, ছুঁড়ি বলে কি? কথাগুলো কইলে যেন আঁতের ভিতর গিয়ে পৌঁছল! এ পথে ত সুখ এই, কখন ত জুড়িগাড়ী চ'ড়তে পা'ব না, ভাল পালঙ্কে শুতেও পাব না, ভুটো ভেলো রেখে

পা টেপাব তাও পাব না। তবে কেন ? এ ঝক্‌মারি কেন ? দিন-কতক ও-পথ নিলে হয় না ? (কেলোর প্রবেশ) এই যে কেলো দাদা এসেছে, ভালই হ'য়েছে ; ব'স দেখি, তোমায় দুটো কথা জিজ্ঞেস্ করি—বলি, দিনকতক আর এক পথে চল্লে হয় না ?

কেলো। এ কি কথা রে ভেলো ?

ভেলো। কথাটা একটু গোলমেলে বটে, আমি বোল্‌ছি যে পথে চোলেছ শেষ কোথায় গিয়ে পোড়বে ? যা চাও তা ত পাবে না, তবে ঝক্‌মারি বাড়াও কেন ?

কেলো। ঠিক বোল্‌ছিস্ ভেলো, এ অন্ধকারের শেষ নেই।

ভেলো। ঠিক্ ঠিক্, কথা মিল্‌ছে বটে, অন্ধকার—অন্ধকারে আছ না ? আছে, আছে, একটা আলো আছে ! সেই যে ছুঁড়িটে, সেই চেতলার পোলে দেখা, সে আজ এসেছিল। সে ব'ল্লে, সেও তোমার আমার মত অন্ধকার নিয়েছিল, কিন্তু একটা আলো আছে, সে দেখেছে, তবে তফাতে আছে ব'লে সে আলো এখনও ধ'র্ত্তে পারেনি।

কেলো। সে এসেছিল, সে কোথায় গেল ?

ভেলো। সে চুলোয় গেছে, সে কথা যাক্, এখন আর এক পথে চল্লে হয় না ?

কেলো। সে আলো কি ধরা যায় ?

ভেলো। কেন যাবে না, একটা ছুঁড়ি—সে ধ'র্ত্তে পাল্লে, আর আমরা পারব না। তবে পথ বদল ক'র্ত্তে হবে। যে পথে চলিছি, সে পথে যতই চ'লব ততই অন্ধকার।

কেলো। আচ্ছা ভেলো, তা যেন হোল, একটা লোক ত চাই, পথ ধরিয়ে

দেবে কে? পথ একবার ধ'র্ত্তে পাল্লে না হয় নিজেরা চোলবো, কিন্তু রাস্তার গোড়াটা ত দেখিয়ে দেওয়া চাই।

ভেলো। দাদা, সেই মাগীকেই গুরু ধরা যাক্ চল, আমি ঠিক ব'লৃছি সে ব'লে দিতে পারবে, আমি তার চোখ দেখে বুঝেছি, সে এখন পৃথিবী ছেড়ে অনেকটা উঠেছে।

কেলো তাই ত, তাই ত ভেলো, সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে—উঃ মাথার ঘি যেন চড়্‌বড়্ কোরে ফুট্‌ছে! এ যে আবার যেন নতুন জ্বালা হ'ল।

ভেলো। জুড়োব জুড়োব দাদা—দুজনেই জুড়োব—চল—আর দেরি কোরো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

কর্ত্তা ও গিন্নী

গিন্নী। বলি তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

কর্ত্তা। কিসের ব্যাপার?

গিন্নী। কিসের ব্যাপার? ন্যাকামো হ'চ্ছে? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, একটু সরম হয় না?

কর্ত্তা। জমাদারনীর মতন ত শাসন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দু একটা রুলের গুঁতো দাও?

গিন্নী। রুলের গুঁতো আর দিতে হবে না, আগে ঝাঁটার গুঁতো সামলাও দেখি? হারাণী, ঝাঁটা গাছটা নিয়ে আয় ত?

কর্ত্তা। কর কি, কর কি গিন্নী! বুড়ো বয়সে একটা ঘোরতর কেলেঙ্কারী কোরে তুল্‌লে যে? বাড়ীতে একটা নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক র'য়েছেন! তোমার এ মোলায়েম কণ্ঠস্বর বার-বাড়ীতে কি আর পৌঁছচ্ছে?

গিন্নী। কেলেঙ্কারী ক'রবো বোলেই ত চেঁচাচ্ছি, বুড়ো বয়েসে লম্পট হ'য়েছ?

কর্ত্তা। দোহাই গিন্নী! দোহাই গিন্নী! ও বদনামটি আর দিও না; বলি, তোমার এখন কথাটা কি বল দেখি?

গিন্নী। কথাটা কি? তুমি নেকা, জান না? রমণের কে একজন বন্ধু উপেন বাবু নাকি তার নাম, তাকে নিমন্ত্রন্ন ক'রে এনেছে—সব খেতে ব'সেছে, আমি দিলুম বাম্‌নীকে পরিবেশন ক'ত্তে পাঠিয়ে, ওমা! কর্ত্তা বোলে পাঠালেন, কুমোকে পাঠিয়ে দাও! কেন? ঠসক্‌দার ছুঁড়ি না হ'লে বুঝি পরিবেশন হয় না?

কর্ত্তা। বলি কথাটা কি, শোন না, খামকা কেন একটা হৈ-চৈ কর। তোমার সাধের সোণার-মা পরিবেশন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে রমণের হাতে গরম ডাল ঢেলে দিলেন, রমণ চোটে আগুন, বাম্‌নীকে ধ'ম্‌কে ব'ল্লে পরিবেশন ক'র্ত্তে জান না ত আস কেন? আর কাউকে থালা দিতে পার নি? সে অবস্থায় আমি করি কি? বাইরের লোকের সাম্‌নে একটা অপ্রস্তুত হব, কাজেই ব'ল্‌লুম, তোমার কর্ম্ম নয়; কুমোকে পাঠিয়ে দাও গে, এই ত অপরাধ।

গিন্নী। চল ত চল ত রমণের কাছে, কেমন তুমি তার কথায় কুমিকে পরিবেশন কর্ত্তে ডেকে পাঠিয়েছিলে দেখি? আমি অম্‌নি ছাড়বো? ভজাভজি ক'রে রীতিমত একটা কেলেঙ্কারি কোরে তবে ছাড়বো।

কর্ত্তা। বলি গিন্নি, পাকাচুলে কলপ দিয়ে তুমি যে আব্দার নিচ্ছ, তেজ-পক্ষের মাগেরও এত জুলুম চলে না।

গিন্নী। জুলুম চলে কি না চলে দেখ না? চল, শিগ্‌গির চল, রমণের কাছে চল?

কর্ত্তা। আরে, তুমি যে বেজায় আব্দার আরম্ভ ক'ল্লে দেখ্‌ছি?

গিন্নী। আবার ন্যাকামো? এই পাকড়ালুম হাত, চল মিন্সে চল!

কর্ত্তা। আর হাত দুটো খালি থাকে কেন? হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইন্দিরার প্রবেশ)

ইন্দি। চিনেছি, চিনেছি, আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি এসেছ। আমার প্রাণের নিধি, প্রাণ আলো ক'রবার জন্য এসেছ; এসেছ, বেশ ক'রেছ, বড ভাল কাজ ক'রেছ, আমি অতল জলে ডুবে যাচ্ছিলুম, এইবার তোমায় ধ'রে উঠব; আহা, আমার কত সাধ ছিল, সাধে বাদ পোড়ে মনের সাধ মনে মিলিয়ে ছিল! প্রভু, আর পারিনি, বুকের বোঝা বড় ভারি হ'য়েছে, দাও নাবিয়ে দাও, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি! এ ভরা নদী কোন

রকমে এত দিন নীথর কোরে রেখেছি—আর পারিনি, ঢেউ উঠেছে, কানায় কানায় জল টলেছে, কুটোর মত ইন্দিরা এইবার ভেসে যাবে! তুমি আমার হবে, তুমি আমায় পায়ে রাখবে; আমার জাত নেই ব'লে কি তুমি মুখ ফেরাবে? আমি অবিশ্বাসিনী নই, কলঙ্কিনী নই। কোন অপরাধে অপরাধিনী নই, অভাগিনীর কণ্ঠহার! তবে তোমায় কেন গলায় প'ত্তে পাব না? তোমায় পাব, তোমায় দেখ্‌বো, তোমার হব, হেসে হেসে তোমার বুকে মাথা রাখ্‌বো—এই আশায় এত দিন প্রাণ ধ'রে আছি; আমার সর্ব্বস্ব ধন! দেখো সে সাধে না বঞ্চিত হই, যদি তুমি পায়ে ঠেল, তোমার পায়ে পোড়ে ম'র্‌বো। আর আমার আশ্রয় কোথা? যদি বিধাতা হারাধন মিলিয়েছেন, ছাড়া হবে না। বালিকার মত লজ্জা কোরে সব না নষ্ট করি।

(হারাণীর প্রবেশ)

হারাণী। (হাসিতে হাসিতে) পরিবেশনের সময় বামুন ঠাক্‌রুণের নাকালটা দেখেছিলে?

ইন্দি। তা জানি, কিন্তু আমি তার জন্য তোকে ডাকিনি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর; ঐ বাবুটি কখন যাবেন, আমাকে শিগ্‌গির খবর এনে দে।

হারাণী। ছি দিদিঠাক্‌রুণ! তোমার এ রোগ আছে তা জান্‌তুম না!

ইন্দি। মানুষের সকল দিন সমান যায় না, এখন তুই গুরুমশাইগিরি রাখ—আমার উপকার করবি কি না বল্‌?

হারাণী। কিছুতেই এ কাজ আমা হ'তে হবে না।

ইন্দি। (হারাণীর হাতে টাকা দিয়া) এই নে ধর, আমার মাথা খাস্, এ কাজ ক'র্ত্তেই হবে।

হারাণী। তোমার টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলুম, কিন্তু শব্দ হ'লে একটা কেলেঙ্কারি হবে, তাই আস্তে আস্তে এখানে রাখলুম, কুড়িয়ে নাও, আর এ সকল কথা মুখে এন না।

ইন্দি। (ক্রন্দন)

হারাণী। কাঁদ কেন? চেনা মানুষ না কি?

ইন্দি। চেনা মানুষ বটে—বড় চেনা, সকল কথা শুন্‌লে তুই বিশ্বাস ক'র্‌বিনি, তাই তোকে সকল কথা ভেঙ্গে বল্লুম না, কিছু দোষ নাই।

হারাণী। তোমাকে কি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে হবে?

ইন্দি। হ্যাঁ।

হারাণী। কখন?

ইন্দি। রাত্রে, সবাই ঘুমুলে।

হারাণী। একা?

ইন্দি। একা।

হারাণী। আমার বাপের সাধ্য নাই।

ইন্দি। আর বউঠাকরুণ যদি হুকুম দেন?

হারাণী। তুমি কি পাগল হ'য়েছ, তিনি কুলের কুলবধু—সতী লক্ষ্মী, তিনি কি এসব কাজে হাত দেন?

ইন্দি। যদি বারণ না করেন তো যাবি?

হারাণী। যাব, তাঁর হুকুমে না পারি কি ?

ইন্দি। যদি বারণ না করেন ?

হারাণী। যাব, কিন্তু তোমার টাকা নোব না। তোমার টাকা তুমি নাও।

ইন্দি। আচ্ছা, তুই এখন যা, তোকে যেন সময়ে পাই।

হারাণী। কিছু বুঝ্‌লুম্ না দিদিঠাক্‌রুণ, তুমি এককড়া দুধে এক ফোঁটা গোচোনা ঢাল্‌লে ?

[প্রস্থান।

ইন্দি। হারাণী, তুই কি বুঝ্‌বি ? তুই কি জান্‌বি ? আমার ইহ-কালের পরকালের দেবতা, আজন্মের আকাজ্ক্ষা, দরিদ্রের কণ্ঠহার, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা কত্তে চাই, তিনি আমার পর নন্।

(সুভাষিণীর প্রবেশ)

সুভা। কেমন ভাই চিনেছ ত ?

ইন্দি। সে কি ! তুমি কেমন কোরে জান্‌লে ?

সুভা। আহা, তোমার সোণার চাঁদ বুঝি আপনি এসে ধরা দিয়েছেন ? আমরা যাই আকাশে ফাঁদ পাত্‌তে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধ'রে এনে দিয়েছি।

ইন্দি। তোমরা কে ? তুমি আর র-বাবু ?

সুভা। না ত আবার কে ? তুমি তোমার স্বামীর, শ্বশুরের ও তাঁদের গাঁয়ের নাম বলে দিয়েছিলে মনে আছে ? তা শুনেই র-বাবু চিনতে পাল্‌লে। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল,

তোমার উ-বাবু ক'লকেতায় বেড়াতে এসেছিল, তার পর আমার র-বাবু ছল কোরে নেমন্তন্ন কোরে তাঁকে এইখানে নিয়ে এসেছেন।

ইন্দি। ভাই, আমার ভারি কান্না পাচ্ছে। এত কান্না আমার কখন পায়নি, ভাই, এ কান্নার স্রোত কে বাঁধ দিয়ে রক্ষা ক'র্‌বে?

সুভা। আয়, আয়, পোড়ারমুখী—আমার বুকে আয়, প্রাণ ভোরে কাঁদ, আমিও কাঁদি, তোর কান্নার স্রোত আমার বুকের বাঁধ দিয়ে র'ক্ষা ক'রবো। আমার বুকের বাঁধ বালির বাঁধ নয়।

ইন্দি। ভাই, আজ তোমাকে দুটো প্রাণের কথা বলি। তুমি আমাকে যে স্নেহ কর, আমার যে উপকার ক'রেছ, তাতে তোমাকে বোল্‌তে কোন কষ্ট নেই। ভাই, আমি কি ছিলুম কি হ'য়েছি! আমি এত দিন কি ক'রে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য্য! আমার বাপ বড় মানুষ, তা তোমায় ব'লেছি; তোমার শ্বশুরও বড় মানুষ, কিন্তু তাঁর তুলনায় কিছুই নয়, আমার বাপ আজো আছেন, তাঁর সেই অতুল ঐশ্বর্য্য এখনও আছে, আজও তাঁর হাতীশালে হাতী বাঁধা, আমি যে রেঁধে খাচ্ছি—কালাদিঘীর ডাকাতি তার কারণ; তা যাক্, আমার পরিচয় কিছু দেওয়া হয়েছে কি?

সুভা। আ সর্ব্বনাশ! তা কি দেওয়া যায়? তোমায় ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গেছ্‌ল, তার পর কোথায় গিয়েছিলে—কি বৃত্তান্ত, তা কে জানে? তোমার পরিচয় পেলে কি আর ঘরে নেবে? বোলবে একটা গতিয়ে দিচ্ছে, র-বাবু বলেন, এখন তুমি নিজে যা ক'ত্তে পার।

ইন্দি। আমি একবার কপাল ঠুকে দেখ্‌বো, না হয় ডুবে মর্‌বো, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না হলে কি কোর্‌বো?

সুভা। কখন বা দেখা কোর্ব্বে, কোথায় বা দেখা কোর্ব্বে?

ইন্দি। তোমরা যদি এত করেছ, এ বিষয়েও একটু সাহায্য কর; তাঁর বাসায় গেলে দেখা হবে না,—কেই বা আমাকে নিয়ে যাবে? কেই বা আমাকে দেখা করাবে? এইখানেই দেখা কত্তে হবে।

সুভা। কখন?

ইন্দি। রাত্রে, সবাই ঘুমুলে।

সুভা। অভিসারিকে?

ইন্দি। তা বই আর গতি কি? দোষই বা কি? স্বামী যে!

সুভা। না, দোষ নেই, কিন্তু তা হ'লে তাঁকে রাত্রে আট্‌কাতে হয়, কাছেই তাঁর বাসা—তা ঘট্‌বে কি? দেখি একবার র-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ কোরে। কিন্তু রাত্তিরে থাক্‌তে আমরা কি বলে অনুরোধ কোর্ব্বো?

ইন্দি। সে অনুরোধ তোমাদের ক'ত্তে হবে না, আমিই কোর্ব্বো, আমার অনুরোধ যাতে শোনেন আমি তা কোরেছি, দু'একটা চাউনি ছুঁড়ে মেরেছিলুম, তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন; লোক ভাল নন্। এখন আমার অনুরোধ তাঁর কাছে পাঠাই কি ক'রে? এক ছত্তর লিখে দোব, সেই কাগজটুকু কেউ তাঁর কাছে দিয়ে এলেই হয়।

সুভা। কোন চাকরের হাতে পাঠাও না।

ইন্দি। যদি জন্ম-জন্মান্তরেও স্বামী না পাই, তবুও পুরুষ মানুষকে এ কথা বোল্‌তে পারব না।

সুভা। তা বটে! কোন ঝি ?

ইন্দি। ঝি বিশ্বাসী কে? একটা গোলযোগ বাধাবে, তখন সং খোয়াব।

সুভা। হারাণী বিশ্বাসী।

ইন্দি। হারাণীকে ব'লেছিলুম। বিশ্বাসী ব'লে সে নারাজ। তবে তোমার একটু ইঙ্গিত পেলে সে যেতে পারে। কিন্তু তোমায় এমন ইঙ্গিত কোর্ত্তে কেমন ক'রে বোল্‌তে পারি, মরি ত আমি একাই মোরবো। (ক্রন্দন)

সুভা। হারাণী আমার কথা কি ব'লেছে ?

ইন্দি। তুমি যদি বারণ না কর, সে যেতে পারে।

সুভা। আচ্ছা, সন্ধ্যার পর যা হয় করা যাবে, এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্নভাষিণীর শয়নকক্ষ

স্নভাষিণী ও ইন্দিরা

স্নভা। এই দেখ্ দেখি পোড়ারমুখী, সাজিয়ে গুজিয়ে কেমন মানিয়েছে! স্বামী ভোলাতে যাচ্ছিস্, স্বামীর সোহাগ কিন্‌তে যাচ্ছিস্, স্বামী শীকার ক'রবি ব'লে ছুট্‌ছিস্, একটু না সাজ্‌লে গুজ্‌লে হবে কেন? শীকার ক'ত্তে যা যা অস্ত্র চাই, সব নিয়ে তৈয়ার হ'য়ে যাওয়া চাই ত।

ইন্দি। তা ভাই, তুমি ত কিছুরি ত্রুটি করনি; ফুলের বালা, ফুলের তাবিচ্, ফুলের বাজু, ফুলের দোনর মালা,—কিন্তু শীকারের প্রধান অস্ত্র কৈ?

স্নভা। সে আবার কি লো?

ইন্দি। ফুলের ধনু, ফুলের তীর।

স্নভা। সে তোকে নিযে যেতে হবে না, যে নিয়ে যাবার সে ঠিক নিয়ে যাবে, তুইও কোন্ ছাড়ান পাবি? তোরও বুকে বিঁধ্‌বে। আমার ভয়, সেই সময় তুই না আপনাকে হারিয়ে ফেলিস্! সে বড় শক্ত লোকের তীর রে, ঠাকুর দেবতা পাগল হ'য়ে যায়,

তুই আমি ত কোন ছার! আচ্ছা পোড়ারমুখী, তুই কি ক'রে পুরুষ মানুষকে অমন কোরে চিঠি লিখ্লি? তুই সব পারিস্!

ইন্দি। কি করি বল ভাই, প্রাণের দায়।

সুভা। তুই কি কম দুষ্টু, চিঠিখানা যখন পাঠালি, কি লিখ্লি আমাকে একবার দেখালিনি।

ইন্দি। ও ভাই, সে চিঠি তোমার না দেখাই ছিল ভাল।

সুভা। তা হবে না, কি লিখেছ আমায় ব'লতে হবে।

ইন্দি। এ পোড়ারমুখীর কেলেঙ্কারি না শুনে ছাড়বিনি? তাঁকে যে চিঠি পাঠিয়ে ছিলুম সে চিঠি এই; তিনি এরি পিঠে উত্তর পাঠিয়েছেন, তাঁর হাতের লেখা আছে ব'লে কাছ ছাড়া ক'রিনি।

(সুভাষিণীর হস্তে পত্র দেওয়া)

সুভা। আ মরি! ভাতারের এক ছত্র হাতের লেখা পেয়েছেন ব'লে খোঁপায় ভ'রে রেখেছেন; না, পিরিত প্রণয় তুই খুব চুটিয়ে করবি; একবার মিলন হ'লে হয়! কি লেখা হয়েছিল দেখি? (পত্রপাঠ) "আমি আপনাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, গ্রহণ করিবেন কি? যদি করেন, তবে আজ রাত্রিতে এই বাটীতে শয়ন করিবেন। ঘরের দ্বার যেন খোলা থাকে।"

সেই পাচিকা।

তাই ত রে, তুই যে ভাবের ফোয়ারা খুলে দিয়েছিলি! গুণধর পুরুষটি কি উত্তর দিয়েছেন দেখি; "আচ্ছা"! তবে আর কি, দেখি, দেখি? তোর কপলটা চিক্ চিক্ ক'চ্ছে; অনেক দিনের চাপা পাথরখান: স'রে গেছে।

ইন্দি। সে তো ভাই তোমারি যত্নে, তোমারই অনুগ্রহে, তোমারই ভালবাসায় ; অকুলে কুল পেলুম, সে কেবল তুমি মুখ তুলে চেয়েছিলে বলে ; ঘোর অন্ধকারে আলো দেখলুম, সে কেবল তুমি সঙ্গে ছিলে ব'লে ; নিরাশার অনন্ত দুঃখ থেকে উঠলুম, সে কেবল তুমি হাত ধরে তুললে ব'লে।

সুভা। দেখ ভাই, আমার একটি অনুরোধ আছে, তোমায় সোণার গয়নার সুট পরাতে চাইলুম, তুমি প'র্‌লে না ; অনেক ক'রে ব'ল্‌লুম তবু আমার কথা রাখ্‌লে না, তাই এ ফুলের গয়নার সুট এনে তোমায় সাজালুম ; কিন্তু ভাই, এই ইয়ারিং জোড়া—এ আমি নিজের টাকায় র-বাবুকে দিয়ে কিনে আনিয়েছি, তোমায় দেবার জন্য। তুমি যখন যেখানে থাক, এ প'র্‌লে তুমি আমাকে মনে ক'র্ব্বে। কি জানি ভাই, আজ বই তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয়, ভগবান তাই করুন ! তাই তোমাকে আজ এ ইয়ারিং পরাব, এতে আর না বোল না।

ইন্দি। তোমার যা ইচ্ছা কর, আমি আর একটি কথাও কইব না। (সুভাষিণীর ইন্দিরাকে ইয়ারিং পরাইয়া দেওন) ভাই, মনটা কেমন জিনিষ দেখ। আজ আমার সুখের দিন, যাঁর জন্য নারী জন্ম জন্মান, যাঁর জন্য মাথায় সিঁদুর, যাঁর জন্য এ ভরা যৌবন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁকে পাব, তিনি আমার হবেন ! তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রাণের কান্না কাঁদবো ; কিন্তু আজ পোড়া মনে কত তরঙ্গ উঠছে, কত আশা নিরাশার ছবি ফুট্‌ছে, কত শত স্মৃতি জাগছে। মনে পড়ছে না, এমন কথা নেই ; মনে পড়ছে না, এমন লোক নেই ; এক এক ক'রে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের, প্রতিদিনের প্রতি কথাটি প্রাণে

ফুটে উঠ্‌ছে। আমি আত্মহারা হ'য়ে প'ড়েছি। তা যাক্, তোমাকে ভাই বোলতে কি, স্বামীর দেখা পেয়ে আমি আহ্লাদিত হ'য়েছি, কিন্তু মনে মনে তাঁকে একটু নিন্দে ক'র্‌ছি : আমি চিনিছি যে, তিনিই আমার স্বামী। এই জন্যে যা কচ্ছি তাতে আমার বিবেচনায় দোষ নেই। তিনি যে আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন, এমন কোন মতে সম্ভবে না। তিনি যে আমাকে পর-স্ত্রী জেনেও আমার প্রণয় আশায় মুগ্ধ হোলেন, শুনে মনে মনে বড় নিন্দে কচ্ছি, কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী, তাঁকে মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য ব'লে সে কথার আর আলোচনা কোর্‌বো না।

সুভা। তোর মত বাঁদর গাছে নেই, ওঁর যে স্ত্রী নেই।

ইন্দি। আমার কি স্বামী আছে না কি ?

সুভা। আ মলো, মেয়ে মানুষে পুরুষ মানুষে সমান ? তুই কমিসেরিয়টের কাজ ক'রে টাকা নিয়ে আয় না দেখি ?

ইন্দি। ওঁরা পেটে ছেলে ধ'রে প্রসব ক'রে মানুষ করুক, আমি কমিসেরিয়টে যাব। যে যা পারে সে তা করে। পুরুষ মানুষের ইন্দ্রিয় দমন কি এত শক্ত ?

সুভা। আচ্ছা, আগে তোর ঘর হ'ক, তার পর তুই ঘরে আগুন দিস্। ওস্‌ব কথা রাখ্, কেমন কোরে স্বামীর মন ভোলাবি, তার একজামিন দে দিকি ? তা নইলে তো তোর গতি নেই।

ইন্দি। সে বিদ্যে তো কখন শিখিনি।

সুভা। তবে আমার কাছে শেখ্ আমি এতে পণ্ডিত, তা জানিস্।

ইন্দি। তা ত' দেখ্‌তে পাই।

সুভা। তবে শেখ্ ;—তুই যেন পুরুষ মানুষ, আমি কেমন ক'রে তোর মন ভোলাই দেখ্।

(আলবোলা আনিয়া তামাক খাইতে দেওন—ঘোম্‌টা টানিয়া ইন্দিরার হস্তে পান দিয়া কটাক্ষ করণ—পরে ফুলের পাখা দিয়া বাতাস করণ)

ইন্দি। ভাই! এ ত দাসীপনা, দাসীপনায় আমার কত দূর বিদ্যে, তারই পরিচয় দেবার জন্যে কি তাঁকে আজ ধ'রে রাখ্‌লুম।

সুভা। আমরা দাসী না ত কি?

ইন্দি। যখন তাঁর ভালবাসা জন্মাবে, তখন দাসীপনা চ'ল্‌বে, তখন পাখা ক'র্‌বো, পা টিপ্‌বো, পান সেজে দেবো, তামাক ধরিয়ে দেব; এখনকার এসব নয়।

সুভা। আচ্ছা, আর এক রমক দেখ, পছন্দ হয় কি?

(ইন্দিরার হাতখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পাশে উপবেশন)

দেখ গা, তুমি আমায় ফেলে চ'লে যাচ্ছ, আমি কি ক'রে থাক্‌বো, আমার কে আছে বল? তুমি হাস্‌লে হাসি, তুমি কাঁদ্‌লে কাঁদি, তুমি খেলে তবে প্রসাদ খাই, তুমি ঘুমুলে তবে ঘুমুই, তোমার মাথা ধর্‌লে আমার বুকে শেল বেঁধে। তুমি চ'লে যাবে? আমি বাঁচব না, আমার চোখে জল দেখে কি তোমার দয়া হ'চ্চে না?

ইন্দি। যা শেখালে তা স্ত্রীলোকের অস্ত্র বটে, এখন উ-বাবুর উপর খাট্‌বে কি?

সুভা। তবে আমার ব্রহ্ম অস্ত্র শিখে নে। আর কিছু না পারিস্, এটা পারবি ত? (মুখচুম্বন)

ইন্দি। এ যে ভাই, সংকল্প না হ'তে দক্ষিণা দেওয়া শেখাচ্ছিস্।

সুভা। তোর তবে বিয়ে হবে না। তুই কি জানিস্ একজামিন দে দেখি? এই আমি যেন উ-বাবু, বস্, আর কিছু ব'লব না, দে একজামিন দে?

ইন্দি। আমি এম্‌নি কোরে মুখের পানে চাইবো, তার পর যখন চিন্‌তে পার্‌বো যে সেই আমার সর্ব্বস্বধন, তখন তোমার শেখান ব্রহ্ম অস্ত্র প্রয়োগ কোর্‌বো। (মুখচুম্বন)

সুভা। দুর হ পাপিষ্ঠা, তুই আসল কেউটে!

ইন্দি। কেন ভাই?

সুভা। ও হাসি-চাউনিতে কি আর পুরুষ মানুষ টেঁকে? ম'রে ভূত হয়!

ইন্দি। তবে একজামিন পাশ?

সুভা। খুব পাশ, কমিসেরিয়টে এক শত উনশত্তর পুরুষেও এম্‌নি হাসি চাউনি কখন দেখেনি। মিন্সের মুণ্ডটা যদি ঘুরে যায় তো একটু বাদামের তেল দিস্।

ইন্দি। তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক্। তার মুণ্ডটা ঘুরুক্।

(হারাণীর প্রবেশ)

হারা। ও দিদিঠাক্‌রুণ—"সেজে-গুজে রইলুম বোসে,
নিয়ে গেল না কপাল দোষে"
ও গো তোমার বেয়ানের সাজ-গোজই সার হ'লো।

সুভা। কি লো কি হ'য়েছে ?

হারা। আর মা, তোমার বেয়ানের চিঠি পাঠানই কাল হ'লো। আর তোমার হারাণীর দূতীগিরি করাও ফল হলো না। সেই বাবুটি মূর্চ্ছা গিয়েছে।

ইন্দি। তার পর ?

হারা। এখন সাম্‌লেছে।

ইন্দি। তার পর ?

হারা। এখন বড় অবসন্ন, বাসায় যেতে পাল্‌লেন না, এইখেনের বড় বৈঠকখানার পাশের ঘরে শুলেন। এখন মা, তিনি আপনাকে সামলাবেন, না, রাত্তিরে তোমার জন্যে দরজা খুলে রাখবেন ? যাও মা, গয়না-পত্তর খুলে ঘরে খিল দিয়ে একটু কাঁদগে।

সুভা। (ইন্দিরার প্রতি) ও ভাই ! বুঝেছ ত ?

ইন্দি। খুব বুঝিছি।

সুভা। হ্যাঁ, পুরুষ বটে, তুই যেমন চতুরা, তোর যোগ্য স্বামী। তিনি বড় সোজা লোক নন্! তুই যখন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ক'র্‌বি, সে ফিরিয়ে না দিয়ে ছাড়্‌বে না।

ইন্দি। তাতে তুই কেন রিস্ কচ্ছিস্ ভাই ? তোর ত ঘরে কিছু অকুলন নেই।

সুভা। আ মরণ, তোমার !

ইন্দি। হারাণী ! সকলে শুয়েছে, তিনিও শুয়েছেন, এইবার চ,— ঘর দেখিয়ে দিবি।

হারা। সে কি গো, তাঁর যে অসুখ !

ইন্দি। অসুখ না তোর মুণ্ড। তুই চ।

হারা। আচ্ছা দিদিঠাকরুণ, কথাটা আর একবার জিজ্ঞেস ক'রে নি কোন দোষ নেই ত?

ইন্দি। কিছু না, উনি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলেন।

হারা। আর জন্মে কি এজন্মে তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

ইন্দি। চুপ্‌!

হারা। যদি এজন্মে হন, তবে আমি পাঁচশো টাকা ব'ক্‌শিশ্‌ নোবো—আজ বৌ-দিদির কাছ থেকে তোমার জন্যে ঝাঁটা খেয়েছি। নইলে সে ঝাঁটার ঘা ভাল হবে না।

ইন্দি। তা যদি হয়, তা হ'লে পাবি লো পাবি। (সুভাষিণীর প্রতি) তবে ভাই, এখন বিদেয়।

সুভা। বিদায়! তবে মায়া কাটালি?

ইন্দি। এজন্মে নয়, এখন এস দিকি যে শেখানটা মিষ্টি লেগেছে সেইটে আর একবার শিখিয়ে দাও। (উভয়ের মুখচুম্বন)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বহির্ব্বাটীর কক্ষ)

উপেন্দ্রনাথ

উপে। মানুষ,—মানুষ শুনেছি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তবে তার কেন এ নিকৃষ্ট মতি গতি? মানুষ বুদ্ধিমান, তবে পশুর অধম কে? মন,

মন শুনেছি উঁচু জিনিস, ভাব্‌বার জন্যে হ'য়েছে, কিন্তু ক'জনের মন উঁচু পথে যায়? নীচ প্রলোভন, দুর্নীত আচার, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এই তো মনের কাজ, পশুর অধম কেন? জ্ঞান পাপী বলে, বোঝে নাকি, এ পথ নিলে পরিণাম এই,—আর এক পথে গেলে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী দেখা দেবে, বোঝে বই কি! বোঝে বুঝে, তবু নিকৃষ্ট পথ বেছে নেয়। মনে করে, এ ক্ষণিক সুখে কত পরিতৃপ্ত হব। তখনি এক একবার কে এসে চোখের ইসারায় সাবধান কোরে দিয়ে যায়। কিন্তু পাপের ঢেউ উঠেছে, ইসারা কোথায় ভেসে চ'লে যায়। এখন করি কি? মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছি, কিন্তু তবু পাচ্ছি কই? পাপের ভরা আরও ভারি হ'য়ে চেপে বস্‌ছে; পরিণাম কি? মরি কি বাঁচি? পৃথিবীতে সব এড়ান যায়, প্রলোভন! তোমার মায়া কেউ এড়াতে পারে না। রমণবাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমি হেথায় এসেছি। বাড়ীর রাঁধুনী আপনার ঘরের ছেলেদের সামিল, আমি তাকে দেখে উন্মাদ হলুম, কে জানে প্রাণে কত উঠ্‌ছে। যুগযুগান্তরের কত স্মৃতি চোখের উপর আসছে। পাপ! পাপে শুনেছি অনুতাপ আসে, কিন্তু এ পাপের যত প্রশ্রয় দিচ্ছি প্রাণ উৎসাহে ভ'রে যাচ্ছে। আছে—আছে, সেই শৈশব ছবি, যার জন্য আট বৎসর দেশান্তরিত, যে ছবি আমার সুখে দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, প্রতি পদে আমার সহচরী হ'য়েছিল, সেই স্মৃতি জড়িত আছে। হায় রে, নকলেও এত সুখ! যাক্, যা হবার হ'ক্, এ স্রোতের সংসার, প্রাণ ছেড়ে দি, যে দিকে ইচ্ছে ভাসিয়ে নিয়ে যাক্।

(ইন্দিরার প্রবেশ)

এসেছে, আমার ধ্যানের প্রতিমা, আমার জীবন্ত ছবি, আমার স্মৃতির সহচরী এসেছে! পাপ! পাপ কখনও করিনি, সে পথে কখনও পদার্পণ করিনি, যদি একাজে পাপ থাকে, যদি একাজের ফল কু হয়, তবে ভগবান, আজকের মতন ক্ষমা কর! যদি দরকার হয়, যদি প্রয়োজন বোঝ, স্রোতের মুখে একটু কুটো দিও।

ইন্দি। (স্বগত) যদি ঝড় উঠে, পৃথিবী উড়ে যায়, চন্দ্র সূর্য্য ন'ড়ে যায়, তবু মন তুমি আজকের মতন টোল না। কাঁপছে—মনের পাতা কাঁপ্‌ছে—ভোর বেলার হাওয়া লেগে কামিনী গাছের পাতার মতন মন কাঁপছে। মন কেঁপ না, টলো না, একটু বল ধর, হা জগদীশ্বর! এ আবার কি হ'ল? মন থাম্‌লো তো চোক থামে না যে? একি কান্না, তোমার আসবার সময়? মানি বটে, তুমি মেয়ে মানুষের চিরসঙ্গিনী কিন্তু আর কি সময় পেলে না? ছি ছি থামে না যে, এ আমার কি হ'লো?

উপেন। কাঁদছো কেন? আমি ত তোমাকে ডাকিনি। তুমি আপনি এসেছ তবে কাঁদ কেন?

ইন্দি। কই না; কাঁদিনি ত।

উপেন। কাঁদনি? তবে চোখে জল কেন?

ইন্দি। বড্ড হাস্‌লেও চক্ষে জল আসে, বুঝি তাই এসে থাকবে।

উপেন। হাসি কেন?

ইন্দি। আমরা কালাদীঘির লোক, হাসি আমাদের রোগ।

উপেন। তুমি যে কালাদীঘির লোক তা তোমার রান্না খেয়েই টের পেয়েছি। আমি তখনি আশ্চর্য্য হয়ে রমণবাবুকে বলেছিলুম যে,

আপনার দু’ একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মতন পাক হয়েছে। সে যাহা হউক, কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মেছে তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। এমন রূপ ত মানুষের দেখি না!

ইন্দি। আমি সুন্দরী না বাঁদরী, আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গৌরব, তাঁর কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?

উপেন। তুমি কদ্দিন দেশ হতে এসেছ?

ইন্দি। আমি সে সকল ব্যাপারের পরই দেশ হ’তে এসেছি, তবে বোধ হয় আপনি আবার বিবাহ ক’রেছেন।

উপেন। না। আহা, কি রূপ!

ইন্দি। আপনারা যেমন বড় লোক, তেমনি বিবেচনার কাজ হয়েছে, নইলে এর পর যদি আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দু-সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধবে।

উপেন। সে ভয় নেই, সে স্ত্রীকে পেলেও আমি আর গ্রহণ করবো এমন বোধ হয় না। তার আর জাত নেই, বিবেচনা কত্তে হবে।

ইন্দি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! আমার এত আশা ভরসা সব নষ্ট হবে। আমার পরিচয় পেলে আমায় স্ত্রী ব’লে চিনলেও আর গ্রহণ করবেন না। আমার এবারকার নারীজন্ম বৃথা হবে। ভাঙ্গা নৌকাখানার মতন দেহটা কি চিরদিন এক পাশে ফেলে রাখবো? হতাদরে পড়ে থাকবে? কোন কাজে আসবে না? মন, এখন পরীক্ষার সময়! কাতর হ’তে চাও পরে হও, কাঁদতে চাও পরে কেঁদো। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, যদি তার দেখা পান তবে কি করবেন?

উপেন। তাকে ত্যাগ ক’রবো।

ইন্দি। (স্বগত) উহুঃ! কি নির্দ্দয়! পুরুষ কি কঠিন! যদি তুমি স্ত্রী বলে গ্রহণ না কর তবে আমি প্রাণ ত্যাগ করবো।

উপেন। কি ভাবছো?

ইন্দি। ভাবছি, পুরুষ জাত ভারি নিষ্ঠুর।

উপেন। কিসে।

ইন্দি। তা ব'লবো না।

উপেন। না বললেও আমি ছাড়বো না। (অগ্রসর হওন)

ইন্দি। ও কি, কাছে আস্‌ছেন যে? ওঃ বুঝেছি, তা আপনি একটি বিশেষ ভুল করেছেন, আমি—কুলটা নই,—আপনার নিকট দেশের সংবাদ শুনবো ব'লেই এসেছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নয়।

উপেন। দেখ, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আস্‌বে না, কাছে আসবে না? (অগ্রসর হওন)

ইন্দি। তুমি কথা শুনলে না, তবে আমি চল্লুম। তোমার সঙ্গে এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

উপেন। যেও না, তোমার হাতে ধরি, যেও না, আ মরি মরি, কি সুন্দর! (হস্ত ধারণ)

ইন্দি। দেখ্‌ছো কি?

উপেন। একি ফুল? ফুলের গয়না ত মানায়নি, ফুলের চেয়ে হাত সুন্দর, মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর, এই প্রথম দেখ্‌লুম্।

ইন্দি। হাত ছেড়ে দাও—তুমি ভাল মানুষ নও, তুমি আমাকে ছুঁও না, আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে ক'রো না। (প্রস্থানোদ্যত)

উপেন। আমার কথা রাখ, আমি তোমার রূপ দেখে পাগল হ'য়েছি। এমন রূপ আমি কখনও দেখিনি, আর একটু দেখি, এমন আর কখনও দেখ্‌বো না।

ইন্দি। প্রাণাধিক! আমি কোন্ ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করে যাচ্ছি, এতেই আমার মনের দুঃখ বুঝো। কিন্তু কি করবো? ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র সহায়, এক দিনের সুখের জন্য ধর্ম্মত্যাগ করবো না। আমি না বুঝে না ভেবে আপনার কাছে এসেছি, না ভেবে, না বুঝে আপনাকে পত্র লিখেছিলেম। কিন্তু, আমি একেবারে অধঃপাতে যাইনি। এখনও আমার রক্ষার পথ খোলা আছে। আমার ভাগ্য যে, সে কথা এখন আমার মনে পড়্‌লো, আমি চল্লুম।

উপেন। তোমার ধর্ম্ম তুমিই জান, আমায় এমন দশায় ফেলেছ যে আমার আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। আমি শপথ করছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হয়ে থাকবে। একদিনের জন্য মনে ক'রো না।

ইন্দি। পুরুষের শপথে বিশ্বাস নেই। এক মুহূর্ত্তের সাক্ষাতে কি এত হয়? (প্রস্থানোদ্যত)

উপেন। যেও না, যেও না, আর একটু দাঁড়াও, তোমার পায়ে ধরি, আর একটু দাঁড়াও, আমি যে এমন আর—

(পদ ধারণ)

ইন্দি। পা ছাড়, পা ছাড়—মাথার মণি পায়ে কেন? দেখ, তুমি যদি যথার্থ ই ভালবেসে থাক, তবে তোমার বাসায় চল। এখানে থাক্‌লে তুমি আমায় ত্যাগ করে যাবে।

উপেন। বাসায় যাবে, চল, এখনি চল।

ইন্দি। তোমার বাসা কত দূর?

উপেন। খুব কাছে—সিমলে—দরজায় আমার গাড়ী হাজির আছে, পাঁচ মিনিটে পৌঁছে দেবে।

ইন্দি। যাব?

উপেন। চল—আমার প্রাণ রাখ, চল—

ইন্দি। যাব—দেখো—আমায় যেন অকূলে ভাসিও না!

উপেন। প্রাণ থাকতে নয়।

ইন্দি। তবে চল, তোমার আশ্রয় নিলুম। ফুল ঝরে গেলে যেন হতাদর ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিও না। আমার ইহজন্মটাকে যেন অসার ক'রো না। আমায় যেন খেলার জিনিষ ক'রো না। আশার হাতে প্রাণ-টুকু দিয়ে তোমার সাথী হলুম, বেশী কিছু চাহি না আমার হাতের দুটো সাজা পান তুমি রোজ খেও। আমি তোমার হলুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কেওড়াতলার আদি-গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান

(ভেলো ও ফুল্লরা)

ভেলো। ওগো বাছা! ঘুরে ফিরে আবার আমরা তোমার কাছে এসেছি।

ফুল্লরা। আবার এসেছ কেন?

ভেলো। তুমি ত জান, তোমার কাছে এলে প্রাণটা জুড়োয়; সে পথ ছেড়ে দিইছি, এখন যে পথ নিয়েছি তাতে তোমাকে চাই।

ফুল্ল। আমি কি ক'র্ব্বো ?

ভেলো। কি করবে তা জানিনি ; তবে যে রাস্তা ধ'রে সেই আলোটা দেখেছ, সেই পথটার গোড়া আমায় চিনিয়ে দিতে হবে। আমার কেলো দাদাও এসেছে, সে এখন আলাদা মানুষ হ'য়েছে ! আমরা এখন এসেছি কেন জান তোমায় গুরু ধর্‌তে ! এখন তাড়ালেও যাচ্ছি না।

(কেলোর প্রবেশ)

কেলো। ফুল্লরা, প্রাণ খুলে কখন তোমায় কোন কথা বলিনি, আজ বলি। আমি এসেছি—তোমায় দুটো প্রাণের কথা বল্‌তে এসেছি। সংসারের সাধ আমার মিটেছে, সুখের চরম সীমায় এসে উপস্থিত হ'য়েছি, বাসনার আগুন জ্বলে উঠেছিল বটে, কিন্তু তা এখন নিবেছে। আর পৃথিবীর সুখের আকাঙ্ক্ষা নেই। যেমন ছাইয়ের ভিতর আগুন চাপা থাকে, এ সব কথাগুলো তেমনি আমার প্রাণের ভেতর চাপা ছিল ; ভেলো ভাই সেদিন চোখ খুলে দিলে, শুনলুম তারও মূল তুমি। আমার জন্যে তুমি পিতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রেছ, অনাথিনীর মতন পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছ, দুর্ল্লভ মানব-জন্মটাকে অতি তুচ্ছ ব'লে পায়ে ঠেলেছ, আমি এমনি পাষণ্ড, কখনও তাহার বিনিময় দিই নি। তুমি কিসে সুখী হবে, তোমার মলিন মুখে হাসি ফুটবে, এ চিন্তা কখনও আমার মনে উদয় হয় নাই ! জানি না, কোন্ রূপ-মোহের আশ্রয় নিয়ে জীবনটাকে অশান্তির হেতু করেছিলুম, তাকে পাব না জানতুম, সে কখনও আমার হবে না বুঝতুম, তবু কি জানি, কিসের ফেরে তার পায়ে পায়ে ফির্‌তুম। জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, খাক্ হয়ে গেছে, প্রাণে আর কিছু নেই ! এখন ভেলো ভাই আর এক পথ নেবার

কথা বোলেছে ; যে অন্ধকার আশ্রয় ক'রে রোয়েছে, যার জোরে চোখ থাকৃতে কাণা হোয়েছি, সেই চোখ ফোটাবার জন্য ভেলো ভাই বল্লে, একটা আলো আছে ; শুনলুম তুমি সে আলো দেখেছ, তবে দূরে র'য়েছে ব'লে ধর্ত্তে পারছ না ; পথ বদল ক'রলেই নাকি সে আলোর আভাস পাওয়া যায়। আমায় ব'লে দাও, দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও—সে পথের গোড়া কোথা ?

ফুল্লরা। সে পথ আপনি চিনে নিতে হবে। চল চল, যে পথ সামনে দেখ্‌বে সেই পথ দিয়েই চল। চলে যাও, খুব চ'লে যাও—পেছন চেও না, যত মায়ার লোক পেছু ডাকুক, কানেও তুলো না, তুমি যেমন চ'লেছ তেমনই চলো। চ'লে চ'লে শেষ পথ আপনিই পাবে। যে আলো খুঁজছো তা পাবে, আঁধার আকাশে শুকতারার মতন আপনি ফুটে উঠ্‌বে। কিন্তু তুমি আবার কেন ? আবার ও মূর্ত্তি নিয়ে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াচ্ছ কেন ? আগুন ছাই চাপা দিইছি, অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে স্মৃতির হাত এড়িয়েছি। আবার কেন ? আর মজিও না, আর ভুলিও না, আর কাঁদিও না ! যে পথের পথিক হয়েছি, সে পথ থেকে আর ফিরিও না।

ভেলো। ওগো বাছা ! আবার কেন পুরণো পীরিত ঝালিয়ে তুলছ ? যখন হাতে ধ'রে বলেছিলুম যে, আমার ভাইটিকে ফিরিয়ে দাও, তখন তোফা ব'ল্লে যে, আমি আর তাকে চাইনে। আবার কেন ঘনীভূত ক'চ্ছ ? দে'খ যদি বাড়াবাড়ি কর, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন ! এখন আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে, ও পীরিতের কাহিনী যদি ভুলবে, তা হ'লে আমি অনথ ক'রবো !

কেলো। ভেলো, সে ভয় করিস্‌নে, সে সাধ আর আমার নেই। এটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, পীরিতে যতই সুখ থাকুক, বিচ্ছেদের হাত কেউ এড়াতে পারবে না। সে দুঃখ বড় দুঃখ, কিন্তু এমন পীরিত যদি করা যায়, যাতে বিচ্ছেদ নাই, অবিচ্ছিন্ন মিলন, সেই পীরিত কর্ব্বো। তবে এখানে সেটা হবে না; এ জায়গা বড় সুবিধের নয়। এখানে স্বার্থপরতা আছে, অহঙ্কার আছে, কুটিলতা আছে, এখানে সে পীরিত কখন হবে না।

ফুল্লরা। যাবে—এক জায়গায় যাবে?

কেলো। কোথায় ফুল্লরা?

ফুল্লরা। সেই সেখানে, সেই বনে সেই মা কালীর কাছে, যেখানে—ছোট দুটি বালক-বালিকার মতন খেলা কোরে বেড়িয়েছিলুম, ক্রমে কৈশোরে ভাইয়ের ভালবাসা বেসেছিলুম, ক্রমে যৌবনে সর্ব্বস্ব সার করেছিলুম। আমি মা কালীর পায়ের তলায় ব'সে গান গাইব, তুমি আর তোমার ভেলো ভাই ব'সে ব'সে শুনবে। ইহজগতে স্বপ্নের ঘোর কাট্‌বে, কামনার ফাঁস ছিঁড়ে যাবে, স্বার্থপরতার হাত এড়াবে, সেখানে তোমায় স্বামীর মতন পূজা কর্ব্বো, ভাইয়ের মতন ভালবাসবো, বাপের মতন ভক্তি ক'রবো, তুমি একাই আমার সব হবে।

ভেলো। কেলো দাদা! এ বড় মন্দ কথা নয়, এ বেশ কথা। আহা! ভেবে দেখ্‌লেও সুখ আছে, সেই অন্ধকারের মতন কালী মূর্ত্তি—টক্‌টকে জীব বেয়ে রক্ত পড়ছে, হাতে খাড়া, গলায় মুণ্ডমালা, সেই মূর্ত্তি ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে নাম-কীর্ত্তন শুনবো, বেশ দিন কেটে যাবে!

বনের ফল বড় মিষ্টি, তাই খাব, আর মজা ক'রে বেড়িয়ে বেড়াব।

ফুল্লরা। যে আলো ধরবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছ, যে আলো চোখের ওপর নেই ব'লে আপনাকে অন্ধ বিবেচনা ক'চ্ছ, যে আলো পাবার জন্য আমার কাছে ছুটে এসেছ, সে আলো যখন মনে ক'র্‌বে দেখ্‌তে পাবে। প্রাণকে কামনা-বর্জ্জিত ক'রে, বাসনার মুখে ছাই দিয়ে একমনে ব'সে ব'সে গান শুনবে; দেখো, মা কালীর পা থেকে সে আলো ফুটবে। সে বড় মিষ্টি আলো, হৃদয় ভ'রে যাবে। আহা, দেখ দেখ ঐ যে আলো ফুটেছে! দেখ দেখ, আলোয় কেমন আলো হ'য়েছে, আহা! ও যে নূতন রাজ্য, যেন শান্তির আবাসভূমি! দেখ দেখ, সকলেরই মুখে হাসি, একটু বিষাদের ছায়া নেই, সকলেই হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে! কেউ কিছু চায় না, কারুর কোন আকিঞ্চন নেই, সকলেই আপনার ভাবে বিভোর! চল চল, আর বিলম্ব ক'রো না!

ভেলো। কই দাদা। কিছুই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না, আমরা যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারে। বুঝেছি, সেদিন আসবার এখনও দেরী আছে। আমরা এখনও অনেক নীচে র'য়েছি, ওপরে উঠ্‌তে হবে, হাত বাড়িয়ে আকাশ ধ'ত্তে হবে, চোখের দৃষ্টি আর এক রকম কোরে বদলাতে হবে। যা হোক দাদা, তোমার পায়ের ধূলা নিই, তোমা হ'তেই এ জীবন ফিরলো। বেশ বুঝেছি, পৃথিবীর পীরিত প্রণয় কিছুই নয়, ও সব দুদিনের, তবে থাকতে গেলে ক'ত্তে হয়,—লোকে বুঝ্‌তে পারে না এই যা।

কেলো। এখন চল্, আমার আর একটা কাজ বাকী আছে। আমি যেমন ক'রে হোক্ খোঁজ ক'রে ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'র্বো, বোলে আস্‌বো, ইন্দিরা দেবী, ফুলের মতন নির্ম্মল, কেউ একটি দাগ্ পাড়্‌তে পারিনি। তাদের সংসারে না আগুন জ্বলে, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এখন দরদ বুঝেছি, পরের ব্যথা আপনার ব'লে নিতে জেনেছি, পরের দুঃখে কাঁদ্‌তে শিখেছি। আমার দ্বারা যদি সরলা বালিকা তার স্বামী পায়, আবার তাদের মিলন হয়, আবার তারা সুখী হয়, তা আমি ক'র্বো।

ফুল্লরা। আহা! প্রাণ ভোরে গেল, প্রাণ ভোরে গেল, কত পবিত্র ছবি মনের ভেতর জেগে উঠ্‌ছে, কত সাধের স্বপ্ন, কত আশার স্মৃতি, কত কামনাবর্জ্জিত সুখ, মনের ভেতর জেগে উঠেছে। আহা! আত্মহারা কথাটা শুনতুম, এখন বুঝ্‌ছি, আত্মহারা হওয়ায় কত সুখ। চল, সেই বনে চল, সেই মা কালীর পায়ের তলায় ব'স্‌বে চল, আমি গান গাইব, তোমরা শুন্‌বে।

গীত

ডাকবো তারে হৃদয় ভোরে, আর কেন মন ছলনা।
সাধের সোহাগ উথ্‌লে উঠে ছুটে যাবে কামনা॥
কেঁদে কেঁদে বুক ভেঙ্গেছে, দাগা খেয়ে প্রাণ পুড়েছে,—
কি ছার আশে মায়ার ফাঁসে জড়িয়ে আছ বল না—
পথ পেয়েছি—চ'লে চল মুখে কালী কালী বল,
ডাক্‌লে পাছে আর চেও না—আপন মনে চল না॥

চতুর্থ দৃশ্য

(উপেন্দ্রনাথের বাসা-বাটী)

উপেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা

উপেন্দ্র। দেখ, আর পারি না, প্রাণের বেগ আর ধ'রে রাখা যায় না। মনের ঢেউ বালির বাঁধ দিয়ে আর আটকান যায় না; আর কত দিন? আর কত দিন আমায় আশার দাস কোরে রাখ্‌বে? আর কত দিন আমায় পায়ে পায়ে ফেরাবে? আর কত দিন আমায় এম্‌নি কোরে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মার্‌বে? তুমি ব'লেছিলে পুরুষ কঠিন, পুরুষ নির্দ্দয়, এখন বল দেখি, আমি নির্দ্দয় না তুমি নির্দ্দয়?

ইন্দি। পুরুষের ধৈর্য্য গুণ প্রধান দরকার, এতটা অধৈর্য্য হ'চ্ছ কেন?

উপেন্দ্র। কেন? তা আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্চো? তার ধোরে যেমন পুতুল নাচায়, তুমি আমায় তেমনি নাচাচ্চো? প্রথম যে দিন এই বাসা-বাড়ীতে এলে, আমায় ব'লেছিলে, "আমি তোমার দাসী হলুম, কিন্তু দেখি, তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে।" আমি একটি কথাও কইনি, যেমন ব'ল্লে আর সেখানে একদণ্ড রইলুম না, সাধের সমুদ্র বুকে ধ'রে ফিরে চলে এলুম। তার পর আবার বল্‌লে, অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলোপ করো না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা। যে কোরে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়েছি, জগদীশ্বরই জানেন। প্রাণ পুড়ে গেছে, একটি কথাও কইনি, পাছে তুমি জান্‌তে পার, উন্মাদ হ'য়ে বেড়িয়েছি, মনের কথা ফুটিনি, পাছে তুমি আমার ভালবাসা ছল মনে কর। এখন এসে তোমার কাছে

বোসেছি, তুমি স'রে স'রে যাচ্ছ। হাসছ, কথা কইচ, একটিও নীরস নয়। আদর ক'চ্চ, ঘর-কন্নার কায ক'চ্চ, আমার এতটুকু অসুখ যাতে না হয় সেজন্য প্রাণ পণ ক'চ্চো, অথচ তুমি যেন আমার কেউ নও। আমার সর্ব্বস্ব তুমি, অথচ তোমায় পেয়েও পাচ্চি না। যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি র'য়েছ, কাছে কাছে র'য়েছ, ধর্ত্তে যাচ্ছি পাচ্ছি না, স্বপ্নের ধন স'রে স'রে যাচ্ছে। এ কতটা জ্বালা বোঝ কি? গ্রীষ্মের অসহ্য সন্তাপে দারুণ তৃষ্ণাপীড়িত রোগীকে স্বচ্ছ শীতল জলাশয়-তীরে বসিয়ে দিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছ। যেন সে জলপান কর্ত্তে না পারে। বল দেখি, তার জলে ভালবাসা বাড়বে না কমবে? অষ্টাহের পরীক্ষা শেষ হোয়েছে, আর পারিনে। উঃ! কি কঠিন পরীক্ষা!

ইন্দি। দেখ, যে প্রাণে মজ্‌তে জানে না, যে রূপে মজে, কঠিন পরীক্ষা তার। যে ইন্দ্রিয়দাস, পবিত্র প্রণয়ের ধার ধারে না, কঠিন পরীক্ষা তার। যে বাহিরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয় ভেতরের সৌন্দর্য্য দেখে না, কঠিন পরীক্ষা তার। যে ভালবাসা জীবনে-মরণে সমান ভাবে থাকে, যে ভালবাসায় অনন্ত উৎস উঠে, যে ভালবাসার পরিমাণ হয় না অপরিমিত—সেই ভালবাসা যে বাস্‌তে আসে, তার পক্ষে অষ্টাহকাল অপেক্ষা কি এতই অধিক? চিরজীবনের সাথীকে চিনে নিতে হবে, চেনা দিতে হবে। আমি রূপ মোহের ভিখারিণী নই, কুলবালা কুল ছেড়ে অকুলে ঝাঁপ দিচ্ছি, একটু দেখে শুনে নোব না?

উপেন্দ্র। পরীক্ষায় ত উত্তীর্ণ হয়েছি, এইবার তুমি আমার হও।

আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃত সেতু মাঝে পোড়ে রয়েছে, তুমি ওপারে আছ, আমি এপারে বোসে—তোমায় দেখ্‌ছি,—কেবল দেখ্‌ছি,—বুকের জিনিস্‌কে বুকে তুল্‌তে পাচ্ছিনি। এতে কত কষ্ট—তোমায় কি বোঝাবো?

ইন্দিরা। দেখ, আর তোমার কাছে কোন কথা ছাপাব না। শোন বলি—তুমি একলাই জ্বলেছ? আমি কি জ্বলিনি? তুমি একলাই পুড়েছ, আমি কি পুড়িনি? তুমি একলাই কেঁদেছ, আমি কি কাঁদিনি? কেঁদেছি, খুব কেঁদেছি, চ'খের জল যদি ধ'রে রাখতুম, একটা সমুদ্র হ'য়ে যেত! আমি আগুন জ্বেলেছি,—হাসি-চাউনিতে তোমায় মজিয়েছি,—কিন্তু যদি দেখাতে পারতুম,—দেখাতুম,—আমারও বুকে জ্বলেছে আগুন। আমি হাস্‌তে জানি, হাসির কি উত্তোর নেই? আমি চাইতে জানি, চাউনির কি পাল্টা চাউনি নেই? দেখ, ও-সকল ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। কিন্তু কি কর'ব বল, এ সব যে ক'ত্তে হয় সে কেবল তোমাদেরই গুণে। এখন স্বীকার কচ্ছি—আমার হার হ'য়েছে, হেরে কিন্তু বুঝিছি, পৃথিবীর ঐই ষোল আনা সুখ। তবে আমার মনে একটু গর্ব্ব আছে যে, তোমার ধনে ধনেশ্বরী হব বোলে করিনি। ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হব জান্‌লেও এমন কর্ত্তে পারতুম না। তুমি আমার হবে; চিরদিনের জন্য তোমার পদসেবার দাসী হোয়ে থাক্‌বো, দু'দিনের জন্যে নয়, এই লোভে করেছি। তোমায় মোহিত কর্ব্বো ব'লে কৃত্রিম ভালবাসা ছড়াতে পারিনি। এখন বুঝেছি—তোমায় বিশ্বাস করা যায় আর তুমি আমার কখন পর হবে না। আমি আপনার

হাসি-চাউনির ফাঁদে পরকে ধর্ত্তে গিয়ে পরকেও ধরালুম, আপনিও ধরা পড়লুম, আগুন ছড়াতে গিয়ে পরকেও পোড়ালুম, আপনিও পুড়লুম। হোলির দিন আবির খেলার মত পরকে রাঙা ক'র্ত্তে গিয়ে আপনি অনুরাগে রাঙা হ'য়ে গেলুম। আমি খুন ক'র্ত্তে গিয়ে আপনি ফাঁসি গেলুম। তোমার রূপ—এখন আমার সর্ব্বস্ব। আর আমি যাঁর রূপ নিয়ে প্রাণ ভরিয়েছি—সে আমারই সামগ্রী।

"তাহারই সোহাগে আমি সোহাগিনী—
রূপসী—তাহারই রূপে—"

আজ থেকে আমি তোমার হাতের পুতুল হলেম। খেলো, ফেলো, ভাঙ্গো, ছড়াও,—আমি একটি কথাও কইব না।

উপেন্দ্র। জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! আহা, এত সুখ আমার অদৃষ্টে লিখেছিলে! আমি এত সৌভাগ্যবান্ হব, তা স্বপ্নেও জানতুম না। আহা! কি দিয়ে তোমায় পূজা ক'র্লে তোমার এ দানের প্রতিদান দেওয়া হয়! (ইন্দিরার প্রতি) শোন, তোমায় বলি, এত বড় সংসার, সুখ ছড়ান র'য়েছে, সংসারের পোকা-মাকড়টা পর্য্যন্ত সুখী, কিন্তু সেই সংসার আমার পক্ষে শূন্য ছিল, যেন ছাওয়ায় গড়া ছিল, ছাওয়ার মতন সব ভেসে ভেসে বেড়াত। আজ বুঝেছি, যথার্থ ই এ সংসার সুখের,—যে মনের মতন ধন পায়নি, যে পরের প্রাণ নিয়ে আপনার প্রাণ বেচেনি, যে কেবল বজ্রাহত তরুর মতন আপনার গর্ব্বে আপনি দাঁড়িয়ে আছে, তার পক্ষে এ সংসার শ্মশান বটে। এখন তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, বাড়ী যেতে হবে, কি করি বল দেখি?

ইন্দি। তা হোলে আমি? আমি কোথায় যাব?

উপেন্দ্র। অমন করো না, আমিও সেই কথাই ভাবছি। তোমায় ছেড়ে যেতে পারবো না।

ইন্দি। সেখানে আমায় কি বলে পরিচয় দেবে? কি রকমে কোথায় রাখ্বে?

উপেন্দ্র। তাই ভাব্ছি। সহর নয় যে আর একটা জায়গায় রাখ্বো, কেউ বড় জান্তে পারবে না। বাপ-মার চোখের উপর তোমায় কোথায় রাখ্বো?

ইন্দি। না গেলেই নয়?

উপেন্দ্র। না গেলেই নয়।

ইন্দি। কদ্দিনে ফিরবে? শীগ্গির ফেরো যদি তবে আমাকে না হয় এইখানে রেখে যাও।

উপেন্দ্র। শীগ্গির ফিরতে পারবো, এমন ভরসা নেই, কলকেতায় আমরা কালে-ভদ্দরে আসি।

ইন্দি। তবে তুমি যাও,—আমি তোমার জঞ্জাল হব না। আমার কপালে যা থাকে তাই ঘটবে।

উপেন্দ্র। না, আমি যে তোমায় না দেখ্লে পাগল হব।

ইন্দি। দেখ, আমি ত তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই, আমার তোমার উপর কোন অধিকার নেই, আমাকে তুমি এ সময় বিদেয় দাও।

উপেন্দ্র। যদিও তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী নও বটে, কিন্তু তুমি আমায় যা মনে কর, বল্তে কি, আমি তোমায় স্ত্রীর মতন ভালবেসেছি, কারণ, আমার স্ত্রী নেই, তোমার রূপে নয়, তোমার ভেতরের

সৌন্দর্য্যে। আমি তোমার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক সন্ধান নিয়েছি। রমণবাবু এসেছিলেন, তাঁর কাছে তোমার অনেক কথা টের পেয়েছি, তুমি সধবা তা জেনেছি, তোমার স্বামী আছে তাও শুনলুম, রমণবাবু বল্লেন, "তোমার চরিত্র অনিন্দনীয়।" এমন উৎকৃষ্ট চরিত্র দেখা যায় না। আমি আশ্চর্য্য হলুম, তিনি কেমন ক'রে জানলেন, তুমি আমার সঙ্গে এ বাটীতে আছ, তার পর আমি যখন তাঁকে বললুম যে, কুমুদিনী সম্বন্ধে যা জানেন, তা সব একটা কাগজে লিখে দিয়ে দস্তখত ক'রে দিতে পারেন। তিনি ব'ল্লেন, পারি এক স্বত্বে, আমি লিখে পুলিন্দে শীল কোরে কুমুদিনীর কাছে দিয়ে যাব, আপনি এখন তা পড়'তে পাবেন না, দেশে বাড়ী গিয়ে প'ড়বেন। আমি তাঁর কথার ভাবে বুঝলুম যে তিনি যা লিখে দিবেন, তা আমার অভিপ্রায়ের পোষক হবে। আমি বেশ বুঝ্তে পাল্লেম যে, তিনি আমার মনের ভাব আর আমার অভিসন্ধি বেশ জেনেছেন।

ইন্দি। এ সব কথা যখন হ'চ্ছিল, আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি।

উপেন্দ্র। তা শুনেছ, শুনেছ, তোমার স্বামী জীবিত আছেন শুনলেম, তাঁর নাম-ধাম প্রকাশ ক'রবে ?

ইন্দি। এখন না, দিন কতক যাক্।

উপেন্দ্র। তিনি এখন কোথায় আছেন বোল্‌বে ?

ইন্দি। এই কল্‌কেতায়। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

উপেন্দ্র। স্ত্রী-পুরুষে পরিচয় নেই, এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা!

ইন্দি। সকলের কি থাকে ? তোমার কি আছে ?

উপেন্দ্র। সে কতকগুলো দুর্দ্দৈবে ঘটেছিল।

ইন্দি। দুর্দ্দৈব সর্ব্বত্র আছে।

উপেন্দ্র। যাক্, তিনি ভবিষ্যতে কোন দাবী-দাওয়া করবার সম্ভাবনা আছে কি?

ইন্দি। সে আমার হাতে। আমি যদি তাঁর কাছে আত্ম-পরিচয় দিই, তবে কি হয় বলা যায় না।

উপেন্দ্র। তুমি খুব বুদ্ধিমতী। আচ্ছা, আমায় একটা পরামর্শ দাও দিকি? আমায় বাড়ী যেতে হবে, বাড়ী গেলে শীগ্‌গির ফিরতে পারবো না, কিন্তু তোমাকে ফেলেও যেতে পারবো না, তা হ'লে ম'রে যাব। এখন করি কি?

ইন্দি। পোড়া কপাল! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

উপেন্দ্র। কোকিলের দুঃখ কাকে যায় না। আমি তোমাকে নিয়েই যাব।

ইন্দি। কোথায় রাখবে? কি ক'রে রাখ্‌বে?

উপেন্দ্র। একটা ভারি জুচ্‌চুরী করবো মনে কচ্চি।

ইন্দি। বুঝেছি। বলবে যে এই ইন্দিরা, রামরাম দত্তর বাড়ী খুঁজে পেয়েছি।

উপেন্দ্র। আ সর্ব্বনাশ! তুমি কে?

ইন্দি। কেন? কি হ'য়েছে?

উপেন্দ্র। ইন্দিরা নাম জান্‌লে কি ক'রে? তুমি মানুষ, না কোন মায়াবিনী?

ইন্দি। আমি মায়াবিনী।

উপেন্দ্র। আচ্ছা, তুমি কেমন মায়াবিনী, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, এক

এক ক'রে বল দেখি ? আমার স্ত্রীর নাম ইন্দিরা জান, তার বাপের নাম কি ?

ইন্দি। তুমি এক এক ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রবে, আর আমি এক এক ক'রে উত্তর দোব, এতটা কষ্ট দুজনে নিই কেন ? আমি সোজায় কাজ সেরে দিচ্ছি। ইন্দিরার বাপের নাম হরমোহন দত্ত, বাড়ী মহেশপুর। তারা দুটি ভগ্নী,—নাম ইন্দিরা আর কামিনী। তাদের বাড়ীর কাছে একটা পুকুর আছে—নাম দেবীদীঘি, তাতে খুব পদ্ম ফোটে ; হরমোহন দত্তর বাড়ীর সদর দরজা দক্ষিণমুখো, একটা বড় ফটকে দুপাশে দুটো সিঙ্গী।

উপেন্দ্র। আশ্চর্য্য ! বোধ হয় তুমি কখনও মহেশপুরে ছিলে, তাই এত জান। আচ্ছা, আর এক রকম গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি ; উত্তর দাও দিকি ? বাহিরের লোক তা কোন রকমেই জানবে না। ইন্দিরার বিবাহের সম্প্রদান কোথায় হয় ?

ইন্দি। আবার কায সোজা ক'রে দিচ্ছি দেখ। ইন্দিরার সম্প্রদান হয় পূজোর দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে। সম্প্রদান করে ইন্দিরার খুড়ো কৃষ্ণমোহন দত্ত, স্ত্রী-আচারের সময় একজন স্ত্রীলোক বিন্দু ঠাকুরাণী তার নাম, বড় বড় চোখ, রাঙা রাঙা ঠোঁট, নাকে কাঁদি নত্ত, বড় জোরে কাণ ম'লে দিয়েছিল।

উপেন্দ্র। ঠিক্। বোধ হয় তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে ? তাদের কুটুম্ব নও ত ?

ইন্দি। কুটুম্বর মেয়ে, চাকরাণী, কি রাঁধুনীর যা জানা সম্ভব নয়, এমন দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা কর না !

উপেন্দ্র। ইন্দিরার বিবাহ কবে হ'য়েছিল?

ইন্দি। ১২৫৬ সালের বৈশাখ মাসের ২৭শে তারিখে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে।

উপেন্দ্র। আমায় অভয় দাও—আমি আর দুইটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো।

ইন্দি। অভয় দিচ্ছি, বল।

উপেন্দ্র। বাসর-ঘরে সকলে উঠে গেলে আমি ইন্দিরাকে নির্জ্জনে একটি কথা ব'লেছিলুম, সে তার উত্তর দিয়েছিল; কি কথা বল দেখি? —মাথা নীচু কোরে রইলে যে? এইবার বোধ হয় ঠক্‌লে, বাঁচলুম, তুমি মায়াবিনী নও।

ইন্দি। তুমি ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে—"বল দেখি, আজ তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হলো?" সে বল্লে—"আজ হোতে তুমি আমার দেবতা হ'লে, আমি তোমার দাসী হলেম।" এই ত গেল একটা প্রশ্ন। আর একটা কি?

উপেন্দ্র। আর জিজ্ঞাসা ক'ত্তে ভয় হ'চ্চে। আমি বুঝি বুদ্ধি হারালুম। তবু বল—ফুলশয্যার দিন ইন্দিরা তামাসা ক'রে আমাকে গাল দিয়েছিল—আমিও তার কিছু সাজা দিয়েছিলুম। বল দেখি, সে কথাগুলি কি?

ইন্দি। তুমি ইন্দিরার হাত এক হাতে ধোরে, আর হাত তার কাঁধে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে—"ইন্দিরে! বল দেখি আমি তোমার কে?" তাতে ইন্দিরা উত্তর ক'রেছিল—"শুনেছি তুমি আমার ননদের বর!" তুমি দণ্ডস্বরূপ তার গালে একটা ঠোনা মেরে তাকে একটু অপ্রতিভ দেখে পরিশেষে মুখচুম্বন ক'রেছিলে। আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বে?

উপেন্দ্র। না—হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়াবিনী! আমার মাথা ঘুরছে!

পঞ্চম দৃশ্য

দরদালান

(কর্ত্তা, গিন্নী ও হারাণীর প্রবেশ)

গিন্নী। কেমন হ'য়েছে? বেশ হ'য়েছে, বড় যে সুন্দর রাঁদুনী সুন্দর রাঁদুনী ক'রে হেদিয়েছিলে, সুন্দর রাঁদুনী রইল কোথায়? মাগীর চোক দুটো দেখেই আমি বুঝেছিলুম, যেন খাই খাই ক'চ্চে, কেমন বুড়ো বয়সে বেবুস্থার হাতের রান্না খেতে হ'ল ত? ইহকালও গেল পরকালও গেল।

হারাণী। তাই ত মা! কি হলো! জাত গেল? তাই ত মা! কি হ'লো! জাত গেলে কি হবে?

গিন্নী। হবে আর কি? মিন্সের সোন্দর বামনীর নামে নোলা দিয়ে জল ঝোরত? রইল কোথায়? হতচ্ছাড়া মিন্সে! রইল কোথা? লাভের মধ্যে হ'ল এই বুড়ো বয়সে জাত খোয়ালি! কর মিন্সে প্রায়শ্চিত্তির কর! মাথা মুড়িয়ে গোবর খা, বেবুস্থার হাতে ভাত খেয়ে জাত দিয়েছিস তা জানিস্?

কর্ত্তা। গিন্নি, তা আমিই কোন্ একলা দিয়েছি, তাও ত নয়, তুমিই কোন্ সোঁদা আছ? আমি শুধু হাতের ভাত খেয়েছি, তুমি মাথার পাকা চুল পর্য্যন্ত তুলিয়ে নিয়েছ। তুমি বেশী রকম গেছ।

গিন্নী। তা গেছি গেছি, এখন দে মিন্‌সে নাক খত দে, বল, আর কখনও সোমত্ত ঝি-চাকর ঢুকতে দিবিনি ?

কর্ত্তা। গিন্নি! আয়ত্তিটা কিছু বেশী রকমের হচ্ছে, তেমন কাঁচা বয়স থাকতো, নাক ঘুরিয়ে দুটো তুই-তোকারি কত্তে গায়ে লাগ তো না। সোটকের কোটা পেরিয়েছ, এ বয়সে এতটা নেওটা-পানা সইবে কেন ?

গিন্নী। তা বই কি ? কুমির হাতের ঠোনা সইবে ? তাকে ফিরিয়ে আনবো নাকি ? না হয় আমার যায়গায় তাকে নাও।

কর্ত্তা। দোহাই গিন্নি! তা যদি পারতুম কর্ত্তুম। এ বয়সে তোমার এ বেতরো ঝঙ্কার বড়ই বেসুরা লাগ্‌ছে।

গিন্নী। বেশ ত, কুমী এসে গোবিন্দ অধিকারীর টপ্পা গাইবে, এখন তা হ'লে ত বেশ লাগবে।

হারাণী। তা মা, গোবিন্দ অধিকারীর টপ্পা বেশ, গোঁফ মুড়িয়ে দূতী সেজে রাধে রাধে ক'রে বেশ গায়।

কর্ত্তা। তা যাই বল গিন্নি! তুমিই ছল ছুতো ক'রে সুন্দর রাঁধুনীকে বিদেয় করে দিয়েছ।

গিন্নী। খুব করেছি! তুমি কি সুন্দর নিয়ে ধুয়ে খেতে ?

কর্ত্তা। তা কি ব'লতে পারি ? ও কালো রূপ আর রাত-দিন ধ্যান কর্ত্তে পারা যায় না।

গিন্নী। দেখ, আর আমার দোষ নাই, আমি এই গলায় কাপড় বাঁধলুম, টানলুম, এই মলুম্ (ভূমিতে পতন)

হারাণী। ওগো কর্ত্তা বাবু, গিন্নীমার কি হ'লো দেখ গো ?

কর্ত্তা। কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, উনি একটু দেয়লা কচ্ছেন—"অমৃতং বালভাষিতং" তারই প্রমাণ দিচ্ছেন, ও খিল্লি ও খিল্লি—

গিন্নী। তবে রে মিন্সে, তোরই একদিন কি আমারই একদিন !

(ভূমি ত্যাগ ও কোমরবন্ধন)

হারাণী। (স্বগত) ও মা ! তাই তো, সত্যিই তো, খিল্লিই তো !

গিন্নী। (বেগে কর্ত্তার দিকে আসিয়া) এই ফাঁস তোর গলায় লাগাবো মিন্সে ! আমাদের জুয়ান বয়েস—ফাঁসের টান স'য়ে গেল, তোকে একটানেই চৌদ্দভুবন দেখ্‌তে হবে !

(গলায় ফাঁস দেওন)

কর্ত্তা। দোহাই উগ্রচণ্ডি ! রক্ষা কর, দোহাই উগ্রচণ্ডি ! রক্ষা কর ! ভেরোম ভেঙ্গ না—ভেরোম ভেঙ্গ না।

[উভয়ের প্রস্থান।

হারাণী। কে জানে বাপু ! বুড়ো বয়সে এমন ধিঙ্গিপনা রোজ রোজ ভাল লাগে ! দিন দিন বুড়ি হচ্চেন না ছুঁড়ি হচ্চেন ; কর্ত্তাবাবুও এক রকমের লোক, বুড়ো মাগীকে কেবল ক্ষেপায়, এত মুখনাড়াও খেতে পারে ! ও মুখনাড়া-নাড়ীর পীরিতে বাপু আমার মন উঠে না। হাসিমুখের পীরিতই পীরিত, তা যাক, খাঁচা ভেঙ্গে তো পাখী উড়েছে, জোড়া সঙ্গে ক'রে নিয়ে তবে উড়েছে, শেষ কি হবে কে জানে ? মাগী একুল ওকুল দুকুল না হারায়, মাগী চালাক আছে, সে দিন ত গিয়ে দেখ্‌লুম্, যেন সাপকে মন্তরে বশ করেছে, আর কেন বাপু, এইবার মাগ ব'লে পরিচয় দে

না? যে যার ঘরে গিয়ে ঘর কর্‌গে যা, এমন পাখী হয়ে আর কদ্দিন বেড়াবি, দেরি করিস্‌নি দেরি করিসনি—আবার খাঁচার পাখী খাঁচায় পুরে ফেল্‌বে। যদি কোন রকমে উড়েছিস্‌, তবে যা পালিয়ে যা।

(হারাণীর গীত)

সোণার খাঁচা ভেঙ্গে পাখী উড়্‌লো আকাশে।
চুম্‌কুড়ী দেয় আড় চোখে চায়, দেখ কেমন মুচ্‌কে হাসে॥
কত সাধের দুধ ছোলা, খাঁচার ভেতর আছে তোলা
সোহাগের ছাতু গোলা পোড়ে আছে তোর আশে (ও পাখী)।
আপনি এসে ধরা দিয়ে, চুরি ক'রে মনটি নিয়ে,
পালিয়ে গেলি আর না এলি—
জড়িয়ে দিলি মায়ার ফাঁসে॥

(সুভাষিণীর প্রবেশ)

সুভা। কি লো হারাণি! যেখানে যেতে ব'লেছিলুম গিয়েছিলি? মড়া কদ্দিন ধ'রে ক'চ্ছে কি? তোকে কিছু বল্লে?

হারাণী। বল্লে বই কি বউদিদি! অনেক কথা বল্লে। ব'লে দিলে—এই সব কথা তোর বউদিদিকে বলিস্‌।

সুভা। কি কি? বল বল?

হারাণী। আমি গিয়ে দেখলুম, পান সাজছে। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, কি গো দিদিমণি! কাটাচ্ছো কেমন? দিদিমণি অমনি পান সাজা বন্ধ ক'রে আমার কাছে স'রে ব'সে বল্লে,—"দেখ্‌ হারাণি!

এখন আমি সদাসর্ব্বদা সোয়ামীর কাছে কাছে থাকি, দিবা-রাত্তির আদর ক'রে কথা কই, ঘরকন্নার কাজ করি, যাতে তাঁর খাওয়া ভাল হয়, শোয়া ভাল হয়, নাওয়া ভাল হয় সব রকমে যাতে ভাল থাকেন, তা কচ্ছি, তাঁর একটু অসুখ দেখলে, সমস্ত রাত্তির জেগে সেবা করি।

সুভা। তার পর?

হারাণী। তার পর দিদিমণি, আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, তোমার সেই এক্‌জামিনের হাসি চাউনি চালাচ্ছ ত? সে কথার উত্তরে বল্লে, চালাচ্ছি বই কি? না চালালে চলে কি?

সুভা। আঃ মরণ! মুখপুড়ীর মর্দ্দানা ধাত হ'য়েছে, তার পর?

হারাণী। তার পর বউদিদি! আমি কথায় কথায় বল্লুম, দিদিমণি, হাসি চাউনির ফাঁদ পেতে বেবুস্তারা তো লোক ভোলায়, তোমার এ কেমন রীত বাপু বুঝলুম না, সোয়ামী গুরুলোক, তার সঙ্গে এ সব চাল-চুলগুলো ভাল নয়।

সুভা। বেশ বলেছিস্, সে কথায় হতভাগী উত্তর দিলে কি?

হারাণী। দিদিমণি একটু হাস্‌লে, তার পর পান-পানা মুখখানা ঘুরিয়ে বল্লে, হারাণি! একটা কথার মতন কথা বলেছিস বটে, বুঝেছি তোর বউদিদি শিখিয়ে দিয়েছে। তুই গিয়ে উত্তুরে বলিস্, যে বুদ্ধি কেবল কলেজের পড়া পড়েই খতম হয়, সামলা মাথায় দিয়ে ওকালতী ক'রে দশ টাকা আনতে পারলেই মনে করে আমি কি হলুম, যে বুদ্ধির জোরে কোম্পানি বাহাদুরের খয়ের-খাঁ হতে পাল্লেই খুব মনে করে, সে বুদ্ধির ভেতর আমাদের ভালবাসা কি জিনিসে গড়া তা

বোঝান যায় না ; যারা বলে দুবার বে দেও, ধেড়ে মেয়ে নইলে বে দিও না, মেয়েমানুষকে পণ্ডিত কর, তারা আমাদের ভালবাসা বুঝ্‌বে কি ? এখন যদি ফস্ করে ভালবাসা জানিয়ে ফেলি তার পর ঘরে না নেয়, যেমন মাহুত ডাঙ্গস মেরে বশ করে, কোচ্‌মান ঘোড়াকে যেমন চাবুক মেরে ঢিট্ করে, ইংরেজ চোক রাঙ্গিয়ে বাবুর দল বশে আনে, গোড়ায় তেমনি হাসি চাউনির ছল পাত্তে হয়, তা নইলে বশে আসে না।

সুভা। আবাগী ভারি দুষ্টু, যাক্, পোড়ারমুখী কলকেতা থেকে বিদেয় হচ্ছে কবে ?

হারাণী। তা বল্‌তে পারি নি বৌদিদি, যাওয়ার কথা কিছু বল্লে না।

সুভা। তুই আর একবার সেখানে যাস্। শেষটা কি হয় জানবার জন্যে আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে রয়েছি।

হারাণী। আমিই কোন্ নেই বউদিদি ? তা এখন ত কাজ-কর্ম্ম নেই, একবার ঘুরে আসি না কেন ? তিন চারদিন হ'লো যাইনি।

সুভা। তা যা যা, দেখে আয়।

হারাণী। আচ্ছা।

[হারাণীর প্রস্থান।

(রমণবাবুর প্রবেশ)

রমণ। (Hallow Dear ! How are you ?) হেলো ডিয়ার ! হাউ আর ইউ ?

সুভা। (Thanks, pretty well !) থেঙ্কস্ প্রেটী ওয়েল। আপনি কেমন আছেন ?

রমণ। (Oh! First Class) ও! ফার্ষ্ট ক্লাস! এখন যা বলেছ মনে আছে ত?

সুভা। কি বলেছি?

রমণ। বাঃ। বাঃ! তুমি চমৎকার লোক ত? যেই নিজের কাজটুকু হয়ে গেল অমনি সব ভুলে যাচ্ছ? বলেছিলে না, তোমার বেয়ানের একটা হিল্লে করে দিতে পাল্লেই আমায় ডবল প্রোমসন দিবে?

সুভা। হাঁ! হাঁ! মনে পড়েছে বটে।

রমণ। কেমন তোমার সব দিক্ (all right) অল রাইট ক'রে দিইছি ত। কিন্তু দেখো, এর পর তোমার বেয়ান আর তোমায় মনে করবে না। পৃথিবীর দস্তুর এই, যত দিন দুরবস্থা থাকে, হড়িয়ে গড়িয়ে প'ড়ে থাকতে হয়, তারপর অবস্থা ফিরলে আর চিন্‌তে পারে না।

সুভা। তা না পারে পারুক, আবাগী স্বামী পেয়েছে এই ঢের। তার মুখে হাসি ফুটেছে, আর আমি কিছু চাইনি। সে স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হোয়েছে, এর চেয়ে আমার সুখ নেই; আমার সাধ ওই অবধি ছিল। এখন যদি সে আমার নাম আর মুখেও না আনে, তাতেও আমার দুঃখ নেই। আহা! সে হেসেছে, সেই যথেষ্ট!

রমন। দেখ (my dear) মাই ডিয়ার! তোমার (Character) কেরেক্টারটা (study) ষ্টাডি করা কঠিন। তুমি কখন কি ভাবে থাক কিছুই বোঝা যায় না, এই সদয় এই নিদয়। যথার্থই যখন কুমী স্বামীর সোহাগে মেতে তোমায় ভুলে যাবে, তখন তাকে গাল পাড়তে,

ত্রুটি ক'রবে না। যাক্, কুমুদিনী উপেন্দ্র বাবুকে বুঝিয়েছে, সে একটা মায়াবিণী বিদ্যেধরী। উপেন বাবুও ঠিক্ তাই বুঝেছেন। আমার সঙ্গে যখন কুমুমিনীর শেষ দেখা হ'ল, আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, সুভাষিণীকে কি বোল্‌বো? তাতে কুমুদিনী উত্তর কোল্লে, 'ব'লবেন, কাল আমি মহেশপুর যাব, আমি বিদ্যেধরী কি না? সেখানে গেলেই শাপ মুক্ত হব।' তার পর উপেন্দ্র বাবু বাহিরে এসে আমায় জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন,'আপনি ডাকিনী, যোগিনী, বিদ্যেধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন?' আমি বল্লুম, 'হ্যাঁ করি। কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যেধরী।' তিনি খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর ব'ল্লেন, 'কুমুদিনী কি ইন্দিরা? আপনার স্ত্রীকে ভাল কোরে জিজ্ঞাসা ক'রবেন ত।' আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, 'আচ্ছা।'

সুভা। তা হ'লে তারা মহেশপুরে গেছে?

রমন। হ্যাঁ।

সুভা। দেখ্‌লে, পোড়ারমুখীর আক্কেল দেখ্‌লে? আমায় একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখ্‌লে না। "যে এল চোষে সে গেল ভেসে।"

রমন। এই যে, এরই মধ্যে গাল পাড়তে সুরু ক'রেছ। যাক্, আর (jealousy) জেলাসিতে কাজ নাই। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সুসজ্জিত কক্ষ

(ইন্দিরা ও কামিনীর প্রবেশ)

কামি। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তারপর কি হোলো ?

ইন্দি। তোর ঐ কেমন দশা, একটু তর সয় না। ব'লছি বোলবো এখন, হুড়োহুড়ি করে মচ্ছিস কেন ?

কামি। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বল। তখন বল্লে, বাবার সঙ্গে দেখা করে, খাবার পর সব কথা বোলবো, তবে আবার এখন বোলছো কেন, এর পর বোলবো ?

ইন্দি। কেন, আমি কি পালিয়ে যাব ? আর তোর শোনা হবে না।

কামি। কি জানি, আবার যদি ডাকাতের হাতে পড়।

ইন্দি। মরণ আর কি! আচ্ছা বলছি শোন। তারপর তো আমরা দুজনে বাসা-বাড়ীতে রইলুম, আমি ঘর-কন্নার কাজ করি, তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করি, সর্ব্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকি, তিনি আমার সঙ্গে ভালবাসার কথা ক'ইতে আসেন, আমি সে কথা বড় কানে তুলিনি ; ক্রমে দেখলুম, তাঁর অবস্থা বড় খারাপ হ'য়ে আসতে লাগল, তিনি এক রকম পাগল হয়ে গেলেন ব'ল্লেই হয়। ক্রমে একদিন সব কথা খোলাখুলি হ'য়ে গেল। আমি ব'ল্লুম, আমি মানুষী নই, আমি মায়াবিনী। তিনি বল্লেন, 'যদি তুমি মায়াবিনী, আমি যা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি ? আমি তাঁর স্ত্রীর নাম "ইন্দিরা", বাড়ী মহেশপুর, ইন্দিরার বিবাহের সম্প্রদান পূজার দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে হয়,

স্ত্রী-আচারের সময় বিন্দু ঠাকুরাণী ব'লে একজন স্ত্রীলোক খুব জোরে তাঁর কান মলে দিয়েছিল, সব বল্লুম্। তিনি হাঁ করে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর ফুলশয্যার দিন রাত্রে যে কথাটি হয়েছিল, আমি তা পর্য্যন্ত বল্লুম, শুনে তিনি বল্লেন, 'আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়াবিনী।'

কামি। তুমি দিদি তো বড় কম্ ধনী নও। এমন ক'রে স্বামীর সঙ্গে খেলা করেছ, বুদ্ধিমান পুরুষটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছ? তুমি সব পার। তা তুমি তখন সত্যি কথা বল্লে না কেন?

ইন্দি। তখন আমার মনে সন্দেহ ঘোচেনি। কি জানি, যদি আমার সত্য পরিচয় পেয়ে ত্যাগ করেন, এই ভয়ে আমার আত্মপরিচয় তখনও গোপন করেছিলুম, তার পর আমি বল্লুম, কামরূপে আমার অধিষ্ঠান, আমি আদ্যা শক্তির মহা মন্দিরে তাঁর পাশে থাকি, লোকে আমাদের ডাকিনী বলে, কিন্তু আমরা ডাকিনী নই, আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার নিকট কোন অপরাধ ক'রেছিলুম, সেই জন্য শাপগ্রস্ত হয়ে মানবীরূপ ধারণ ক'রেছি। এখন আমার শাপ হতে মুক্ত হবার সময় উপস্থিত হ'য়েছে। জগৎমাতা আজ্ঞা করেছেন, মহা ভৈরবী দর্শন ক'রবা মাত্র আমি মুক্তিলাভ করব। তিনি জিজ্ঞসা কল্লেন, 'মহা ভৈরবীর মন্দির কোথায়?' আমি বল্লুম, মহা ভৈরবীর মন্দির মহেশপুরে, তোমার শ্বশুরবাড়ীর উত্তরে। সে তাদেরই ঠাকুরবাড়ী, বাড়ীর গায়ে খিড়কি দিয়ে যাতায়াতের পথ আছে। চল, মহেশপুরে যাই।'

কামি। দিদি! তোমার কথা শুন্‌ছি—যেন ঠাকুরমার কাছে গল্প শুন্‌ছি সত্যি বলে মনে হয় না। তারপর—তারপর?

ইন্দি। তারপর তিনি ব'ল্লেন, 'তবে চল, কাল এখান থেকে যাত্রা করি, তোমায় কালাদিঘী পার করে দিয়ে মহেশপুরে পৌঁছে দিয়ে নিজে আপাততঃ বাড়ী যাব। সেখান থেকে আমি মহেশপুরে যাব। তারপর তাঁর লোকজন আমাকে মহেশপুরে রেখে গেল, তিনি আপনার বাড়ী গেলেন। তারপর সকল কথাই ত তুই জানিস?

কামি। দিদি! যখন মিত্তির-জা এত বড় গোবর-গণেশ, তাঁকে নিয়ে একটু রঙ্গ কল্লে হয় না? মিন্সে কে গো! এখনও অন্ধকারে র'য়েছে?

ইন্দি। তিনি কখন এলেন?

কামি। আজ সকালে এসেছেন।

ইন্দি। বাবা কোথা?

কামি। মিত্তির-জার সঙ্গে কথা কইছেন।

ইন্দি। মা কি ক'চ্ছেন?

কামি। তিনি ভারি ধুমধাম ক'রে রান্না-বান্নার উদ্যোগ ক'চ্ছেন। আমি তাঁদের খুব ভাল করে শিখিয়ে দিয়েছি, যেন তোমার কথা এখন কিছু না ভাঙ্গে। আমি বুঝিয়ে দিয়েছি যে, প্রকাশ্যে গ্রহণ করাটা এখনও হয়নি, সেটা এইখানে হবে। ঐ যে মিত্তির-জা বাড়ীর ভেতর আসছেন, তুমি সরে যাও—সরে যাও। মহা ভৈরবীর মন্দিরে গিয়ে বসে থাকগে। আমি ফন্দি করে মিত্তির-জাকে সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছি।　　[ইন্দিরার প্রস্থান।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

কামি। আসতে আজ্ঞে হয় মিত্তির-জা মশাই ! মিত্তির-জা মশাই, আছেন কেমন ?

উপে। আছি ভাল, তুমি কেমন আছ ?

কামি। অমনি প্রাণে প্রাণে, জানেন তো সব ? দিদি এখান থেকে যাবার পর থেকে আমাদের প্রাণে কি আর সুখ আছে ?

উপে। বিধাতার ভবিতব্যতা, তার উপর তো আর হাত নেই।

কামি। সেটুকু বুঝেছেন, তবু ভাল। আমরা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলেম তা জানিনে। হঠাৎ আপনার পায়ের ধূলা পড়লো, কারণ কি ?

উপে। কেন, আসতে কি নেই ?

কামি। আসতে থাকবে না কেন, আপনার অনুগ্রহ নেই ব'লে বল্‌ছি।

উপে। দেখ কামিনী ; ব'লতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, মনের আগুন জ্বলে উঠে। আমার মতন হতভাগ্য এ সংসারে আর আছে কে ; জগদীশ্বর জানেন, কখন একদিনের তরে একটুও মনের সুখ পাইনি। কেঁদে কেঁদে দিন গেছে কেঁদে কেঁদে দিন যাবে। হাসি— সে জিনিষটাকে কখন যেন জানি না, বোন। পৃথিবীতে কেন এসেছিলুম, কি করলুম ? মাংসপিণ্ডের মিছে ভার বহন করে বেড়ালাম। না জন্মানই ছিল ভাল, যদি জন্ম নিলুম তো জ্ঞান ফুটতে ফুটতে মলুম না কেন ?

কামি। মিত্তির-জা মশাই, আর দুঃখ ক'রে কি হবে ?

কামি। কান্নার পর হাসি, হাসির পর কান্না, এতদিন কেঁদেছেন এইবার হাসবেন।

উপে। সে আমার আকাশ-কুসুম! ঘুমন্ত অবস্থার স্বপ্ন! আর কেন? সে আশা দুরাশা মাত্র। তোমার দিদির কি কোন খবর পাওনি? সে কোথায়? কিছু জান কি?

কামি। কি জানি কোথায়? কালাদিঘিতে সেই যে সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল, তারপর আর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

উপে। কুমুদিনী ব'লে কোন স্ত্রীলোক এখানে এসেছিল কি?

কামি। কুমুদিনী কি কে, তা বলতে পারিনি, একটা স্ত্রীলোক পরশু দিন পাল্কী ক'রে এসেছিল বটে, সে বরাবর মহা ভৈরবীর মন্দিরে গিয়ে উঠে দেবীকে প্রণাম কল্লে। অমনি হঠাৎ মেঘ অন্ধকার হ'য়ে ঝড়-বৃষ্টি হল। সেই স্ত্রীলোকটা সেই সময় ত্রিশূল হাতে ক'রে জ্বলতে জ্বলতে আকাশে উঠে চলে গেল!

উপে। যে স্থান হ'তে কুমুদিনী অন্তর্দ্ধান করেছে, সে স্থান কি দেখতে পাই না?

কামি। পাও বই কি? আমার সঙ্গে এস, তোমায় মহা ভৈরবীর মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। অন্ধকার হ'য়েছে, একটা আলো নিয়ে যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরমোহন দত্ত ও ইন্দিরার মাতার প্রবেশ)

হর। গিন্নি, আজকালকার মেয়েরা আমাদের নাক-কান কেটে ছেড়ে দিতে পারে। কি কাণ্ড-কারখানাটা ক'রেছে দেখ।

ই-মা। তা করবে না গা? অনেক কষ্ট পেয়েছে, আপনার জিনিস বুঝে পড়ে নেবে না? তুমি জামাইকে ইন্দিরা এখানে এসেছে, এ সব কথা কিছু ভাঙ্গনি ত?

হর। রাম। কামিনী আমায় বিশেষ ক'রে টিপে দিয়ে এসেছে। আমার সঙ্গে অনেক কথা হোল। জামাই বাবাজী বিশেষ মর্ম্মাহত দেখলুম। গিন্নি, বিচ্ছেদের পর মিলনে ভারি সুখ।

ই-মা। বল ত আমি দিনকতক নজরছাড়া হই, সুখটা একবার বুঝিয়ে দিই।

হর। ও বাবা! এখন সহমরণে যাবার বয়েস, এ বয়সে কি আর বিচ্ছেদ মিলন ভাল লাগে?

ই-মা। তা যদি সখ হয়ে থাকে ত একটা ছুঁড়ি-টুঁড়ি দেখে না হয় আর একটা সংসার কর। ছুঁড়ির বিচ্ছেদও ভাল লাগবে, হাতের ঠোনাও ভাল লাগবে, মুড়ো খেঙ্গরাও ভাল লাগবে।

হর। গিন্নি! এতটা বোকা আমি নই। এই বয়সে একটা ছুঁড়ি ঘরে নিয়ে এলে সে ঠাকুরের নৈবিদ্যি হবে। পাঁচ জনের ভোগে আসবে। আমি বড় জোর একটু আধটু প্রসাদ পেতে পারি।

ই-মা। ঐ যে ইন্দিরা, কামিনী, জামাই সব এই দিকে আসছে। চল, আমরা এখান থেকে সরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উপেন্দ্র, ইন্দিরা ও কামিনীর পুনঃ প্রবেশ)

উপেন্দ্র। কুমুদিনী! কুমুদিনী! যদি এসেছ ত আর আমায় ত্যাগ ক'রো না, জোড়হাতে তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি। তুমি কুমুদিনী হও আর বিশ্বেশ্বরী হও, আমায় ত্যাগ ক'রো না।

কামি। আয় দিদি! এখান থেকে চ'লে আয়। ও মিন্সে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।

উপেন্দ্র। দিদি,—দিদি কে?

কামি। আমার দিদি ইন্দিরে, কখনো নাম শোন নি? খোল তো দিদি একবার ঘোম্‌টাটা?

উপেন্দ্র। এ কি! এ তো কুমুদিনী, তুমি বুঝি আমারই ইন্দিরে হবে? কুমুদিনী যদি ইন্দিরা তা হ'লে কি সুখ, পৃথিবীতে তা হ'লে আমার মত সুখী কে?

কামি। আ পোড়া কপাল! এই বুদ্ধিতে টাকা রোজগার কোরেছ? কোদাল পাড় না কি? এ কুমুদিনী না, এ ইন্দিরে—এ ইন্দিরে! তোমার পরিবার, আপনার পরিবার চিন্‌তে পার না?

উপেন্দ্র। ইন্দিরা, ইন্দিরা! তুমি! আমার চিরজীবনের আরাধ্যা দেবী, ইহজীবনের সুখ-দুঃখ, আমার সুখের স্মৃতি, আমার মতির মালা, আমার হীরের মুকুট, তুমি! আমায় পায়ে রাখ, আর আমায় ঘুরিও না, আমি অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, কেঁদে কেঁদে পাষাণ হোয়ে গিছি, পুড়ে পুড়ে খাক্ হোয়েছি, আমার সোনার স্বপ্ন! আর আমার কাছ থেকে পালিও না, আমি তোমায় ঘুমিয়ে দেখ্‌তে চাই, জেগে দেখ্‌তে চাই, অন্তরে দেখ্‌তে চাই, বাহিরে দেখ্‌তে চাই, আর তোমায় ছাড়্‌বো না।

কামি। তোমায় ঘানিগাছে ঘোরায়নি—অমনি ছেড়েছে, এইটুকু দিদির দোষ। আবার আব্‌দার নিলেন কি না গ্রহণ কোরব না, আরে

মিন্সে, যখন আমাদের আলতা-পরা শ্রীপাদপদ্মখানি ভিন্ন তোমার জেতের গতি-মুক্তি নাই, তখন অত বড়াই কেন ?

উপেন্দ্র। তখন চিন্‌তে পারিনি যে, তোমাদের কি চিন্‌তে জোয়ায়।

কামি। তুমি যে চিন্‌বে বিধাতা তা কপালে লিখেন নাই। যাত্রায় শোননি ? বলে,—

"ধবলী বলিল, শ্যাম, কে চেনে তোমারে।
চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে॥
পদচিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কানে।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ তায় গরু কি তা জানে ?"

দিদি হাস্‌চিস্ যে ? লজ্জা করে না ? তোর হ'য়ে মিন্সেকে দশ কথা শোনাচ্চি, তুই কোথা আমার দিক হ'য়ে লড়াই কোরবি, না মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিস্ ? আপনার জিনিস্‌টি কাছে পেয়েই সব ভুলে গেলি বুঝি ?

উপেন্দ্র। যা ভাই, আর জ্বালাস্‌নি, যাত্রা কল্লি তার জন্যে এই পানের খিলিটে পেলা নে।

কামি। ও দিদি ! মিত্তির-জার একটুকু বুদ্ধি আছে দেখ্‌তে পাই।

উপেন্দ্র। কি বুদ্ধি দেখ্‌লি ?

কামি। বাবু পানের ঠিলিটে রেখে খিলিটা দিয়েছেন—বুদ্ধি নয় ? তা তুই এক কাজ করিস্, মধ্যে মধ্যে তোর পায়ে হাত দিতে দিস্, তা হ'লে হাত দরাজ হবে।

ইন্দি। আমি কি ওঁকে পায়ে হাত দিতে দিতে পারি, উনি হ'লেন আমার পতি—দেবতা।

কামি। দেবতা কবে হ'লেন? পতি যদি দেবতা, তবে এতদিন ত তোমার কাছে উনি উপ-দেবতা ছিলেন।

ইন্দি। দেবতা হ'য়েছেন, যবে, ওঁর বিদ্যেধরী গিয়েছে।

কামি। আহা, বিদ্যেকে ধরি ধ'রি ক'রে ধ'ত্তে পাল্লেন না? তাঁর সঙ্গে ধরাধরি না থাক্‌লেই ভাল। "সে বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।"

ইন্দি। কামিনী, তুই বড় বাড়ালি? শেষ চুরি-চামারি পর্য্যন্ত ঘাড়ে ফেল্‌ছিস্‌?

কামি। অপরাধ আমার? যখন মিত্তির-জা মশাই কমিশেরিয়াটের কাজ কোরেছেন, তখন চুরি ত ক'রেছেন, আর চামারি, তা যখন রসদ জুগিয়েছেন, তখন চামারিও ক'রেছেন।

উপেন্দ্র। বলুকগে, ছেলেমানুষ, অমৃতং বাল-ভাষিতং।

কামি। কাজেই। তুমিই যখন বিদ্যাধরী শাসিতং, তখন তোমার বুদ্ধি নাশিতং। আমি তবে আসিতং—মা ডাকিতং। [প্রস্থান।

উপেন্দ্র। ইন্দিরা! সেই একদিন, আর এই একদিন; আমার অনেক আশার ধন তুমি! আমার অনেক যত্নের নিধি তুমি। আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব তুমি। আজ তোমায় পেলেম। ইন্দিরা আমার—আমি ইন্দিরার, এ কথা ভাব্‌বার অধিকার আজ থেকে হ'লো। বল, আমায় পায়ে রাখবে? আর কোথাও ছেড়ে যাবে না?

ইন্দি। আমি তোমার দাসী, তোমার ছায়া, তোমার পায়ের রেণু,

ভাব্‌তে গেলে কান্না আসে, এমন দিন হবে কখনও মনে ছিল না। তুমি এম্‌নি কোরে আদর ক'র্‌বে, তোমার মুখে সোহাগের কথা শুনবো, তোমার বুকে মাথা রেখে প্রাণের কথা কইব—এ আমার নিশার স্বপন। আমি ত তোমার হলুম, আমার যা কিছু এখন তোমারই সব, এখন যদি হাতে পেয়ে তুমি আমায় ত্যাগ কর? আমি ডাকাতের সঙ্গে ছিলুম, আমায় বিশ্বাস কি?

উপেন্দ্র। সে সন্দেহ আর আমার নেই। তুমি সতীর আদর্শ! জলন্ত আগুন, তোমায় কলঙ্কিনী বলে কার সাধ্য? আমার লোকজন দিয়ে যে দিন তোমায় মহেশপুরে পৌঁছে দিয়ে আমি নিজের বাড়ীতে যাই, সে দিনে একটি লোক আমার কাছে এসেছিল, তার নাম কেলো, সে ব'ল্লে, তোমার কাছে এ নাম ক'ল্লেই তুমি বুঝ্‌তে পারবে, সে ডাকাতের দলে ছিল, সে ব'ল্‌লে, সে ছায়ার মতন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। তোমার চরিত্র নির্ম্মল, ফুলের মতন, কেউ দাগ পাড়তে পারেনি। আমি তার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিছি; সে এখন পরম সাধু।

ইন্দি। সত্যি বোল্‌ছো? আমার ওপর তোমার কোন অবিশ্বাস নেই?

উপেন্দ্র। জগদীশ্বর জানেন, আমি মুখে কি ব'ল্‌বো।

(কামিনী ও কন্যা সমভিব্যাহারে যমুনার প্রবেশ)

কামি। দিদি! পঙ্গপালের মত পাল পাল মেয়ে এসে বাড়ী ভোরে গিয়েছে। তারা সব তোমার মিলন দেখ্‌তে এসেছে। যমুনা কিছুতে ছাড়্‌লে না, আমার সঙ্গে এল। আমি ব'ল্‌লুম, দিদি এখন জামাই বাবুর সঙ্গে কথা কইছে, একটু পরে যেও,—তা কিছুতে শুন্‌লে না।

যমুনা। শুনবো কেন লা ? ডাকাতে-মেয়ের কাছে আস্‌বে তার আবার সময় কি ? থাক্‌লেই বা জামাইবাবু।

ইন্দি। তা বেশ কোরেছ এসেছ, তার আর হ'য়েছে কি ?

যমুনা। কি গো জামাই ! আমাদের একটি গান শুনবে ?

উপেন্দ্র। অনুগ্রহ আপনাদের—আমি প্রস্তুত।

যমুনা। কিন্তু পেলা দিতে হবে, গান শোনা অমনি হয় না।

উপেন্দ্র। ভাল তাতেও প্রস্তুত।

যমুনা। গাতো লা সব ! একটা গান গা। জামাই, ক'ল্‌কেতায় ত অনেক বাইজির গান শুনেছ, আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়ের একটা গান শোন দেখি।—

(বিনোদিনীর প্রবেশ ও গীত)

বিনো। বিধুমুখে মধুর হাসি ফুটলো কি লো তোর।
সেধে এসে ধরা দিলে, সাধের মনোচোর॥
প্রাণের নিধি প্রাণের মাঝে হেথা সেথা মরিস খুঁজে,
চুপি চুপি দেখ না বুঝে, টেনে প্রেমডোর।
বুকের ধনে সযতনে, মন বিছিয়ে রাখ্‌ না মনে,—
ভাসিয়ে দে লো অভিমানে, হবি তবে ভাবে ভোর॥

যবনিকা পতন